জ্ঞান রত্নাকর।

GYANRUTNACUR.

শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য বসু কর্ত্তৃক

বিরচিত এবং সংগৃহীত।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্বারা পরিশোধিত।

শ্রী নবকৃষ্ণ বসু দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

তত্ত্ববোধিনী সভারযন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

মূল্য ২ টাকা।

শকাব্দা ১৭৮০।

এই গ্রন্থ যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি কলিকাতা ভবানীপুর চক্রবেড়ে
মধুসূদন ও গোবিন্দচন্দ্র কোঙারের বাটীতে মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন

Printed by Anundchunder Vedantavagees

ভূমিকা।

এই ভাগ্যহীন ভারতবর্ষ বহুদিবসাবধি মুসলমান ভূপতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবায় ক্রমশঃ নানা প্রকার অত্যাচাররূপ অস্ত্র দ্বারা অঙ্গ বঙ্গীয় লোকদিগের শিল্প সাহিত্য এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের সু-কোমল কলেবর খণ্ড বিখণ্ড হইয়া একেবারে লোপাপত্তি হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। অধুনা ভারতবর্ষীয়দিগের সৌভাগ্য ক্রমে ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক সাম্রাজ্য পুরঃসর পুনরায় নানা প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা হওয়াতে জন সমূহ ক্রমশঃ সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিতেছেন, এবং ভূগোল, খগোল, পদার্থবিদ্যা জ্যো-তিষ, পরমাত্মতত্ত্ব বিষয়ক বিদ্যার পুনরুদ্দীপন হইয়া দিন দিন নানা প্রকার হিতকারী পুস্তক সকল প্রকটিন হইতেছে। কিন্তু অধি-কাংশ পুস্তক এক্ষণে গৌড়ীয় ভাষায় গদ্যচ্ছন্দে প্রকটিত হওয়াতে পদ্যপ্রিয় মহাশয়েরা তৎপাঠে বিশেষ আমোদ প্রাপ্ত হয়েন না, বি-শেষতঃ অধিকাংশ পদ্যচ্ছন্দে যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছে তাহা-তেরচনা কর্ত্তারা পদ্য রচনার গৌরবের অনেক লাঘব করিয়াছেন। এইহেতু কোন মহাত্মার অনুমত্যানুসারে জেলা হুগলির অন্তঃপাতি ডুমুরদহ গ্রাম নিবাসী বহুদর্শী বিচক্ষণ শ্রীযুক্ত মুন্সি কৃষ্ণচৈতন্য বসুজ মহাশয়, সুললিত পদ্যচ্ছন্দে এই নবগ্রন্থ রচনার ভার গ্রহণ করতঃ কবিতা দেবীর গৌরবের অনেক দূর পর্য্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এবং গ্রন্থকার এই পুস্তক মধ্যে অনেক গদ্যচ্ছন্দ উৎকৃষ্ট বোধে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

অস্মদ্দেশীয় যে সমস্ত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত মহোদয় গণের মা-নসোদিত মহদ্ভাব সকল সময়ে সময়ে উদ্ভাবিত হইয়াছে, গ্রন্থকর্ত্তা বহু আয়াস করতঃ সেই সকল জ্ঞানরত্ন বহুস্থান হইতে সংকলন করিয়া পুস্তক মণ্ডিত পূর্ব্বক এই জ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছেন। সুধীবর পাঠক মহাশয়েরা এই রত্নাকর পুস্তক মধ্যে যিনি যে রত্ন প্রার্থনা করিবেন, অনুসন্ধান করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারি-বেন।

লোকের মন হইতে অজ্ঞান ধ্বান্ত তিরোহিত হইয়া সাংসারিক বিষয়ে হিতাহিত জ্ঞান ও জগৎ পাতার প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মে এই লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থকারস্য।

নীতিবাক্য সূত্রধরি, পদার্থ মীমাংসা করি, নানা গ্রন্থ করি সংকলন। গুরু শিষ্য প্রশ্নোত্তরে, জানাইতে শিশুকরে, হিত-উপদেশ বিবরণ। আদ্যে আদ্য সৃষ্টি মর্ম্ম, মধ্যে মানবীয় ধর্ম্ম, অন্তে আত্ম তত্ত্ব পরাৎপর। গদ্য পদ্য নানাছন্দে, গ্রন্থ নবখণ্ড বন্দে, নবরত্নে পূর্ণ রত্নাকর॥ কিন্তু মনে এই ভয়, অভিলাষ দূরে রয়, পাছে হয় কলঙ্ক ভূষণ। যেহেতু অবোধ লোক, সুখেতে ঘটায় শোক, কুতর্ক করয়ে অকারণ॥ এদীনের আকিঞ্চন, রত্নাকরে গুণিগণ, নানা রত্ন লবেন বাছিয়া। অন্যে কি সন্ধান পায়, স্বপনে নাচিনে তায়, শুক্তিলয় মুক্তারে ত্যাজিয়া॥ অতএব নিবেদন, গ্রন্থ করি বিলোকন, তাৎপর্য্যে রাখিবা মনোযোগ। বিস্তার হ-ইবে যথা, সুধী সাধিবেন তথা, আছে রীতি কি দিব প্রয়োগ॥

শ্রীনবকৃষ্ণ বসু।

এই গ্রন্থ শোধন করিতে আরম্ভ করিয়া নানা কার্য্যে ব্যাপৃত বশতঃ সংশোধন করিবার যাদৃশ মানস ছিল, তাহা সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল না, স্থানেং বর্ণাশুদ্ধি ও সামান্য দোষ রহিয়া গেল।

সূচী পত্র।

সূচী পত্র।

সূচী পত্র।

রত্ন সংখ্যা	পৃষ্ঠা

মায়া, নাহি সহে মনের দুর্গতি।
তুমি গুরু দীননাথ, দিন হীনে লহ
সাথ, এইমাত্র শ্রীপদে প্রণতি॥

গ্রন্থারম্ভ।

রাজাধিরাজ শ্রীমান কল্পিত রায়ের উপাখ্যান।

পয়ার।

উপদেশ নগরে কল্পিত নরপতি।
শিষ্ট শান্ত নিষ্ঠদান্ত বীর্য্যবন্ত অতি॥
দানে বীর রণে ধীর ধর্ম্ম পরায়ণ।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় নলের লক্ষণ॥
প্রতাপে তপন তুল্য শীলে সুধাকর।
কর্ম্ম কীর্ত্তি কল্পলতা ব্যপ্ত চরাচর॥
নৃপ পুণ্য বলে ধন্য মান্য বসুমতী।
কর পুটে কর দেয় অগণ্য নৃপতি॥
রূপের নাগর রায় গুণের সাগর।
সম্রাটে ভুঞ্জয়ে রাজ্য এক ছত্র ধর॥
অসম্ভব বৈভব কি কহিব বিশেষ।
অনুমান হয় হেন দ্বিতীয় ধনেশ॥
আচার বিচার প্রেম রণে সুপণ্ডিত।
নব রত্নে সিংহাসন রতনে মণ্ডিত॥
ধর্ম্ম অবতার ভূপ সর্ব্ব সুলক্ষণ।
শিষ্টের পালন কারী দুষ্টের দমন॥
পুত্রবৎ প্রজাগণ পালয়ে যতনে।
মেঘরূপে দয়ানীরে তোষে সর্ব্বজনে॥
আশ্রিত শরণাগতে পরম দয়াল।
বিপক্ষগণের পক্ষে কালান্তের কাল॥
শাসনে রাজ্যের নীতি আছিল এমনি।
মিথ্যা চৌর্য্য হিংসা হীন। সতত অবনি॥
কি কব নরের কথা পশু পক্ষি যত।
সদাচারী নিষ্ঠাহারী ব্রহ্মচারী মত॥
হরি সহ করী কেলি করে চির কাল।
অজ মেষ মৃগ মাঝে শার্দ্দুল রাখাল॥
শিখী সঙ্গে অহি রঙ্গে নিয়ত বিহার।
মকর সফরী আর কপোত মার্জ্জার॥
পরস্পর। হিংসাকারী নহে কেহ কার।
জলচর ভূচর খেচরে সখ্যাচার॥
নগরের শোভা কিছু না হয় বর্ণন।
দেখে যেই বলে এই সুরেন্দ্র ভবন॥
সারি২ অট্টালিকা কিবা তার শোভা।
বিচিত্র রচিত গৃহ সুর মনো। লোভা॥
নগর মধ্যেতে নৃপালয় চমৎকার।
স্ফটিকে নির্ম্মাণ আভা হরে অন্ধকার॥
সপ্ত রত্নে সপ্ত স্বর্গ কিবা সুশোভিত।
রজত কাঞ্চন শিলা মুক্তায় খচিত॥
কত শত গৃহদ্বার মুদিত দর্পণে।
সহস্র সহস্র স্তম্ভ জড়িত কাঞ্চনে॥
তদুপরি ইন্দ্রজাল মুক্তামালা দোলে।
ঝিলি মিলি ঝালর ঝুলিছে তার কোলে॥
সুবর্ণ পতাকা কত মন্দির উপরে।
চঞ্চলা চপলা প্রায় পবনের ভরে॥
পুচ্ছ ধরি শিখী নাচে অট্টালিকোপরি।
উল্লাসে কৈলাসে নানা উপহাস করি॥
শ্রেণীমত শত শত পথ নিরমল।
অবিরত জল যন্ত্রে বরিষয়ে জল॥
মধ্যেতে লোহিত নীল তৃণ দুই ধারে।
ইন্দ্রধনু জিনি আভা তুলা দিব কারে॥

মনোহর সরোবর শোভে স্থানে স্থান।
চারিভিতে যূথে যূথে পুষ্পের উদ্যান॥
কুসুম কাননে অলি ভ্রমর গুঞ্জরে।
মুহুর্মুহুঃ কুহু কুহু কোকিল কুহরে॥
বসন্ত সামন্ত সঙ্গে রঙ্গে তথা রয়।
সদা উচ্চাটন করে বিরহী হৃদয়॥
দেউল মন্দির মঠ মঞ্চ নিকেতন।
হেরিয়া হরয়ে মন জুড়ায় নয়ন॥
নগরী পসারী লোক বৈসে বহুতর।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি শঙ্কর॥
ঘরে ঘরে সবে করে অতিথি সেবন।
দ্বিজগণে অধ্যয়ন বেদ উচ্চারণ॥
স্থানে স্থানে দেবালয় শঙ্খ ঘন্টা রব।
যাগ যজ্ঞ ব্রত দান নানা মহোৎসব॥
স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম ভদ্র আচরণ।
সদানন্দে মনোরঙ্গে সুখী সর্ব্বজন॥
দিবানিশি রঙ্গে সবে সহাস্য বদন।
জাত শিশু বিনা কভু কে করে রোদন॥
কোন জীব অকালে পঞ্চত্ব নাহি পায়।
কেহ বন্দি নহে কোন অনিত্যমায়ায়॥
সবাহে সংসারী সবে বিবেকী অন্তরে।
সর্ব্বজীবে সম দয়া সংসার ভিতরে॥
কেহ কার শত্রু নহে মিত্র পরস্পর।
দরিদ্রতা বাক্য বৃথা সবে ভাগ্যধর॥
কি তঞ্চ প্রপঞ্চ ছল বল মিথ্যাচার।
ভ্রমে ভুলে ক্ষিতি তলে করে সাধ্য কার॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম জানিত সকলে।
প্রহার থাকুক দূরে কুবাক্য নাবলে॥
নিরাপদ নগরে নাহিক রোগ শোক।
সুখের সাগরে মগ্ন ত্রিবিধীয় লোক॥
অশুভ আছিল যেই সে শুভ দায়ক।
অনঙ্গে পীড়িত যথা নায়িকা নায়ক॥
কামিনী কটাক্ষ শর বিনা শর কার।
ভ্রূভঙ্গিমা ভিন্ন অসি কে করে প্রহার॥
বসন্ত সামন্ত যারে করিত তাড়ন।
সঘনে ডাকিত সেই দোহাই মদন॥
বসু কহে সে ভয় না ভাবি একদিন।
যদ্যপি পরম প্রেমে নাহই বিহীন॥

রাজসভা বর্ণন।

পয়ার।

অতঃপর শ্রোতাগণ করহ শ্রবণ।
এক নিশি রাজসভা হইল যেমন॥
কিবা সে সভার শোভা অতি মনোহর।
হেরিলে মোহিত হয় দানব ঈশ্বর॥
ছত্র কল্পতরু তলে রাজ সিংহাসন।
দুই দিকে শোভিত পাত্রের সুখাসন॥
শুভক্ষণ হেরিয়া আপনি মহারাজ।
পাত্র সহ মনোরঙ্গে করিয়া সুসাজ॥
সুঅঙ্গে সুসেনা শিরে কিরীট রতন।
মরকত মাণিক্য হীরকে সুশোভন॥
কর্ণেতে কুণ্ডল গলে মণিময় হার।
বার দিলা নরনাথ ইন্দ্র অবতার॥
সভাসদ বেষ্টিত নৃপতি সিংহাসনে।
চন্দ্র যেন উদয় শোভিত তারাগণে॥
পার্শ্ববর্ত্তী দুই মন্ত্রী মন্ত্রণায় সার।
রূপে গুণে শোভে যেন অশ্বিনীকুমার॥
সম্মুখে সুসাজে সাজে সেনাপতি রাজ।
রণে বিশারদ কর্ণ অর্জ্জুনের সাজ॥

কত বীর নত শির চরণ জুগলে।
শিরোমণি পুষ্পমালে পুজে কুতুহলে॥
অধ্যাপক পাঠক বিবিধ বুধ গণ।
সুহৃদ বান্ধব জ্ঞাতি স্বজন সজ্জন॥
নিয়োজিত স্থানে সবে বসিলা নিয়মে।
পরস্পর ইষ্টালাপ কত মনোরমে॥
হেন কালে নৃপতি হইয়া প্রেমাবেশ।
নৃত্যগীত আরম্ভিতে করিলা আদেশ॥
তত ক্ষণে যন্ত্রীগণ করে যন্ত্রসাজ।
তানপুরা সপ্তসরা বীণা পাকয়াজ॥
ক্রমেতে গায়কগণ আলাপিয়া তান।
রাগসহ রাগিণী করিলা বর্ত্তমান॥
নৃত্যকী করয়ে নৃত্য গীত নানারঙ্গে।
প্রফুল্ল কমল খেলে প্রেমের তরঙ্গে॥
হেরিয়া রূপের ছটা সবে চমকিত।
সঙ্গীত শুনিয়া ভাবে হইলা মোহিত॥
নৃপ বলবন্ত ঋতু বসন্ত পাইয়া।
কৌতুক করেন কত কামিনী লইয়া॥
এইরূপে বহুনিশি হৈল নৃত্যগীত।
পুরস্কার পাইয়া সকলে হরষিত॥
অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য কহি শুন সর্ব্বজন।
হরিষে বিষাদ ভূপ হৈলা যেকারণ॥
যথা নৃপনেত্র হৈল দর্পণে অর্পণ।
অবিলম্বে কৈলা প্রতিবিম্ব বিলোকন॥
বিভিন্ন লাবণ্য শিরে শ্বেতবর্ণ কেশ।
চরমের চিহ্ন চিন্তি চিন্তিত নরেশ॥
অধোমুখে মৌনরহে সজল লোচন।
মলিন বদন-শশী হরিল বচন॥
ক্ষণেকেক্ষণেকে দীর্ঘ নিশ্বাস প্রশ্বাস।
হরিষে বিষাদ ভাব করিলা প্রকাশ॥
নাজানি বিশেষ মর্ম্ম সভাসদ জন।
এক দৃষ্টে চাহি রহে রাজার বদন॥
যন্ত্র লয়্যা যন্ত্রী গণ হইল স্তম্ভিত।
কোথায় বিনোদ বাদ্য সুমধুর গীত॥
দাঁড়ায়ে নৃত্যকী রহে পুত্তলিকা মত।
লাভ হাব হেলা ভাব আদি করিহত॥
যেইরূপে যেইভাবে যে যেখানেছিল।
রাজার বিষাদ হ্রদে প্রমাদে ডুবিল॥
চিত্রাসন সম সভাজনের মুরতি।
কার সাধ্য কহে বাক্য না হৈলে আরতি॥
অঙ্গের স্পন্দন চক্ষে নিমেষ রহিত।
কেবল ব্যাজনে কর চামর দোলিত॥
চৈতন্য রহিত সবে শব্দ না নিস্বরে।
সময় বুঝিয়া ধ্বনি ঘড়ীমাত্র করে॥
কতক্ষণে নরনাথ তুলিয়া বদন।
মন্ত্রীমুখ নিরক্ষিয়ে সজল লোচন॥
করযোড়ে মিনতি করয়ে পাত্রগণ।
কিহেতু বিষাদ ভূপ কহ বিবরণ॥
কি তব অসাধ্য প্রভু ভুবন ভিতরে।
সম্রাটে ভুঞ্জহ রাজ্য পূজ্য চরাচরে॥
কি ভাব অভাবে ভবে ভাবিত ভবেশ।
কহে দীন কৃপাকরি করহ আদেশ॥

রাজার মৌনভাব বিবরণ।

লঘুত্রিপদী।

তবে নৃপবর, অন্তরে কাতর,
সজল কমল আঁখি।
বহে দীর্ঘশ্বাস, কহে মৃদুভাষ,
অধরে অঙ্গুলি রাখি॥

ওহে মন্ত্রীগণ, কি কব কারণ,
অন্তরে দহিছে প্রাণ।
না ভাবিয়া মূল, মজিল দ্বিকুল,
কিরূপ পাইব ত্রাণ॥
নিজ কর্ম্ম ফলে, আসিয়া ভূতলে,
হইলাম নরপতি।
রাজ্য ধন জন, হয় হস্তীগণ,
সেবক সেবিকা কতি॥
এসব বৈভব, পাইয়া শৈশব,
কালসম খেলি খেলা।
না ভাবিয়া সন্ধি, মোহ পাশেবন্দি,
মুক্তিপদে হৈল হেলা॥
মনজ্ঞান হত, রিপু অনুগত,
সতত কুপথে ধায়।
তাহাতে কল্পনা, দেয় কুমন্ত্রণা,
অলীক সুখ আশায়॥
সত্যসনাতন, অখিল কারণ,
জীবের জীবন প্রভু।
সেই পরাৎপর, পরম ঈশ্বর,
স্বপনে না ভাবে কভু॥
শুন মন্ত্রীবর, চল্লিশ বৎসর,
বয়ঃক্রম ক্রমে গত।
শিরে শ্বেত কেশ, যৌবনের শেষ,
স্বভাব বালক মত॥
বৃথা গেল কাল, আগত সেকাল,
কালেতে হরিবে কাল।
কাল ফণীমুখে, বঞ্চি কোনসুখে,
ভেকরূপে চিরকাল॥
অসার সংসার, সুখ পরিবার,
স্ত্রীপুত্র সুহৃদ জন।
রাজ্যালয় ধন, যাবৎ জীবন,
তাবৎ হয় আপন॥
শাস্ত্রের লিখন, অরণ্যে গমন,
পঞ্চাশ বৎসর গতে।
কাটি মায়া পাশ, করিবে সন্ন্যাস,
তপ জপ বিধি মতে॥
ভাবি দেখ সার, এসুখ সংসার,
যত কহ আপনার।
কোথায় থাকিবে, সঙ্গে না যাইবে,
তবে কেন মায়া তার॥
ভাবি অনুক্ষণ, রাজ্য সিংহাসন,
পুত্রে অভিসিক্ত করি।
ত্যজিয়া ভবন, প্রবেশিয়া বন,
সাধনা করি শ্রীহরি॥
তাহা বা কেমনে, ঘটিবে এক্ষণে,
সন্তান সে শিশুমতি।
শৈশব বয়েস, খেলায় আবেস,
চঞ্চল চরিত্র অতি॥
নাজানে বিচার, রাজ্যের ব্যাপার,
নাহি হৈল অধ্যয়ন।
কেমন করিয়া, রাজ্যাদি শাসিয়া,
করিবে প্রজা পালন॥
গৃহেতে রহিতে, অরণ্যে যাইতে,
না পারি মন ব্যাকুল।
ইহার বিধান, কহ মতি মান,
দীন কহে শুন স্থূল॥

রাজার প্রতি মন্ত্রীর মন্ত্রণা।

লঘুত্রিপদী।

এতেক বচন, শুনি মন্ত্রীগণ,

কৃতাঞ্জলি করি কয়।
শুনহ রাজন, উপায় লক্ষণ,
যাহাতে দ্বিকুল রয়॥
যা কহিলা সার, অসার সংসার,
ক্ষণিক বিদ্যুতালোক।
এমর্ম্ম জানিয়া, ভ্রমে না ভ্রমিয়া,
সত্যাবলম্বী সাধক॥
কিন্তু এসংসার, সুসার তাহার,
যার জন্মে দিব্য জ্ঞান।
মোহাদি গোচরে, বিবেক অন্তরে,
আত্মতত্ত্বে তার ধ্যান॥
মোহাদি অন্তরে, বিবেক গোচরে,
সেই সে কপটি জন।
মুখে সুধাময়, গরল হৃদয়,
কেবল ভাক্ত লক্ষণ॥
কাননে আসন, বল্কল পিন্দন,
জটা ভস্ম বিভূষণ।
তীর্থ পরিশ্রম, সব মন ভ্রম,
বিফল তার সাধন॥
নিগূঢ় বচন, শুনহ রাজন,
কিহেতু কাননে যাবে।
হিংসা পরিহরি, সদা ভাব হরি,
যাহে মোক্ষ পদ পাবে॥
বসি সিংহাসনে, লয়া সভাজনে,
নির্ব্বাহ নৃপতি ধর্ম্ম।
স্বকর্ত্তা গোচরে, অকর্ত্তা অন্তরে,
নিষ্কামে করহ কর্ম্ম॥
পুত্র কন্যা জায়া, ভুলা দেহছায়া,
মায়াতে কহ আমার।
জ্ঞান চক্ষে চাহ, মনেরে বুঝাহ,
কে আমার আমি কার॥
সিংহাসন মূল্য, কৃষ্ণাজিন তুল্য,
রতন কিরীট জটা।
রুদ্রাক্ষ ভূষণ, বল্কল বসন,
চন্দন বিভূতি ছটা॥
রম্য নিকেতন, নিবিড় কানন,
সদৃশ ভাবিয়া মনে।
সত্যে রত রহ, সত্য বাক্য কহ,
দয়া রাখ সর্ব্ব জনে॥
এরূপ করিয়া, সংসারী হইয়া,
যেকরে কাল যাপন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কয়, সেই মহাশয়,
তার কি ভয় শমন॥
নামেতে কুমার, নৃপতি কুমার,
কুমার নিন্দিত রূপ।
হইলে বিদ্বান, উপার্জ্জিলে জ্ঞান,
রাজ্য পদ দিবা ভূপ॥
সুদেব সিদ্ধান্ত, জ্ঞানি শান্ত দান্ত,
পরম পণ্ডিত যিনি।
বিদ্যা অধ্যয়ন নৃপ আচরণ,
সুতে শিখাবেন তিনি॥
এতেক ভারতি, শুনি নরপতি,
পাত্রে ভাল ভাল বলি।
হয়্যা হরষিত, উঠিয়া ত্বরিত,
অন্তঃপুরে গেলা চলি॥
হেথা সভাজন, প্রফুল্লিত মন,
আনন্দে আহিক ওর।
উৎসব প্রসঙ্গ, সভা হৈল ভঙ্গ,
যখন যামিনী ভোর॥
যার যেই স্থানে, করিলা প্রস্থান,

কল্যাণ করি রাজায়।
গুরুর কৃপায় ত্রিপদী ছটায়,
দীন রত্নাকরে গায়॥

সিদ্ধান্তের সহিত রাজার কথোপকথন।

পয়ার।

পরদিন পরম আনন্দে নরপতি।
ভূদেব সিদ্ধান্তে কন করিয়া মিনতি॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ মম কুমার তনয়।
অদ্যাবধি বিদ্যা অধ্যয়ন নাহি হয়॥
সতত চঞ্চল চিত্ত আসক্ত খেলায়।
শিশু সঙ্গে রঙ্গে রঙ্গে যথা মন ধায়॥
এরূপে যদ্যপি শিক্ষা কাল হয় গত।
কাল সম হবে মূর্খ পুত্র বিধি মত॥
কুলের প্রদীপ মহারত্ন পুত্র বটে।
বিদ্বান ধার্ম্মিক হয় তবে বড় ঘটে॥
লোকে কয় যদি হয় সন্তান পণ্ডিত।
কণক অঙ্গুরী প্রায় হীরকে খচিত॥
কুলে কভু মূর্খ পুত্র শোভা নাহি পায়॥
পয়োহীন স্তন যথা অজের গলায়॥
মূর্খ সুত সত্বে [illegible] হয় কিঞ্চিৎ।
তারা হীন চক্ষু রাখা কেবল লাঞ্ছিত॥
শত মূর্খ পুত্র যদি থাকে বর্ত্তমান।
এক পুত্রে পণ্ডিতের না হয় সমান॥
এক চন্দ্র তিমির করয়ে বিনাশন।
[illegible] গণে গগনে অগণ্য তারা গণ॥
গুণহীন জন যদি বেশ ভূষা করে।
[illegible] বস্ত্র শোভে যেন মর্কটের উপরে॥
পণ্ডিত সভায় মূর্খ না হয় শোভন।
কোকিলসমাজে কোথা কাকের মিলন॥
গুণহীন জনের জীবন হয় ছার।
পুচ্ছহীন পশু মাত্র মানব আকার॥
সেই পিতা মাতা শত্রু পুত্রে না পড়ায়।
মূর্খ পুত্র শত্রু হৈতে প্রতিফল পায়॥
বনিতা বিহীন ভাল কিম্বা বন্ধ্যা নারী।
গর্ব্ভ শ্রাব ততোধিক বুঝহ বিচারি॥
জাত মাত্র অপত্য মরণ শ্রেয় হয়।
তথাপি কুলেতে মূর্খ পুত্র ভাল নয়॥
অতএব তনয়ে করহ বিদ্যা দান।
হিতাহিত রাজনীতি আত্মতত্ত্ব জ্ঞান॥
মূঢ়ের মূঢ়ত্ব দূর জ্ঞান উপদেশে।
অঙ্গার উজ্জ্বল যথা পাবক প্রবেশে॥
এত বলি করে করি কুমারের কর।
দ্বিজ করে অর্পণ করিলা নৃপবর॥
রাজার বিনয়ে তুষ্ট হৈলা দ্বিজবর।
রচিল পুস্তক দীন জ্ঞানরত্নাকর॥

সিদ্ধান্তের সহিত রাজপুত্রের কথোপকথন।

পয়ার।

তবে দ্বিজবর পায়্যা নৃপতি আরতি।
সাদরে কুমারে কন সরস ভারতি
রত্ন মধ্যে অগ্রগণ্য বিদ্যা মহারত্ন।
সে ধন সাধনে শিশু সদা কর যত্ন॥
ধন ব্যয় করিলে না মিলে যেই ধন।
আয়াস অভ্যাস মাত্র সেধন সাধন॥
কুলে রূপে ধনে মানে শ্রেষ্ঠ যারে কয়।

বিদ্যাহীনে কিংশুক কুসুম সের্ব্বথায়॥
মান্যমান হয় রাজা আপনার দেশে।
বিদ্বান্ পরম পূজ্য স্বদেশে বিদেশে॥
দানেতে অক্ষয় বৃদ্ধি হয় যেই ধন।
তস্কর শত্রুতে কভু না করে হরণ॥
দায়ের নাহিক দায় দায়ী নাহি যার।
রাখিতে না চাহি কোষ মন কোষভার॥
হেন ধন উপার্জ্জন যেহেতু না হয়।
প্রত্যক্ষ লক্ষণ তার শুনহ তনয়॥
যেজন করয়ে সদা মূর্খগণ সঙ্গ।
মিষ্টান্নে নিয়ত লোভ আর রঙ্গভঙ্গ॥
বস্ত্র গন্ধ পুষ্প কামিনীর উপভোগ।
ইতস্তত নিরর্থক ভ্রমণে নিয়োগ॥
নৃত্যগীত বাদ্য কাব্যে নিত্য অনুরাগ।
দ্যূতাদি অনিত্য ক্রীড়া আর অঙ্গরাগ॥
মাদকাদি দ্রব্যে রত সর্ব্বদা অলস।
সে মূর্খ না করে পান বিদ্যা সুধারস॥
"মাতার সমান নাই শরীর পোষিকা।
কান্তার সমান নাই শরীর তোষিকা॥
চিন্তার সমান নাই শরীর শোষিকা।
বিদ্যার সমান নাই শরীর ভূষিকা॥"
এতেক বচন শুনি রাজার নন্দন।
কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক করিল নিবেদন॥
বিদ্যা যে পরম ধন কহিলা আভাস।
কাহাকে বলয়ে বিদ্যা শুনিব নির্জ্জাস॥
হাসিয়া কহেন গুরু শুনহ তনয়।
দুই মত বিদ্যা হয় বুধগণে কয়॥
পরা আর অপরা বিদ্যার দুইনাম।
পরাতে জন্ময়ে জ্ঞান অপরাতে কাম॥
অপরা বিদ্যার মধ্যে বিদ্যা চতুর্দ্দশ।
তন্মধ্যে পঞ্চম শ্রেষ্ঠ যাহে জন্মে যশ॥
শাস্ত্র শস্ত্র শিল্প মন্ত্র সঙ্গীত পঞ্চম।
শাস্ত্র বিদ্যা হয় মাত্র বিদ্যার উত্তম॥
বাল্য যুবা বৃদ্ধকালে শাস্ত্র শোভা পায়।
বৃদ্ধ হৈলে অন্য বিদ্যা উপহাস প্রায়॥
অন্ধের নয়ন শাস্ত্র ভূষণ সঙ্গীত।
শাস্ত্র শিল্প মন্ত্র বিদ্যা হয় বিপরীত॥
অগ্রে অগ্রগণ্য বিদ্যা কর অধ্যয়ন।
অপর শিখিবা শিশু যাহা লয় মন॥
কহ গুরু বিদ্যাতরু হৈতে কিবা ফল।
যাহাতে ঐহিক পারত্রিকের সকল॥
কুমার বদন দেব করিয়া চুম্বন॥
প্রেমানন্দে সুধাভাষে কলশ্রুতি কন॥
আপন মনেরে মালী করহ সুধীর।
সে যদি সিঞ্চন করে আয়াসের নীর॥
তবে যে প্রকার বিদ্যা তরুর উদয়।
বিশেষ করিয়া কহি শুনহ তনয়॥
হৃদি ক্ষেত্রে বিদ্যা বীজ করিলে অঙ্কুর।
অঙ্কুর প্রভাবে বৃদ্ধি পল্লব প্রচুর॥
পল্লবে কারণ বৃক্ষ বলবান হয়।
পরে বৃক্ষ হৈতে বৃদ্ধি কার্য্য শাখাচয়॥
কার্য্য শাখা হৈতে ধন ফুলের প্রচার।
মান মধু সৌরভ গৌরবের আধার॥
ক্রমে ক্রমে ফুল হৈতে ধরে ফল কর্ম্ম।
পরিণামে ফলে বর্ত্তে সুধারস ধর্ম্ম॥
সেসুধা করিলে পান জন্মে দিব্যজ্ঞান।
জ্ঞানে লভ্য ধর্ম্ম অর্থ কাম কি নির্ব্বাণ॥
অতএব বিদ্যার নাহিক কেহ তুল্য।
কবিগণ কহে যারে রতন অমূল্য॥
এতেক বচন যদি কুমার শুনিল।

সাধনে সাধিব ক্রিয়া প্রতিজ্ঞা করিল।
দীন কহে দিন, দিনে দিন হয় গত,
বিলম্বে কি প্রয়োজন শুভক্ষণাগত।

রাজপুত্রের অধ্যয়ন করণ।

দীর্ঘত্রিপদী।

দেখি দিন শুভক্ষণ, করিবারে অধ্যয়ন।
কুমার সাজিল মনোহর।
কিবা সে মোহন বেশ, রূপের নাহিক শেষ,
কুমার নিন্দিত কলেবর।
হেরি হর্ষ নৃপরায়, সকলে মঙ্গল গায়,
দান দেয় যেবা যেই চায়।
প্রেমানন্দে কোলাকুলি, অন্তঃপুরে হুলাহুলি, মহামহোৎসব হৈল তায়॥
কুমার আনন্দমন, বেষ্টিত বালকগণ;
গুরুপদে প্রণমিল গিয়া।
গুরু করি স্তুতিবাদ, করিলেন আশীর্ব্বাদ,
শিরে কর গন্ধপুষ্প দিয়া॥
গুরুর আশিষ লয়ে, মনে কুতূহল হয়ে,
ব্যাকরণ আরম্ভ করিল।
অবিরত পাঠ চলে, শ্রুতিধর বুদ্ধিবলে,
স্বল্পমাসে তাহা সমাপিল॥
অভিধান শব্দসার, গণভট্টী রঘু আর,
ক্রমে পড়ে কুমার কুমার।
পরে কাব্য অলঙ্কার, বোধহেতু সংস্কার,
দেখি লোকে লাগে চমৎকার।
ইতিহাস নানা মন্ত্র, পুরাণ আগম তন্ত্র,
পড়িয়া সন্দেহ হৈল মনে।
নৃপস্তুত ভাবতে কয়, এই সত্য এই হয়.
স্বকপোল সৃষ্টি প্রকরণে॥
স্ব স্ব মত মত আশ্রয়, শিশু হৈল তাবাস্তর,
কভি মুনি এক ঐক্যনয়।
যার যার মত যেই, সবে বলে সত্য এই,
কোন মত হইবে নিশ্চয়॥৮
মীমাংসা করিয়া লক্ষ্য, সদা জাবে পরপক্ষ,
সিদ্ধান্ত না হয় কিছু তার।
শুনিতে মীমাংসা সার, ছাত্র কহে বারম্বার,
কহ গুরু কারণ ইহার॥
পুরাণে প্রমাণ যাহা, তর্কেতে তর্ক করে তাহা,
মীমাংসা কিরূপে বল হয়।
কারণের কিবা কার্য্য, বেদে কি হইল ধার্য্য,
না জানি সে বেদ কারে কয়॥
সৃষ্টিপূর্ব্বে কিবা ছিল, কেবা বিশ্ব প্রকাশিল, কিসে পঞ্চভূতের প্রচার।
কিরূপে জন্মিল ক্ষিতি, কার কক্ষে করে স্থিতি, ভূগোল খগোল কি প্রকার॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত, নিয়মিত অবিরত,
ভ্রমণ করয়ে কি কারণ।
সুরাসুর আদি যক্ষ, গন্ধর্ব্ব কিন্নর রক্ষ।
কি প্রকারে হইল সৃজন॥
কেমনে হইল বস্তু, দানব মানব পশু
খেচর ভূচর জলচর।
মানবের কিবাচার, ত্রিকালের ব্যবহার,
বিশেষ কহিবা মুনিবর॥
আমি অতি শিশুজ্ঞান, না জানি শাস্ত্র সন্ধান, তুমি গুরু জ্ঞান অভিধান।
ভবমুখাম্বু জসুধ, পানে যাক ভ্রান্তিক্ষুধা,
কৃপায় তনয়ে কর দান॥
এত শুনি দ্বিজবর, তুলিয়া দক্ষিণ কর,
কুমারে আশিষ করি কন।

যা কহিব যাও নিবী, [illegible] হিপাসরিবা,
বর লহ নৃপতি নন্দন ॥
কুমার পাইয়া বর, পুলকিত কলেবর,
স্তুতি নতি করিল বিস্তর ।
শ্রীনাথ ভাবিয়া মনে, দীনদিনহীনে ভনে,
নূতন পুস্তক রত্নাকর ॥

শাস্ত্রাদির মর্ম্ম কথন ।

পয়ার ।

অতঃপর স্তবে তুষ্ট হয়ে দ্বিজবর ।
নৃপতি কুমারে কন শুন প্রিয়বর ॥
ভক্তিভাবে বুঝ শাস্ত্র মর্ম্ম বিবরণ ।
যাহে হয় মনক্রম পাপ বিনাশন ॥
ঈশ্বর মাহাত্ম্য যাহে তারে বলে বেদ ।
দেবগণ প্রকাশিল করি চারি ছেদ ॥
সাম যজু ঋগথর্ব্ব বেদ বৃক্ষ চারি ।
উপনিষদাদি ভাষ্য শাখা সহকারী ।
পরম পবিত্র বেদ রক্ষার কারণ ।
ঋষিগণ হৈতে হইল ষড দরশন ॥
অষ্টাদশ পুরাণ শিবোক্ত নানা তন্ত্র ।
আগম জামল আর ডামরাদি মন্ত্র ॥
সকলের এক বাক্য ভেদ মাত্র ভ্রম ।
যেহেতু পদার্থে বর্ত্তে ঈশ্বরের ক্রম ॥
ইত্যাদি যতেক শাস্ত্র বেদ ভিন্ন নহে ।
একার্ণব যোগে যেন নানা নদী বহে ॥
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র পরস্পর ।
বিরোধ হইবে যথা শুন প্রিয়বর ॥
পুরাণাদি হৈতে শ্রেষ্ঠ স্মৃতির বচন ।
স্মৃতি হৈতে শ্রুতি মান্য না হয় খণ্ডন ॥
কুমার কহিল গুরু কহ বিবরণ ।
বেদের রক্ষক অন্য শাস্ত্র কিকারণ ॥
তবে গুরু কহিলেন শুনহ কুমার ।
যে কালে চার্ব্বাক মত হইল প্রচার ॥
নাস্তিকতা নাশিবারে মহামুনি গণে ।
বেদ মর্ম্ম প্রকাশিল ষড় দরশনে ॥
ঈশ্বর সাধনে শিব কৈল নানা তন্ত্র ।
সাধকে সাধনা করে লয়া মহামন্ত্র ॥
পুরাণে প্রমাণ মাত্র ঈশ্বরের লীলা ।
বেদব্যাস ইতিহাস বিস্তর বর্ণিলা ॥
যদ্যপি তাহাতে বহু রূপ[illegible] বর্ত্তয় ।
পদার্থ লইলে এক বস্তু ভিন্ন নয় ॥
অতএব কি কারণে হও শিশু ভ্রান্ত ।
সেই সত্য সারতত্ত্ব যে কহে বেদান্ত ॥
ব্রহ্মা স্থানে স্বয়ম্ভু বেদ পড়েছিল
মহামুনি ঋষি বর্গে যে মর্ম্ম কহিল ॥
যাহাতে হইল স্থির ব্রহ্মজ্যোতির্[illegible] ।
কারণের কার্য্য যথা সৃষ্টি স্থিতি লয় ॥
সেই সব তত্ত্ব কহি শুন গুণধাম ।
যাহাতে হইবে তূর্ণ পূর্ণ মনস্কাম ॥
এতেক বচনে শিশু করিল উত্তর ।
অগ্রেতে বেদের মর্ম্ম কহ মুনিবর ॥
অমৃত বালক বাক্যে পুলক অন্তর ।
রচিল পুস্তক দীন জ্ঞানরত্নাকর ॥

বেদাদ্য প্রকরণ ।

পয়ার ।

সাবধানে শুন শিশু স্থির [illegible] মনা ।
অতি গুহ্য কথা এই পর[illegible]রণা ।
গোপনে রাখিলে ভ্রম নাহি হয় দূর ।
অব্যক্ত এ নহে ব্যক্ত বেদেতে প্রচুর ।

উপনিষদাদি ভাষ্যে পাইয়া আভাস।
অনু সংহিতার এই করিল নির্জ্জাস ॥
যে কালে হইল ভ্রান্ত না জানি কারণ।
বিধি বিষ্ণু শিব ইন্দ্র বরুণ পবন ॥
ইত্যাদি দেবতা বসি কাম্য তরুতলে।
পরস্পরা অহংজ্ঞান স্বীয় স্বীয় বলে ॥
নাশিতে দেবের ভ্রম সত্যসনাতন।
শূন্যে এক জ্যোতী রূপে দিলা দরশন।
চকিতে হেরিয়া সবে হইল বিস্ময়।
কিবা সে পরম বস্তু কেকরে নিশ্চয়॥
সম্বিত পাইয়া তবে কহে সুরগণ।
কি হেরিনু অপরূপ না হয় বর্ণন ॥
বহুদিন সুখে সবে হেথা করি বাস।
কভু নাহি হেরিহেন জ্যোতির প্রকাশ ॥
পরে বায়ু অগ্নি ইন্দ্র সন্ধানে চলিলা
দৈববাণী ক্রমে সবে শক্তি প্রকাশিল ॥
ক্রমেতে হইল খর্ব্ব গর্ব্ব সবাকার।
বিধি বিষ্ণু শিবে আসি দিল সমাচার॥
শুনিয়া বিষ্ণুর ক্রোধানল হৈল শান্ত।
তার তরে চলিলেন লইবারে তত্ত্ব॥
ঊর্দ্ধমুখে যুক্ত-করে করিলেন স্তব।
কে আপনি কহ ভ্রান্ত হৈল সুরসব॥
শুনিয়া শিবের স্তুতি পরম কারণ।
পুনঃ শূন্যে তারারূপ করিল স্থাপন॥
হেরিয়া মোহিনী রূপ মোহিত শঙ্কর।
সোহং কর্ত্রী বলি স্তুতি করিল বিস্তর।
শুনিয়া হাসিয়া তারা মহেশের স্তব।
অগ্রে শিবে জ্ঞান দিলা কহিয়া প্রণব॥
প্রণবে প্রকাশ মাত্র ঈশ্বর মহাত্মা।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা সেই সত্তা।
জ্ঞান পায়্যা শিব ব্রহ্ম যেকরিল স্তুতি
গায়ত্রী তাহার নাম কহিলেন শ্রুতি।
প্রণব প্রকাশি তারা হৈল অন্তর্ধান।
ফিরিয়া আইল শিব পায়্যা দিব্যজ্ঞান।
দেবগণে কহিলেন তত্ত্ব বিবরণ।
সূর্য্য সাম বেদে কৈল ব্রহ্ম নিরূপণ॥
বায়ু হৈতে যজু আর অগ্নি হৈতে ঋক
অথর্ব্ব করিল ইন্দ্র সে বেদ অধিক ॥
গায়ত্রী প্রসূত বেদ সত্যসনাতন।
বেদ মাতা গায়ত্রী বলয়ে সেকারণ ॥
অসুরে হরিয়া বেদ সাগরে ফেলিল॥
মীনরূপে ভগবান্ তাহা উদ্ধারিল ॥
পাইয়া পরম নিধি বিধি পুনর্ব্বার।
চারিমুখে চারিবেদ করিল বিস্তার ॥
স্বায়ম্ভুব মনুরে করাণ অধ্যয়ন।
ব্রহ্মার কথিত বেদ কহে সেকারণ॥
শুনিয়া বেদের সূত্র নৃপতি নন্দন।
গুরুর চরণে পুনঃকরে নিবেদন ॥
কৃতার্থ করিলে গুরু যে কহিলে সার।
এবেকৃপা করি কহ ব্রহ্ম কি প্রকার ॥
হাসিয়া কহেন গুরু শুনহ নন্দন।
বালক স্বভাবে কহ বালক বচন ॥
ব্রহ্ম নিরূপণ করে হেন শক্তিকার।
কেশে কি বন্ধন হয় জ্বলন্ত অঙ্গার?॥
অনন্ত না পায়্যা অন্ত ভ্রান্ত নিরবধি।
সন্তরণে কেবা পার হয় সে জলধি ॥
তবে সে কিঞ্চিৎ জানি পড়েছি যেমন।
নবরত্ন মধ্যে তাহা হইবে বর্ণন ॥
এবে কারণের কার্য্য করহ শ্রবণ।
রচিলা পুস্তক দীন ভাবি নিরঞ্জন ॥

সৃষ্টি প্রকরণ।

পয়ার।

এতেক শুনিয়া মর্ম্ম নৃপতি নন্দন।
ভাবে গদ গদ তনু হরষিত মন॥
ভক্তিভাবে গুরু পদে কহে সবিনয়।
শুনিতে সৃষ্টির সৃষ্টি অভিলাষ হয়॥
কিরূপে হইল সৃষ্টি পূর্ব্বে কিবা ছিল।
কৃপা করি কহ বিশ্ব কিরূপে জন্মিল॥
ইত্যাদি শ্রবণে গুরু বিচলিত মন।
কিরূপে নির্জ্জাস হয় সৃষ্টি প্রকরণ॥
পুরাণাদি লয়্যা মনুসংহিতা সহিত।
সংক্ষেপে কহেন মর্ম্ম কারণ বিহিত॥
সৃষ্টি পূর্ব্বে ছিল মাত্র শূন্য অন্ধকার।
কারণের কার্য্য দুই করিলে বিচার॥
করিতে সৃষ্টির সৃষ্টি ব্রহ্মসনাতন।
নিরঞ্জন নিরাকার অখিল কারণ॥
চিদানন্দ নয় প্রভু সর্ব্বশক্তিমান।
অদ্বৈত অসীম যাঁর না হয় সন্ধান॥
প্রথমে ঈশ্বর মনে মহত্তত্ত্বোদয়।
পরে মহত্তত্ত্ব হৈতে অহংকার হয়॥
সেই অহংকার হৈতে পরম কারণ।
অগ্রে জল হৌক বলি করিলা মনন॥
নিত্য মাত্র চরাচর হৈল জলময়।
কারণ সলিল সেই কার্য্যের আশ্রয়॥
সেই জলে শক্তিবীজ করিলা রোপণ।
তাহে স্বর্ণ ডিম্ব এক হইল সৃজন॥
সূর্য্যের কিরণ জিনি বরণ উজ্জ্বল।
ক্রমে বৃদ্ধি হয়্যা শূন্য ব্যাপিল সকল॥
ইচ্ছাধীন ভগবান বিশ্বের কারণ।
আত্মারূপে অণ্ড মধ্যে করিল গমন॥
দেব পরিমাণে ডিম্ব বৎসর রহিল।
ঈশ্বর ইচ্ছায় অণ্ড দ্বিখণ্ড হইল॥
ঊর্দ্ধ খণ্ডে স্বর্গ অধঃ খণ্ডে মর্ত্ত্য হয়।
মধ্য নিরাকারে শূন্য স্বাভাবিক রয়॥
সপ্তসিন্ধু দশদিক ভূগোলে সঞ্চার।
অণ্ড মধ্যে প্রকাশিল বিন্দু বিশ্বাধার॥
হিরণ্য গর্ব্ভেতে জন্ম সর্ব্ব পিতামহ।
প্রকৃতি প্রেরক মাত্র মায়াতে বিরহ॥
সকলের সাধারণ বন্ধু সনাতন।
পিতামহ এক নাম হৈল সে কারণ॥
আর দুই নাম তাঁর করহ শ্রবণ।
ভ্রম অন্ধকার যাহে হয় বিনাশন॥
নর শব্দে আত্মা আত্মা হৈতে জল হয়।
এ কারণ নার শব্দ বারিকে নির্ণয়॥
আত্মার পূর্ব্বেতে নীর হইল অয়ন।
সেকারণে আর নাম বর্ত্তে নারায়ণ॥
তৃতীয় নামের অর্থ শুনহ বিশেষ।
পরম পদার্থে মন করহ আবেশ॥
প্রত্যক্ষের অগোচর নিত্যনিরঞ্জন।
উৎপত্তি বিনাশ হীন ত্রিলোককারণ॥
সেই ব্রহ্মা উৎপাদিত পুরুষ প্রধান।
ব্রহ্মা নামে অবস্থিত এই সে বিধান॥
পিতামহ নারায়ণ ব্রহ্মা তিন নাম।
ত্রিলোকবিখ্যাত হৈল আত্মা অভিরাম॥
সেই ব্রহ্মা প্রথমতঃ সৃষ্টির কারণ।
মহত্তত্ত্বে কৈলা পঞ্চভূত নিরূপণ॥
শূন্য বায়ু তেজ অপ ক্ষিতি পঞ্চভূত।
অগ্রে সূক্ষ্ম পরে স্থূল হৈল উদ্ভূত॥
ভূতের বিশেষ গুণ শুনহ সুধীর।
যে পঞ্চ সংযোগে জন্মে জীবের শরীর॥

আকাশের এক গুণ শব্দ মাত্র হয়।
বায়ুর দ্বিগুণ শব্দ স্পর্শ শাস্ত্রে কয়॥
তেজের ত্রিগুণ শব্দ স্পর্শ রূপ মাত্র।
জলে শব্দ স্পর্শ রূপ রস বর্ত্তে ছাত্র॥
পৃথ্বীর পঞ্চম গুণ এই সে নিশ্চয়।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি বর্ত্তয়॥
পঞ্চভূতে পঞ্চ শক্তি আছয়ে প্রধান।
আকাশের শক্তি হয় অবকাশ দান॥
বায়ুর চালন শক্তি তেজে পাচকতা।
জলে পিণ্ড পৃথিবীর ধারণ ক্ষমতা॥
পরে আত্মা আত্ম ইচ্ছামতে নিত্যকায়॥
দুই খণ্ড হইলেন সেই মাত্র মায়া॥
দক্ষিণ অঙ্গেতে হৈল পুরুষ আকার।
বাম অঙ্গে নারীরূপ মায়ার আধার॥
পরমা প্রকৃতি কর্ত্রী ত্রিগুণ ধারিণী।
আদ্যাশক্তি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী॥
পরম পুরুষ সঙ্গে রঙ্গেতে বিহার।
কিন্তু পরস্পর অঙ্গ সঙ্গ নহে কার॥
তবে যে ঈশ্বর শক্তি শক্তিতে ধারণ।
চুম্বক সত্ত্বায় যেন লৌহের চালন॥
নির্গুণে সগুণ করি কহে বৈশেষিক।
জবা সন্নিধানে যথা লোহিত স্ফটিক॥
পুরুষ প্রকৃতি দুই একই কারণ।
ইচ্ছায় করেন এই সৃষ্টির সৃজন॥
মায়ারূপী মহামায়া মায়া প্রকাশিল।
ত্রিগুণে বিরাট রূপ পুত্র প্রসবিলা॥
অখণ্ড মণ্ডলাকার অনন্ত মহিমা।
বাক্যাতীত রূপ গুণ বেদে নাহি সীমা॥
বিরাট হইতে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত।
নক্ষত্র করণ যোগ হৈল ইচ্ছা মত॥

বিধি বিষ্ণু শিব ইন্দ্র যতেক অমর।
নিজ নিজ দেবী সহ ব্যাপ্ত পরস্পর॥
পঞ্চভূতে করিলেন শরীর সৃজন।
চালন চৈতন্য হেতু দিলা প্রাণমন॥
লোভ মোহ ক্রোধ কাম মদ আর মান।
ষড়রিপু সঙ্গে জীব সতত অজ্ঞান॥
যেরূপে প্রজার বৃদ্ধি কৈল প্রজাপতি।
বিশেষ বৃত্তান্ত কহি শুন শান্তমতি॥
অসুর মহর্ষি যক্ষ দানব অপ্সর।
পিশাচ রাক্ষস সর্প গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
নাগ নর পশু পক্ষি খেচর ভূচর।
জলচর আদি করি হৈল বহুতর॥
সিন্ধু শৈল লতা বৃক্ষ জন্মে পরস্পর।
দিবানিশি পক্ষ ঋতু অয়ন বৎসর॥
অতএব এসবার জন্ম বিবরণ।
সংক্ষেপে শুনহ সার নৃপতি নন্দন॥
প্রথম মায়াতে সৃষ্টি সুরাসুর সর্ব্ব।
কিন্নর অপ্সর যক্ষ দানব গন্ধর্ব্ব॥
অপরে পঞ্চাঙ্গে জন্ম হৈল সবাকার।
একাদি ক্রমেতে কহি শুনহ কুমার॥
রাক্ষস পিশাচ নর পশু চতুষ্টয়।
জরা মধ্যে জন্ম হেতু জরায়ুজ কয়॥
সর্প পক্ষি মৎস্য কুর্ম্ম কুম্ভীর অণ্ডজ।
পতঙ্গাদি ক্লেদে জন্মে সে হয় স্বেদজ॥
বীজ শাখা হৈতে বৃক্ষ গুল্মলতা তিন।
উদ্ভিজ্জ তাহার নাম চৈতন্য বিহীন॥
পরে পরস্পর জন্ম শৃঙ্গার আবেশে।
মীন কৃমি কীট হয় স্বভাব বিশেষে॥
অষ্টধাতু শৈল যত ক্ষিতির বিকার।
নানা রূপে গুণে গণ্য অতি চমৎকার॥

ধূমেতে মেঘের জন্ম স্থিতি বায়ুভরে।
সূর্য্য আভা ইন্দ্রধনু শোভে জলধরে॥
বজ্র উলকা সৌদামিনী তেজেরবিকার।
ঋতু সহকারে হয় গগনে প্রচার॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে সৃষ্টির সৃজন।
কালসহকারে সব হয় বিনাশন॥
এতেক শুনিয়া তবে রাজার নন্দন।
গুরুপদে প্রণমিয়া করে নিবেদন॥
কিরূপে জন্মিয়া বর্ণ ভেদ হৈল নর।
বিশেষ করিয়া তাহা কহ মুনিবর॥
সিদ্ধান্ত কহেন তবে শুনহ কুমার।
যেইরূপে নর বর্ণ ভেদ কহি তার॥
ব্রহ্মার মানসে হৈল অষ্টাদশ পুত্র।
মহাঋষি ঋষি মনু মানবের সূত্র॥
মহর্ষি হইল দশ ঋষি সপ্ত আর।
একা স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার আকার॥
মহর্ষি কি ঋষি নাম অধিক বর্ণন।
মরীচি প্রভৃতি করি জানে সর্ব্বজন॥
মনু ভিন্নঅন্যঅনাযোগে হৈলযোগী।
প্রজা বৃদ্ধি হেতু মনু হইলেনভোগী॥
ব্রহ্মারমানসী কন্যা নামেশতরূপা।
গুণের কি দিব সীমা রূপে অনুরূপা॥
স্বায়ম্ভুব সহিত বিবাহ বিধি দিল।
রতি যোগে চারিপুত্রক্রমেতে জন্মিল॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি।
উত্তম মধ্যমাধম করিলা বিচারি॥
পিতামহ মুখবাহু উরুপদ সম্বন্ধে॥
ব্রাহ্মণাদি চারি জনে বল বৃত্তি বর্ত্তে।
ব্রাহ্মণের বৃত্তি বেদ ক্ষত্রির রাজত্ব।
বৈশ্যের বাণিজ্য শূদ্রে কৃষি ও দাসত্ব॥
পরে চারি বর্ণ হৈতে জন্মে বহুনর।
বিস্তার কহিতে হয় বাহুল্য বিস্তর॥
সুরকীট আদি যত পুরুষ আকৃতি।
আদ্য যে যাহার জন্ম সহিত প্রকৃতি॥
রজোগুণে ব্রহ্মা হৈতে সৃষ্টির সৃজন।
সত্ত্বগুণে বিষ্ণু বিশ্ব করেন পালন॥
তমোগুণে মহাকাল করেন সংহার।
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় সকলি ইচ্ছা তাঁর॥
ইত্যাদি কহিনু শিশু সৃষ্টি প্রকরণ।
খগোল ভূগোলে আছেবিশ্ব নিরূপণ॥
বেদে তাঁর ইচ্ছামাত্র হইল জগৎ।
স্থিতি করে লয় হয় কালেতে তাবৎ॥
প্রেমে পুলকিত পুত্র করে নিবেদন।
প্রথমে শুনিব কহ খগোল কেমন॥
এতেক বচনে গুরু হরিষ অন্তর।
রচিলা পুস্তক দীন জ্ঞান রত্নাকর॥

খগোল বৃত্তান্ত।

লঘুত্রিপদী।

খগোল বৃত্তান্ত, শুন শিশু শান্ত,
অনন্ত জ্যোতি রুদ্যান।
যে শুনে একান্ত, সে জিনে কৃতান্ত,
নিতান্ত কল যে ত্রাণ॥
বেদান্তে প্রকাশ, খগোল আকাশ,
আকাশ সে নিরাকার।
অণুব্যাপী রয়, গ্রহাদি আশ্রয়,
অসীমা সীমা তাহার॥
কারণ বিহিত, যথা যে স্থাপিত,
সৃষ্টির কারণে সৃষ্টি॥
আদ্য হৈতে তার, বুঝিবা কুমার,

বিয়ক্ষ যোজনোপরে।

রবির কিরণে, বারি আকর্ষণে,
শূন্যে হয় জলধরে।
ভানুর আভায়, নানা বর্ণ তায়,
স্বভাব অস্থির তর॥
জলের বিকার, কুজ্ঝটী আকার,
মলয়া পবনে বয়।
ভাস্কর কক্ষায়, ধূম্রবর্ণ প্রায়,
ঘন হয়্যা ঘন হয়॥
শতেক যোজন, অবধি পবন,
ঊর্দ্ধে গতায়াত করে।
ঋতু সহকারে, দ্রব করি তারে,
বরিষে ব্রহ্মাণ্ডো পরে॥
বজ্র সৌদামিনী, অনল রূপিণী,
উলকাদি তেজ বিকার।
সতত চঞ্চলা, ক্ষণিক উজ্জ্বলা,
তর্জ্জন গর্জ্জন সার॥
ঊর্দ্ধে স্থির বাই, তথা গতি নাই,
খেচর নাচরে তথা।
ফিরে রাশিচক্র, অধোভাগে বক্র,
নবগ্রহ রহে যথা॥
লক্ষেক যোজন, উপরি গগন,
রবিরূপ জ্যোতির্ম্ময়।
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক, ধরণী ধারক,
গুণে বর্ত্তে গুণ ত্রয়॥
দেব দিবাকর, নির্ম্মল নিকর,
ত্রিলোক লোচন প্রভু।
হয়্যা ছায়াপতি, অনুগ্রহ গতি,
বিশ্রাম নাহিক কভু॥
আর নিশাকর, সোম শশধর,
হইয়া প্রকাশ, তম করি নাশ,
ভুবন উজ্জ্বল করে॥
গতি বার মাস, নক্ষত্র সঙ্কাশ,
অশ্বিনী একাদি রঙ্গে।
ক্রমে ষোলকলা, দ্বিপক্ষে উজ্জ্বলা,
হ্রাস বৃদ্ধি তিথি সঙ্গে॥
রবি আদি শনি, সপ্ত গ্রহ গণি,
রাহু কেতু লয়্যা নয়।
নক্ষত্র যতেক, যোগ সে ততেক,
সপ্ত বিংশতি নির্ণয়॥
অপর গগন, এপার করণ,
ধূম কেতু আদি তারা।
যথা যে নিয়মে, দিবানিশি ক্রমে,
কুলাল চক্রের পারা॥
আর যে সকল, নক্ষত্র অচল,
কেবল শোভিত হয়।
হেরিলে খগোল, যার গগুগোল,
জ্ঞানেন্দু হয় উদয়॥
গ্রহাদি ব্যাপার, শুনিয়া কুমার,
মৃগাঙ্ক করিয়া লক্ষ।
প্রেম শরাসন, করিয়া কর্ষণ,
হানে শর পর পক্ষ॥
গ্রহমধ্যে গণ্য, চন্দ্রদেব ধন্য,
তারা পতি সুধাময়।
একি অলক্ষণ, কিসের কারণ,
সে অঙ্কে মৃগাঙ্ক কয়॥
এতেক ভারতি, শুনি শুদ্ধমতি,
কহেন কুমারে হাসি।

না হয় নির্দ্ধারণ, মৃগাঙ্ক আভাস,
কি রূপে রূপক ভাষি ॥
কি কব অধিক, রূপ স্বাভাবিক,
কেবল জ্যোতি বিকার।
নিম্ন উচ্চ স্থল, মলিনতা মূল,
লোকে কহে মৃগাকার ॥
চন্দ্র তারা গণ, কে করে গণন,
রবি তেজে জ্যোতির্ম্ময় ॥
জ্যোতিষ লক্ষণ, করি সঙ্কলন,
দীন রত্নাকরে কয় ॥

গ্রহাদির স্থিতি নির্ণয়।

পয়ার।

পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল ভূপতি নন্দন।
কহ গুরু কিরূপে স্থাপিত গ্রহগণ ॥
কিবা কার কি প্রকার কতেক অন্তর।
কিবা কার ভাব গতি শূন্যের উপর ॥
নক্ষত্র করুণ যোগ রাশি চক্র কিবা।
কেবা কার কক্ষে রহে বিশেষ কহিবা ॥
সিদ্ধান্ত কহেন শুন নরেন্দ্র কুমার।
জ্যোতিষের সূক্ষ্ম মর্ম্ম বুঝে শক্তি কার ॥
এইক্ষণে শুন শিরোমণির বচন।
পরেতে কহিব সূর্য্যসিদ্ধান্ত লক্ষণ ॥
ক্ষিতি হৈতে এক লক্ষ যোজন উপর।
স্বগুণে হইল স্থিত সূর্য্য দিবাকর।
গ্রহাদির মধ্য স্থলে ভানুর প্রকাশ ॥
জম্বুদ্বীপ অধিক যাহার হয় ব্যাস।
পরিধির পরিমাণ ত্রিগুণে বিশেষ।
সু লম্ভার নির্ণয় নাহিক হয় শেষ ॥
মণ্ডল আকার দীপ্তি উজ্জ্বল বরণ।
উক্ত আকর্ষণ শক্তি গতি সর্ব্বক্ষণ।
অষ্টম প্রহরে পৃথ্বী ভ্রমে এক বার
দিবস রজনী যাহে হয় অনিবার ॥
উত্তর দক্ষিণে যথা করেন ভ্রমণ।
উত্তর-দক্ষিণায়ন হয় সেকারণ ॥
অতঃপর সোমের শুনহ বিবরণ।
রবির কিরণ সত্ত্বে যাহার কিরণ ॥
সূর্য্যোপরি একলক্ষ যোজন অন্তর।
রাশিচক্র মধ্যে স্থিত চন্দ্র নিশাকর ॥
পৃথিবী হইতে স্থান হয় তার ব্যাস।
তিথি যোগে কলাকলা নিয়মে প্রকাশ।
অসুক্ষি শুভ্র বর্ণ অঙ্ক সীমা নাহি হয়।
চন্দ্র সূর্য্য পরস্পর আকর্ষণে রয় ॥
যাহার উদয়ে দিন গণনা নির্দ্ধার।
পঞ্চদশ দিনে পক্ষ দুই পক্ষে মাস ॥
সূর্য্যকে বেষ্টিয়া গতি বিধু সুধাকর।
অমাবস্যা তিথিযোগে প্রচ্ছন্ন অগোচর।
মঙ্গল গ্রহের কথা শুন অতঃপর।
সূর্য্য পাশে রহে কিন্তু বিস্তর অন্তর।
ত্রিলক্ষ যোজনান্তরে তাহার বসতি।
চন্দ্রের অর্দ্ধেক ব্যাস রক্তিম মুরতি ॥
ছয় শত অষ্টাশী দিবসে একবার।
সূর্য্যে প্রদক্ষিণ করে গতি চমৎকার ॥
বাষট্টী দণ্ডেতে নিত্য করয়ে ভ্রমণ।
মঙ্গলের উপগ্রহ না রহে কখন ॥
বুধের বৃত্তান্ত কহি বুঝহ তনয়।
চল্লিশ সহস্র ক্রোশ অন্তরে উদয় ॥
সপ্তশত যোজন বুধের হয় ব্যাস।
রবির কিরণে তার জ্যোতি করে নাশ ॥

চৌরাশি দিবসে সূর্য্যে করে প্রদক্ষিণ ।
চন্দ্রের সমান রূপ উপগ্রহ হীন ॥
বৃহস্পতি রবি হইতে অম্বর বিস্তর ।
অষ্টলক্ষ যোজন কেবল উর্দ্ধ পর ॥
পৃথিবীর তুল্য ব্যাসে রজত বরণ ।
সহস্র দিবসে সূর্য্যে করয়ে ভ্রমণ ॥
পঞ্চ বিংশতি দণ্ডে হয় নিত্য গতি ।
চারি উপগ্রহ তার আছয়ে সংহতি ॥
পবিত্র অঙ্কেতে চিহ্ন পবিত্র আকার ।
যন্ত্রাক্ষে প্রত্যক্ষ তার পাইবা কুমার ॥
রবি উর্দ্ধ বক্র ভাবে শুক্র গ্রহ রয় ।
ত্রিংশ সহস্র ক্রোশ অন্তর নির্ণয় ॥
মঙ্গলের তুল্য ব্যাস সগুণ আকার ।
শ্বেতবর্ণ দেদীপ্য ভ্রমণ অনিবার ॥
দুইশত চল্লিশ দিবসে একবার ।
সূর্য্যে প্রদক্ষিণ করে হেন গতি যার ॥
আটাশ দণ্ডের মধ্যে নিত্য গতি হয় ।
অতঃপর শনির শুনহ পরিচয় ॥
এক কোটি দশলক্ষ যোজন অন্তর ।
রবি উর্দ্ধে পার্শ্ববর্ত্তী হয় শনৈশ্চর ॥
পৃথিবীর অধিক তাহার হয় ব্যাস ।
কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ প্রায় অপ্রকাশ ॥
দ্বাদশবৎসরে সূর্য্যে করে প্রদক্ষিণ ।
বিংশতি দণ্ডেতে নিজগতি চিরদিন ॥
আর সপ্ত উপগ্রহ রহে তার কাছে ।
অনুমান হয় হেন অসংলগ্ন আছে ॥
অতঃপর উপগ্রহ রাহু আর কেতু ।
পাপ গ্রহ বলে লোক বিবর্ণতা হেতু ॥
রবির অর্দ্ধেক ব্যাস রাহুর আকার ।
[illegible] সোয়ায় কেতু জ্যোতিষে বিস্তার ॥
মতান্তরে নব গ্রহ কহে মূর্ত্তিমান ।
বিশেষ কি কব আছে পুরাণে প্রমাণ ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনের উর্দ্ধ সর্ব্বোপর ।
দেব মানবের গতি না হয় সত্বর ॥
স্থির বায়ু স্তম্ভিত রূপেতে সেই স্থান ।
তদুপরি রাশিচক্র আছে বিদ্যমান ॥
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ কর ।
কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকাদি ধনুন্বয়ে নয় ॥
অপর মকর কুম্ভ মীন বার রাশি ।
চক্রাকার ঘুরে, লয়া নক্ষত্র সাতাশি ॥
নক্ষত্র কক্ষায় রহে সাতাইশ যোগ ।
একাদশ করণ ক্রমেতে করে ভোগ ॥
ধূমকেতু আদি করি গ্রহাদি যতেক
একে একে রূপ নাম কহিব কতেক ।
সকলে সচল নিত্য কারণ ইচ্ছায় ।
অচল অগণ্য যত তারা শোভা পায় ॥
রাশি যোগ নক্ষত্র করণ আছে যত ।
সকলের মূর্ত্তিভেদ হয় শাস্ত্র মত ॥
নর, জন্তু, অস্ত্র, পিণ্ড বিবিধ প্রকার ।
পৃথক কহিতে হয় বাহুল্যতা সার ॥
খগোলেতে প্রতিমূর্ত্তি দর্শনকরিবে ।
যার যেই নাম রূপ স্বরূপ বুঝিবে ॥
লীলাবতী চন্দ্রিকার কিঞ্চিৎ লক্ষণ ।
ভাষায় রচিলা দীন সুগম কারণ ॥

সূর্য্যাদির গ্রহণ প্রকরণ ।

পয়ার ।

খগোল বৃত্তান্তে কৈল খগোলহৃদয় ।
অনায়াসে জ্ঞানভানু হইল উদয় ॥

যদ্যপি কিরণে ভ্রম তম হৈল নাশ।
পুনঃ তর্ক রাহু অর্দ্ধ করিলেক গ্রাস॥
সে কারণে জিজ্ঞাসিলা নৃপতিতনয়।
কিহেতু গ্রহণ হয় কহ মহাশয়॥
জ্যোতির্ম্ময় দিবাকর দেব পরাৎপর।
যাঁহার কিরণে দীপ্ত হয় চরাচর॥
পৃথিবী অধিক ব্যাস পরিধি বিস্তার।
তাঁহারে করয়ে গ্রাস হেন শক্তি কার॥
দ্বিলক্ষ যোজনান্তরে চন্দ্রিমা বসতি।
ভানুর যে গতি হেরি শশীর সে গতি॥
ইহার বৃত্তান্ত কিবা কহিবা সংক্ষেপ।
যাহাতে বিনষ্ট হয় মনের আক্ষেপ॥
এতেক শুনিয়া গুরু করিলা উত্তর।
রূপক বর্ণনে আছে মত বহুতর॥
প্রাচীন জ্যোতিষশিরোমণির আভাস।
লীলাবতী গ্রন্থে এই আছয়ে প্রকাশ॥
শিরোমণি কেশ যাহা কল্পনা করিয়া।
সে মর্ম্ম কিঞ্চিৎ কহি শুন মন দিয়া॥
প্রথমে কহিব সূর্য্য গ্রহণ লক্ষণ।
অপর শুনিবা চন্দ্রিমার বিবরণ॥
অমাবস্যা তিথি যোগে সূর্য্যের গ্রহণ।
পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্রে হয় সংঘটন॥
কুজ বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনৈশ্চর।
সূর্য্যকে বেষ্টিয়া ভ্রমে গ্রহ পরস্পর॥
অংশভাগে যেই গ্রহ যখন রহিবে।
নক্ষত্র সে ঘর রাশিচক্রেতে সে ধরে॥
সমসূত্রপাতে যবে হইবে মিলন।
অধো গ্রহ ছায়া ঊর্দ্ধে করিবে গমন॥
ইত্যাদি যোগেতে হয় সর্ব্বদা গ্রহণ।
স্বরূপ স্বভাবে জ্যোতি নাহ আচ্ছাদন॥
পাপ গ্রহ রাহু তার বরণ প্রভেদ।
আচ্ছাদ সে করে রবি পরে পরিচ্ছেদ॥
সূর্য্য হইতে রাহুর ন্যূনতা হয় ব্যাস।
সেকারণে রবি কভু নহে সর্ব্ব গ্রাস॥
নয় দণ্ডাধিক স্থিতি না হয় কখন।
সর্ব্ব-দেশে সমভাবে নহে দরশন।
রবি নিম্নে কেতু কভু না করে গমন॥
সমসূত্রপাতে সোমে করে আচ্ছাদন।
চন্দ্রের অধিক ব্যাস ধরে সেই কেতু।
কভু কভু শশী সর্ব্বগ্রাস এই হেতু॥
দ্বিবারের স্বল্প সপ্ত বারের অধিক।
বৎসরে গ্রহণ মাত্র হয় ন্যূনাধিক॥
মতান্তরে কহে শুদ্ধ পৃথিবীর ছায়া।
জ্যোতি আচ্ছাদন করে নহে কোন মায়া॥
সংক্ষেপে কহিনু মর্ম্ম বুঝিবা কুমার।
পড়িলে পদার্থবিদ্যা নাশে অন্ধকার॥
গুরুর বচনে শিশু হরষিত মন।
কহে কৃপাকরি কহ সে বিদ্যা কেমন॥
কহিলা পদার্থ বিদ্যা পরম জ্যোতিষ।
যথাভাবে প্রকাশিল ভাবি জগদীশ॥

[ইতি জ্ঞানরত্নাকরের প্রথম রত্ন সমাপ্ত]

দ্বিতীয় রত্ন।

পদার্থ বিদ্যা জ্যোতিষ বিবরণ।

গদ্য।

অতঃপর সিদ্ধান্ত কহিলেন, হে রাজনন্দন! পদার্থ বিদ্যা জ্যোতিষ যাহা সূর্য্য সিদ্ধান্ত ও অন্য অন্য সূক্ষ্মদর্শী জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম সংক্ষেপে তোমাকে জানাইতেছি অবধান কর, এবং তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য যাহা সূর্য্য কিরণাবলীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, তাহা হৃদয়াকাশে স্থান দান দিয়া ভ্রমরূপ অন্ধকারকে বিনষ্ট কর। “ সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতুর এক সাধারণ নাম জ্যোতির্গণ, এই জ্যোতির্গণের গতিবিধি পরিমাণাদি প্রতিপাদক বিদ্যাকে পণ্ডিতেরা জ্যোতির্ব্বিদ্যা নামে ব্যক্ত করিয়াছেন। সূর্য্য এবং গ্রহধূমকেতু সমষ্টিরূপে সৌর জগৎ শব্দে উক্ত হয়; তাহার এই সংক্ষেপ প্রতিরূপ দৃষ্টি কর।
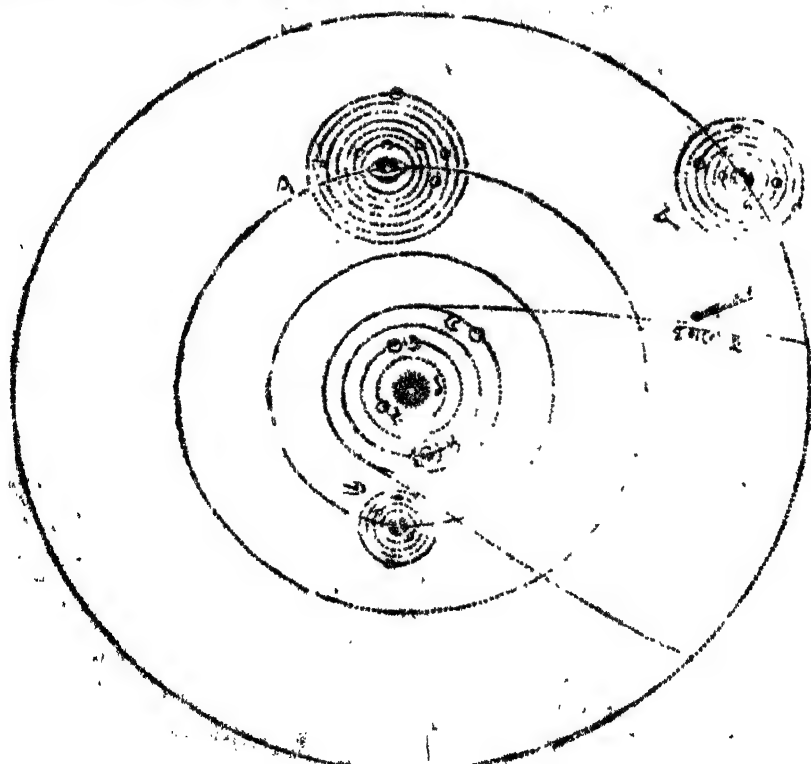
সূর্য্য এবং অন্যান্য গ্রহ গণের স্থিতি।

[১] সূর্য্য সকলের মধ্যস্থলে স্থাপিত আছে। গ্রহগণ তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন দূরে স্থিতি করত তাহাকে প্রদক্ষিণ করে। [২] বুধগ্রহ প্রায় ৪০৩৮০০০০ যোজন। [৩] শুক্র প্রায় ৭৪৮০০০০ যোজন। [৪] পৃথিবী প্রায় ১০৫০০০০০০ যোজন। [৫] মঙ্গল প্রায় ১৫৮৪০০০০০ যোজন। [৬] বৃহস্পতি প্রায়৫৩৯০০০০০০ যোজন। [৭] শনি প্রায় ৯৯০০০০০০০ যোজন দূরে থাকিয়া পরিভ্রমণ করে। যৎকালে কোন গ্রহ বা ধূমকেতু সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে, তাহার নাম ভগণ কাল। বুধের ভগণ কাল প্রায় ৮৭ দিবস, শুক্রের প্রায় ২২৫ দিবস, পৃথিবীর প্রায় ৩৬৫ দিবস, মঙ্গলের প্রায় ৬৮৭ দিবস, বৃহস্পতির প্রায় ১২ বৎসর, শনির প্রায় ২৯ বৎসর। এক চন্দ্র যে প্রকারে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, তদ্রূপ অন্য অন্য চন্দ্র অন্য অন্য গ্রহের নিকট থাকিয়া তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করে। যথা, বৃহস্পতির ৪ চন্দ্র, শনির ৭ চন্দ্র, পৃথিবীর চন্দ্রের ন্যায় তাহারদিগেরও সর্ব্বদা গ্রহণাদি হইয়া থাকে, তাহা দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু শনি গ্রহ এক উজ্জ্বল পরিবেশ দ্বারা পরিবৃত আছে। এ সমুদয় ব্যতীত মঙ্গল এবং বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যবর্ত্তী আকাশে নানা গ্রহ ভ্রমণ করিয়া থাকে, গ্রহাদি যে নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করে, তাহাকে জ্যোতির্ব্বেত্তারা কক্ষা শব্দে উক্ত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সৌর জগতের মধ্যে আর কতিপয় জ্যোতির্গণ আছে, তাহাদিগের নাম ধূমকেতু, তাহাদিগকে দীর্ঘ পুচ্ছ বিশিষ্ট নক্ষত্র মাত্র বোধ হয়। শত শত ভিন্ন ভিন্ন ধূমকেতু ভিন্ন ভিন্ন কালে নয়ন গোচর হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে অনেকের ভগণকালও নিরূপিত হইয়াছে। মঙ্গল বুধাদির ন্যায় পৃথিবীও এক গ্রহরূপে গণ্য হইয়াছে, যেহেতু তাহারদিগের ন্যায় পৃথিবী শূন্যেতে অবস্থিতি পুর্ব্বক সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, এবং সূর্য্য প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত হয়। পৃথিবী গোলাকৃতি, সমুদ্র তটে দণ্ডায়মান হইয়া যখন কোন সমুদ্র পোতের আগমন দৃষ্টি করা যায়, তখন প্রথমে তাহার অগ্রভাগ দৃষ্ট হয়, পরে তাহা যত অগ্রসর হয়, ততই ক্রমে ক্রমে তাহার নিম্নভাগের দর্শন হইতে থাকে, যাহা অবনির গোলাকার ব্যতীত অন্য প্রকার সম্ভব হয়

পৃথিবী গোলাকৃতির প্রমাণ

পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৩৫০০ ক্রোশ এবং পরিধি প্রায় ১১৫০০ ক্রোশ। ইহার চতুরংশের প্রায় তিন অংশ জলেতে পরিপূর্ণ, এক অংশ মাত্র মৃত্তিকা। এই মৃত্তিকা ভাগে জগৎ সংসার কদম্ব কুসুমের ন্যায় গ্রথিত আছে। এতাবৎ পৃথিবী বায়ু মণ্ডলের দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে, যাহাকে জ্যোতির্বেত্তারা ভূবায়ু শব্দে বলিয়াছেন। এই ভূবায়ু ঊর্দ্ধে প্রায় পঞ্চ যোজন পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকিয়া জন্তু এবং উদ্ভিজ্জের জীবন পালন করিতেছে। চন্দ্র প্রায় সপ্তবিংশতি দিবস ও বিংশতি দণ্ডে পৃথিবীকে একবার পরিবেষ্টন করে, এই চন্দ্রের সহিত বায়ু মণ্ডলাবৃত পৃথিবী ৩৬৫ দিবস ১৪ দণ্ড ৫২ পল ২২ বিপল সময়ে সূর্য্যকে একবার পরিবেষ্টন করে, এই গতির নাম প্রাতিবার্ষিক আবৃত্তি। তাহাতে আমার মতের বৎসর হয়। আর পৃথিবী যে গতির দ্বারা রথ চক্রের ন্যায় স্বীয় নাভিকে একবার বেষ্টন করে, তাহার নাম প্রাতিদৈবসিক আবৃত্তি, তাহাতে অহোরাত্র হয়। রাজপুত্র কহিলেন, হে গুরো! পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধির বিষয় যাহা কহিলেন তাহা কি প্রকারে গণনা করিতে হইবেক। গুরু কহিতেছেন। হে বৎস! অবলোকন কর। যথা।

পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধির গণনা।
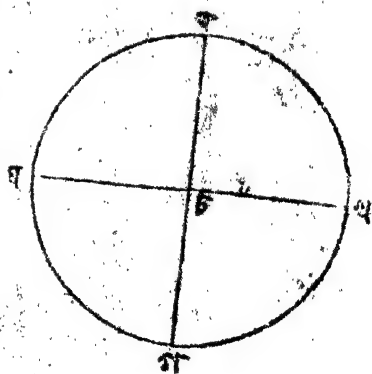
যে গোলাকার ক্ষেত্র এক মাত্র রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, এবং যাহার মধ্যস্থিত এক বিশেষ বিন্দু হইতে উক্ত সীমা পর্য্যন্ত যত সরল রেখা প্রাপ্ত করা যায়, সমুদয়ই পর-

ন্দার সমান হয়, তাহাকে বৃত্ত কহা যায়, যে রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, তাহার নাম পরিধি, উক্ত মধ্যস্থিত বিন্দুর নাম কেন্দ্র, এবং যে কেন্দ্রগতা সরলা রেখার উভয় প্রান্ত পরিধিতে লগ্ন হয় তাহার নাম ব্যাস। যথা ক,খ,গ,ঘ পরিধি চ কেন্দ্র এবং খ, চ,ঘ। বা ক,চ, গ ব্যাস জানিবা। আর জ্যোতির্বিদ্যা বোধের সুগমত জন্য পৃথিবী পৃষ্ঠে কিয়ৎ রেখা কল্পিত হইয়াছে। যে দিকে সূর্য্যের উদয় হয় এবং পৃথিবী যে দিকে ভ্রমণ করে, তাহার নাম পূর্ব্ব দিক্। পূর্ব্বাভিমুখে দণ্ডায়মান হইলে বাম ভাগে উত্তর, দক্ষিণ ভাগে দক্ষিণ, ও পশ্চাৎভাগে পশ্চিম দিক থাকে। যে ব্যাসোপরি পৃথিবীর প্রাতিদৈনিক আবৃত্তি হয়, তাহার নাম ধ্রুব ব্যাস কিম্বা যাম্যোত্তর ব্যাস যথা, ক,খ চিহ্নিত রেখা।

১ ক্ষেত্র।
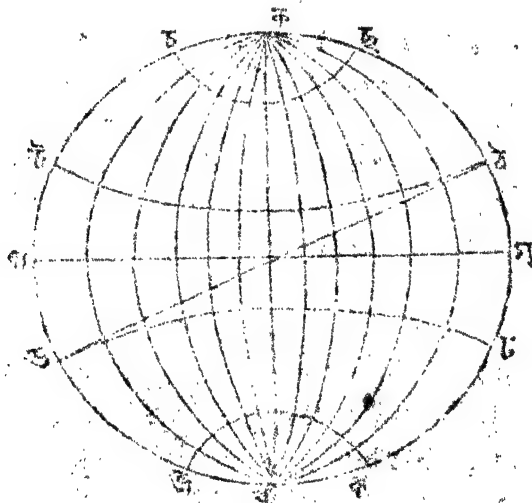
এই ধ্রুব ব্যাসের উত্তর প্রান্ত সুমেরু ও দক্ষিণ প্রান্ত কুমেরু শব্দে উক্ত হয়। সুমেরু ও কুমেরু হইতে সমান অন্তরে এক রেখা কল্পিত হইয়াছে, তাহার নাম নিরক্ষ বৃত্ত। সে পূর্ব্ব পশ্চিম ভাবে ধরাতল পরিবেষ্টন করিয়া সমভাগে বিভাগ করে. যথা, গ, ঘ রেখা। নিরক্ষ বৃত্ত হইতে সুমেরু বা কুমেরু ৯০ অংশ অন্তর। নিরক্ষ বৃত্তের উত্তর ভাগে ২৩॥ অংশ অন্তরে পূর্ব্ব পশ্চিম গত এক সমান্তরাল বৃত্ত কল্পি-

ত্ত হইয়াছে, তাহার নাম উত্তর অয়নান্ত বৃত্ত, যথা ট, ঠ। আর নিরক্ষ বৃত্তের ২৩।। অংশ দক্ষিণে যে তদ্রূপ অন্য এক রেখা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার নাম দক্ষিণ অয়নান্ত বৃত্ত, যথা ড ঢ। এই দুই বৃত্ত সূর্য্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নের সীমা। সুমেরু হইতে ২৩।। অংশ দক্ষিণে পূর্ব্ব পশ্চিম গত এক কল্পিত রেখা পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহার নাম সৌমেরব মণ্ডল যথা চ, ছ। আর কুমেরু হইতে ২৩।। অংশ উত্তরে তদ্রূপ অন্য এক বৃত্ত নির্দ্দিষ্ট করা যায়, তাহার নাম কৌমেরব মণ্ডল যথা, জ, ঝ। অন্য এক বৃত্ত ভূমণ্ডল পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তির্য্যক ভাবে উত্তর অয়নান্ত বৃত্ত ও দক্ষিণ অয়নান্ত বৃত্তে লগ্ন হইয়াছে ও নিরক্ষ বৃত্তোপরি দুই স্থানে তাহার সম্পাত হইয়াছে, তাহার নাম ক্রান্তি বৃত্ত যথা, ড, ঠ। পৃথিবী হইতে বোধ হয়, যেন সূর্য্য এই ক্রান্তি বৃত্তোপরি ভ্রমণ করিতেছে। ক্রান্তি বৃত্ত ও নিরক্ষবৃত্তের সম্পাত স্থান, ক্রান্তি পাত শব্দে উক্ত হয়। যৎকালে সূর্য্যকে ক্রান্তিপাত স্থিত বোধ হয়, তখন দিনমান ও রাত্রিমান সমান হয়। সম্বৎসরে দুই ক্রান্তিপাতে দুই সময়ে সূর্য্যের উদয় হয়। এ নিমিত্তে বৎসর মধ্যে দুই বার দিনমান ও রাত্রিমান সমান হইয়া থাকে। ১ ক্ষেত্রে দক্ষিণোত্তর গত যে সকল রেখা সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত অঙ্কিত হইয়াছে, তাহারদিগের নাম দেশান্তরপ্রাপ্তি রেখা, তদ্দ্বারা পৃথিবীর পূর্ব্ব পশ্চিম পরিমাণ করা যায়। জ্যোতির্ব্বেত্তারা স্ব স্ব দেশীয় কোন স্থানের দেশান্তরপ্রাপ্তি রেখা হইতে দেশান্তর গণনা আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষের জ্যোতির্ব্বেত্তারা লঙ্কা ও উজ্জয়িনী হইতে গণনা করেন।

এই বিশেষ দেশান্তরপ্রাপ্তি রেখার নাম মধ্য রেখা। তদ্ভিন্ন পণ্ডিতেরা নিরক্ষ মণ্ডলের দক্ষিণে ও উত্তরে পরস্পর সমান্তরাল পূর্ব্ব পশ্চিম গত নিয়ত রেখা কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহারদিগের নাম অক্ষাংশ মণ্ডল। এই সকল রেখা যদিও কল্পিত বটে, কিন্তু প্রকৃত জ্যোতির্বিদ্যা বোধের সুগম জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীর পরিভ্রমণ কালে তাহার ধ্রুব ব্যাস সম্যক লম্বমান না হইয়া কিঞ্চিৎ তির্য্যক রূপে স্থিতি করে, তাহাতেই বিশেষ বিশেষ সময়ে পৃথিবীতে সূর্য্য তেজ প্রকাশের ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত ঋতু পরিবর্ত্তন হইতেছে। যথা
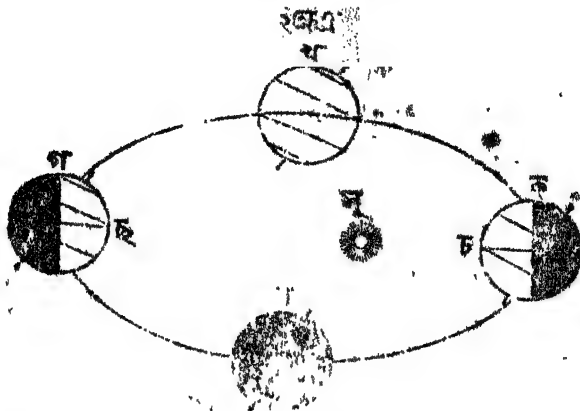
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক, খ, গ, ঘ, চিহ্নিত রেখা পৃথিবীর কক্ষামণ্ডল। সু, সূর্য্য। ক, খ, গ, ঘ, এই চারি স্থানে পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন কালে স্থিতি করে। খ, এবং ঘ, বিন্দূপরি যখন পৃথিবী আগমন করে, তখন দিনমান ও রাত্রিমান সমান হয়। যখন ক, বিন্দুপরি গমন করে, তখন সুমেরু দেশ অন্ধকারে আবৃত হয়, তৎকালে বহু সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেখানে সূর্য্যের উদয় হয় না, আর যখন গ, বিন্দুপরি স্থিতি করে, তখন কুমেরু দেশ তদ্রূপ অন্ধকারে আবৃত হয়। সুমেরু যৎকালীন অন্ধকারে আবৃত হয়, কুমেরুতে তৎকালেই ক্রমাগত নিশা শূন্য দিবা আলোক প্রকাশ পায়, তদ্রূপ যৎকালীন কুমেরুতে অন্ধকার থাকে, সুমেরুতে তৎকালে নিরবচ্ছিন্ন দিবস জ্যোতি প্রকাশ থাকে। পৃথিবীর যে স্থানে যে দিবস সূর্য্যের সমসূত্রপাত হয়, সে দিবস সেই স্থান অধিক উত্তপ্ত হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্র অনুসারে যখন ক্রান্তি বৃত্তের চিচিহ্নিত দেশ মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্যের সম্মুখবর্ত্তী হয়, তখন পৃথিবীর দক্ষিণভাগের অধিকাংশে কিরণ পাত প্রযুক্ত তাহাতে গ্রীষ্মের আধিক্য হয়, ও উত্তরভাগে শীত ঋতুর প্রাদুর্ভাব হয়। যখন ছ, চিহ্নিত দেশে তদ্রূপ সূর্য্যের কিরণ পতিত হয়, তখন উত্তরভাগে গ্রীষ্ম ও দক্ষিণ ভাগে শীতের আধিক্য হইয়া থাকে। হে বৎস! বিশেষ রূপে অবধান কর। সূর্য্যের কিরণ সকল সরলা রেখার ন্যায়, একাভিমুখেই বিকীর্ণ হয়, এবং যে স্থানে সমসূত্রপাতে প্রকাশ হয়, সেই স্থানই অধিক উষ্ণ হয়। এই প্রযুক্ত অয়নান্তবৃত্ত দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব, কেননা সময় বিশেষে

তৎস্থানেরই বিশেষ বিশেষ অংশে সূর্য্যের কিরণ সমসূত্রপাতে পতিত হইয়া থাকে। যে দেশ উত্তর অয়নান্ত বৃত্তের যত উত্তর বা দক্ষিণ অয়নান্ত বৃত্তের যত দক্ষিণ সেই দেশে তত শীতের আধিক্য হয়। যথা।

৩ ক্ষেত্র।
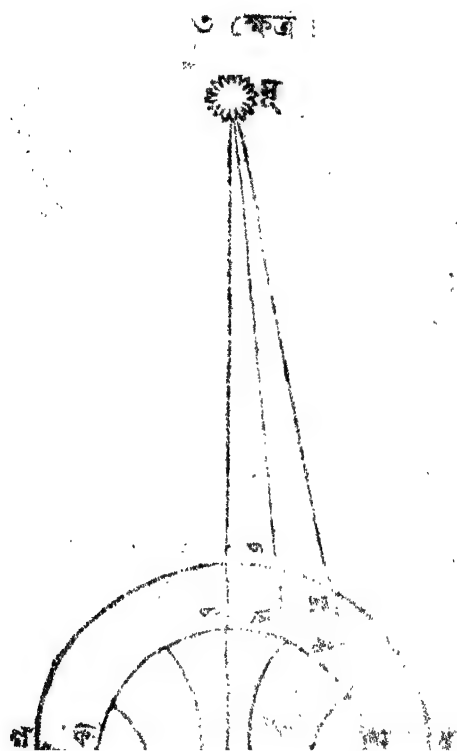
এই তৃতীয় ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে বোধগম্য হইবেক। ইহাতে ছ, সূর্য্য ক, ট, ড, ঝ, থ, অঙ্কিত রেখা ভূমি পৃষ্ঠ, এবং গ, চ জ, [illegible] অঙ্কিত রেখা ভূবায়ুর ঊর্দ্ধ সীমা। ট, বিন্দু ও ছ, বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী স্থানং স্থানে কিরণ জাল প্রকাশ হয়, [illegible] বিন্দু [illegible] বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী স্থানের [illegible] অপেক্ষা অল্প বিস্তার হয় [illegible] ব্যাপী [illegible] অপেক্ষা [illegible] রেখা ব্যাপী স্থান প্রশস্ত. অতএব ছ, ঋ অপেক্ষা ট, ছ চিহ্নিত স্থানে গ্রীষ্মের আধিক্য হইবেক, কেননা অল্প স্থানে অ-

দিক কিরণ প্রাপ্ত হইলে অবশ্য তাহা অধিক উত্তপ্ত হইবে, ট,ছ চিহ্নিত স্থান পৃথিবীর মধ্যাস্থিত নিরক্ষ দেশ যেখানে সূর্য্যের কিরণ প্রায় সমসূত্র পাতে বিকীর্ণ হয়, আর ড, ঝ স্থান পৃথিবীর দক্ষিণ ও উত্তর অংশ যাহাতে সূর্য্যের কিরণ তির্য্যক রূপে পতিত হয়, পৃথিবীর উত্তর ভাগ ও দক্ষিণ ভাগ যে মধ্যদেশ অপেক্ষা শীতল, তাহার এই কারণ। এই প্রকার শীত গ্রীষ্মের তারতম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিজ্জ ও জন্তু সকল স্থিতি করিতেছে, যাহারা এই বর্ত্তমান নিয়মে ঋতু পরিবর্ত্তন না হইলে কদাপি জীবিত থাকিত না। বিশ্বকর্ত্তা পৃথিবীকে জীবের যোগ্য ও জীবকে পৃথিবীর যোগ্য করিয়া অপার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। হেবৎস! শ্রবণ কর। তেজোময় বস্তুর সম্মুখে কোন নিস্তেজ গোল বস্তু থাকিলে তাহার অর্দ্ধভাগ মাত্র প্রকাশ হয়, এইহেতু সূর্য্য কিরণ দ্বারা ভূমণ্ডলের অর্দ্ধ স্থান মাত্র প্রকাশ পায়, এবং অপরার্দ্ধ অন্ধকারে আবৃত থাকে। পৃথিবীর অবস্থা নিয়তই এই প্রকার, কিন্তু তাহার প্রাত্যহিক গতি দ্বারা সর্ব্ব স্থানে ক্রমশঃ আলোক ও অন্ধকারের ভাগ প্রাপ্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা দিবা ও রাত্রি পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। পৃথিবীর নিয়ত আবর্ত্তন দ্বারা ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রত্যেক স্থান যখন সূর্য্যের সম্মুখস্থ হইয়া প্রকাশ হইতেছে, তখন তৎ স্থানের লোকের বোধ হয়, যে সূর্য্যের উদয় হইল, পরন্তু সেই স্থান ক্রমাগত পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলে তত্রবাসী লোকেরা সূর্য্যকে মস্তকোপরি স্থিত দেখিতে পায়, পরিশেষে যখন আবর্ত্তন দ্বারা সূর্য্য পশ্চিম ভাগে অদৃশ্য হয়, তখন বোধ হয়, যে সূর্য্য অস্ত হইল। এই প্রকারে যখন এক স্থানে বার প্রবৃত্ত হয়, তখন অন্য স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং এক দেশে যখন মধ্যাহ্নকাল, তাহার বিপরীত দেশে তখন অর্দ্ধরাত্র। ফলতঃ সূর্য্যের উদয় অস্ত বাস্তবিক নহে, পৃথিবীর প্রাত্যহিক আবৃত্তি দ্বারাই দিবারাত্রি প্রাতঃসন্ধ্যাদি পরিবর্ত্ত হইতেছে। পৃথিবীর সৌমেরব ও কৌমেরব বৃত্তের নিকটে কিয়ৎ দিবস সূর্য্যের অস্ত মাত্র হয় না, ও অন্যকালে কিয়ৎ দিবস তাহার উদয় হয় না, নির্দ্দিষ্ট সুমেরু ও কুমেরুতে ছয়মাস দিন ছয় মাস রাত্রি, অর্থাৎ সুমেরুতে যখন রাত্রি কুমেরুতে তখন দিন, হেবৎস! চিন্তা করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়, যে যখন

এক স্থানের যাবৎ লোক মধ্যাহ্ন সময়ের প্রখর সূর্য্য প্রভামধ্যে প্রবল উৎসাহের সহিত বিষয়োদ্যমেও বর্দ্ধমান হইয়া সমুহ কার্য্যে অবিশ্রান্ত ব্যস্ত রহিয়াছে, তখন তাহার বিপরীত দেশীয় লোকেরা দ্বিপ্রহর রজনীতে নিদ্রার শান্ত ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছে।

চন্দ্রের বিবরণ।

চন্দ্রের ব্যাস প্রায় ২৬০ যোজন। পৃথিবী হইতে চন্দ্র প্রায় ২৬০০০ যোজন অন্তরে থাকিয়া ২৭ দিবস ১৯ দণ্ড ১৮ পলে একবার তাহাকে প্রদক্ষিণ করে। ও পৃথিবীর সঙ্গে সম্বৎসর কালে সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করে। পৃথিবী এবং অন্য অন্য গ্রহের ন্যায় চন্দ্রও সূর্য্য প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত হয়। চন্দ্রের এক পার্শ্ব মাত্র, আমারদিগের দৃষ্টি গোচর হয়। তাহার প্রমাণ এই যে আমরা যখন চন্দ্রকে দেখি, তখন তাহার একই স্থানে একই চিহ্ন সমস্ত দৃষ্টি করিয়া থাকি, যাহা সাধারণতঃ চন্দ্রের কলঙ্ক শব্দে উক্ত হয়। চন্দ্রের অর্দ্ধভাগ নিয়তই সূর্য্যরশ্মি দ্বারা প্রকাশিত থাকে। যখন সেই সমস্ত প্রকাশিত ভাগ আমারদিগের দৃষ্টিগোচর হয় তখন তাহাকে পূর্ণচন্দ্র নামে নির্দিষ্ট করা যায়, এবং সেই দৃষ্ট অংশের ন্যূনাধিক্য অনুসারে চন্দ্র কলার হ্রাস বৃদ্ধি উক্ত করা হয়।

চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধির কারণ।

পৃষ্ঠান্তরে অঙ্কিত ক্ষেত্রে স, সূর্য্য। প, পৃথিবী এবং ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, এই সমুদয় চন্দ্রের স্থান। যখন চন্দ্র স্বীয় কক্ষার ক চিহ্নিত স্থানে স্থিতি করে, তখন তাহার প্রকাশিত পার্শ্ব সূর্য্য সম্মুখে এবং অপ্রকাশিত পার্শ্ব পৃথিবী অভিমুখে স্থিতি করে, এইহেতু তৎকালে পৃথিবীস্থ লোকের চন্দ্রের আকার দর্শন হয় না। তদনন্তর চন্দ্র সূর্য্য মণ্ডলকে পরিত্যাগ করিয়া যে পরিমাণে স্বীয় কক্ষাতে গমন করে তৎপরিমাণে তাহার কলা দৃশ্য হইতে থাকে। যখন চতুর্থী তিথিতে খ চিহ্নিত স্থানে চন্দ্রের উদয় হয়, তখন তাহার প্রকাশিত ভাগের প্রায় চতুর্থ অংশ পৃথিবীর সম্মুখ স্থিত প্রযুক্ত সেই অংশ শৃঙ্গের ন্যায় মনুষ্যের দৃষ্টি গোচর হয়, যথা য। যখন গ চিহ্নিত স্থানে উদয় হয়, তখন তাহার প্রকাশিত ভাগের অর্দ্ধ অংশ আমারদিগের দৃষ্টি গোচর হয় যথা র। ঘ চিহ্নিত স্থানে তাহার প্রকাশিত পার্শ্বের তিন ভাগ দৃষ্ট হয় যথা ল। এবং চ চিহ্নিত স্থানে সকল প্রকাশিত ভাগ দৃষ্ট
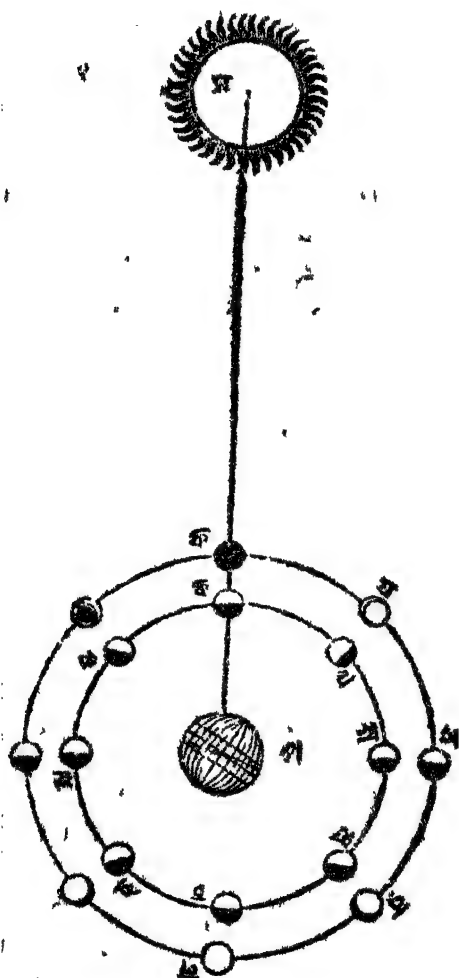
হইয়া পূর্ণচন্দ্র রূপে উপলব্ধ হয় যথা ঙ। তথা হইতে ছ, জ প্রভৃতি স্থানে বিলোম ক্রমে হ্রাস পাইয়া পুনর্ব্বার ক স্থানে অমাবস্যা কালে অদৃশ্য হয়। চন্দ্রের একই পার্শ্ব আমারদিগের দৃষ্ট হয়, অতএব আমারদিগের পৃথিবী ও চন্দ্র লোকের কেবল তৎ পার্শ্ববাসী দিগের দৃশ্য হইয়া থাকে। সূর্য্যরশ্মি দ্বারা চন্দ্র প্রকাশিত হইয়া আমারদিগের নিকট যেরূপ চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে, চন্দ্র লোকবাসী দিগের

নিকট আমারদিগের পৃথিবী তদ্রূপ হ্রাস বৃদ্ধি ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। যদিও পূর্ণিমা ব্যতীত সর্ব সময়ে চন্দ্র বিম্বে কিয়ৎ কলামাত্র সুপ্রকাশিত দেখা যায়, তথাপি অবশিষ্ট ভাগ ভাগও ম্লান রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেহেতু চন্দ্র আলোক দ্বারা পৃথিবী যে প্রকার দীপ্ত হয়, তদ্রূপ পৃথিবীর প্রতিভা দ্বারা চন্দ্রবিম্ব ম্লান রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

চন্দ্র গ্রহণ হওনের কারণ।

হে রাজ নন্দন! অতঃপর চন্দ্র গ্রহণ যাহাতে হয় তাহার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কহি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। চন্দ্র অমাবস্যাতে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্য স্থানে প্রবেশ করে, এবং পৃথিবী পূর্ণিমাতে চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হয়। পৃথিবী স্বয়ং নিস্তেজ এবং গোলাকৃতি, এ প্রযুক্ত তাহার যে ভাগ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহার বিপরীত ভাগে সূচ্যাকার ছায়াপাত হয়। এই ভূছায়া মধ্যে চন্দ্র প্রবেশ করিলে চন্দ্রমা মলিন হইতে থাকে, ইহাকেই চন্দ্র গ্রহণ বলা যায়। পূর্ণিমাতে ইহা ঘটনার সম্ভাবনা, অতএব পূর্ণিমাতেই চন্দ্র গ্রহণ হইতে পারে। চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হইলে সূর্য্যরশ্মি অবরোধ হয়, তাহাকেই সূর্য্য গ্রহণ বলা যায়। অর্কেন্দু সঙ্গম কালে অর্থাৎ অমাবস্যাতে সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবীর এই রূপ সংস্থিতি সম্ভব, অতএব তৎকালেই সূর্য্য গ্রহণ হইতে পারে। চন্দ্রকক্ষা ও ভূকক্ষা যদি একসম ধরাতল স্থিত হইত, তবে প্রতি পূর্ণিমাতে চন্দ্র গ্রহণ ও প্রতি অমাবস্যাতে সূর্য্য গ্রহণ সংঘটিত হইত, কারণ তদ্দ্বারা উক্ত প্রত্যেক কালে সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী সমসূত্রপাতে স্থিতি করত চন্দ্র দ্বারা সূর্য্য বিম্ব আচ্ছন্ন বা ভূচ্ছায়া দ্বারা চন্দ্রবিম্ব দীপ্তি রহিত হইত। কিন্তু চন্দ্রকক্ষা ও পৃথিবীকক্ষা পরস্পর ভিন্ন ধরাতলে স্থিতি করে এবং পরস্পর তির্য্যক ভাবে কেবল দুই বিন্দু মাত্রে উভয় কক্ষার সন্ধি হয়, এই দুই সন্ধি স্থানের নাম চন্দ্রপাত। এই পাত স্থানে চন্দ্র আগমন করিলে চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবী একসমধরাতলস্থ হয়। অতএব পূর্ণিমাতে বা অমাবস্যাতে চন্দ্র স্বীয় পাতস্থ বা পাতের নিকটস্থ না হইলে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ ঘটনা হয় না। পুরাণাদিতে এই রূপ কল্পনা আছে যে রাহু দৈত্য দ্বারা চন্দ্র সূর্য্যের গ্রাস প্রযুক্ত তাহারদিগের গ্রহণ ঘটনা হয়। কোন কোন জ্যোতির্বেত্তা ইহার সহিত যো-

তিষের ঐক্য রাখিবার জন্য নানা প্রকার কল্পনা করিয়াছেন। এবং কোন কোন স্পষ্টবাদি জ্যোতির্ব্বেত্তা এক কালেই তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পুরাণাদির সহিত শব্দ শাস্ত্রের ঐক্য রাখিবার জন্য চন্দ্রপাতকে রাহু শব্দে বলিয়াছেন, এবং ভূচ্ছায়াকে কেতু শব্দে কহিয়াছেন। ফলতঃ রাহু, কেতু কোন স্বতন্ত্র গ্রহ নহে রূপক বর্ণনা মাত্র ইত্যাদি শ্রবণে রাজ পুত্র কহিতেছেন, হে গুরো! পূর্ব্বে যে ধরাতল ও চন্দ্রপাত শব্দ উক্ত হইয়াছে, ইহার অর্থ বিস্তার করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়। গুরু কহিলেন হে বৎস! শ্রবণ কর, যাহার দীর্ঘতা এবং প্রস্থ আছে, কিন্তু স্থূলত্ব নাই তাহার নাম ধরাতল। যে ধরাতলস্থ কোন দুই বিন্দুর মধ্যে সরলা রেখা পাত করিলে সেই সরলা রেখার সকল অংশ যদি সেই ধরাতলে সংলগ্ন হয়, তবে তাহাকে সমধরাতল কহা যায়। এবং কোন সমভূমির উপরিস্থ বিস্তৃত ছায়াকে ধরাতল বলিয়া উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে ধরাতল কোন স্থূল বস্তু নহে, তাহার দীর্ঘতা ও প্রস্থ মাত্র আছে, কিন্তু স্থূলত্ব নাই। আর দুই কক্ষার সন্ধি স্থানের নাম পাত, সুতরাং তাহার আকারও নাই অতএব নিরাকার দ্বারা কি প্রকারে সাকার বস্তু আবৃত হইতে পারে, অর্থাৎ নিরাকার যে পাত সে রশ্মি অবরোধ করিতে পারে না, সুতরাং কি প্রকারে সে সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিবে, এক্ষণে প্রতিরূপ অবলোকনে ক্ষেত্র মর্ম্ম পর্য্যালোচনা কর, যাহাতে অচিরাৎ জ্ঞানাপন্ন হইবে।

পৃষ্ঠান্তরস্থ প্রথম ক্ষেত্রে। চ, ড, গ, বৃত্ত চন্দ্র কক্ষার সম ধরাতল, এবং চ ঢ ট। ভূ কক্ষার সম ধরাতল। এই দুই ধরাতলের তির্য্যক ভাবে পরস্পর ভেদ হইয়াছে। চ ড ক খণ্ড চ ঢ ক খণ্ডের উপরিভাগে, এবং ক গ চ খণ্ড ক ট ঢ খণ্ডের নিম্নে অবস্থিত আছে। চ এবং ক বিন্দুপাত স্থান, সূ সূর্য্য এবং পৃ পৃথিবী। অমাবস্যান্তে যদি চন্দ্র চ অঙ্কিত স্থানে স্থিতি করে, তবে চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী এক সম ধরাতলস্থ প্রযুক্ত চন্দ্র বিম্ব দ্বারা সূর্য্য বিম্ব আচ্ছন্ন হইয়া সূর্য্য গ্রহণ হয় কিন্তু অমাবস্যান্তে যদি চন্দ্র ছ অঙ্কিত স্থানে স্থিতি করে এবং সূর্য্য অ অঙ্কিত স্থানে দৃষ্ট হয়, তাবৎকাল ছ অ-

ছ চন্দ্র বিম্ব সুতরাং চ ঢ ট ধরাতল এবং তত্রস্থ চ, পৃ, রেখার উর্দ্ধভাগে অবস্থিত হয়। আর তৎ

ইতে পারে না। এমত স্থলে চন্দ্র গ্রহণ অসম্ভব। পূর্ণিমাতে চন্দ্র গ্রহণ সম্ভব কি অসম্ভব তাহা তৎ সময়ে পাতস্থান হইতে চন্দ্রের দূর পরিমাণ দ্বারা গণনা করা যায়।

যদি এই দুই ধরাতল মিলিত হইয়া একীভূত হইত, তবে প্রতি অমাবস্যাতে সূর্য্যের ও প্রতি পূর্ণিমাতে চন্দ্রের পূর্ণ গ্রহণ হইত। আর চন্দ্র দ্বারা সূর্য্যরশ্মি অবরোধ হইলে সূর্য্য গ্রহণ হয়। চন্দ্র যদিও বস্তুত সূর্য্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু তদপেক্ষা পৃথিবীর নিকট প্রযুক্ত উভয়ের বিম্ব প্রায় সমান দেখায়। সময় বিশেষে সূর্য্য বিম্ব বা চন্দ্র বিম্ব পৃথিবী হইতে অধিক তর দূর বা নিকটবর্ত্তী হয়। এই নিমিত্তে কাল বিশেষে তাহারদিগের হ্রাস বৃদ্ধি বোধ হয়। সূর্য্যের কেন্দ্র, চন্দ্রের কেন্দ্র, এবং গ্রহণ দ্রষ্টার চক্ষু যদি সমসূত্র পাতে স্থিতি করে, তবে যে ব্যক্তি চন্দ্র বিম্বের দৃষ্টিগোচর হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে সূর্য্যের দ্বি প্রকার গ্রহণ দেখিতে পায়। চন্দ্র বিম্ব সূর্য্য বিম্ব অপেক্ষা যদি বৃহৎ বোধ হয়, তবে সূর্য্যের সর্ব্বগ্রাস দর্শন হয়, কেননা তৎকালে বৃহত্তর বিম্ব দ্বারা ক্ষুদ্র সূর্য্য বিম্ব আচ্ছন্ন হয়। আর চন্দ্র বিম্ব যদি সূর্য্য বিম্ব অপেক্ষা ক্ষুদ্র বোধ হয়, তবে সূর্য্য বিম্বের চতুঃপ্রান্তে অঙ্গুরীয় আকার এক দীপ্তিমান খণ্ড দর্শন হয়, অবশিষ্ট তাবদংশ চন্দ্রের দ্বারা আবৃত হওয়াতে অদৃশ্য হয়। চন্দ্রের কেন্দ্র সূর্য্যের কেন্দ্র এবং দ্রষ্টার চক্ষু যদি সমসূত্র পাতে না থাকে, তবে সূর্য্যের এক দেশ মাত্র চন্দ্রের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া সূর্য্যের আংশিক গ্রহণ দৃষ্ট হয়। সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্র যেরূপ ক্ষুদ্র তাহাতে তদ্দ্বারা সূর্য্যসমস্ত খণ্ড সমুদয় ভূপিণ্ড ভাগ হইতে সূর্য্যরশ্মি অবরোধ হইতে পারেনা। সামান্যতঃ যখন পৃথিবী হইতে সূর্য্য অধিকতম দূরে এবং চন্দ্র অল্পতম দূরে স্থিতি করে, তখন চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর প্রায় ৮০ ক্রোশ পরিমিত ক্ষুদ্র খণ্ডকে আচ্ছন্ন করে। অন্য সময়ে উক্ত ছায়ার অগ্র পৃথিবীতে লগ্ন হয় না। আর যে যে প্রদেশে সূর্য্য গ্রহণ দর্শন হয়, তাহাতে একই সময়ে একই প্রকার গ্রহণ দৃষ্ট হয় না। কোন স্থানে পূর্ণ গ্রাস কোন স্থানে বা আংশিক গ্রাস উপলব্ধ হয়, এবং পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বাভিমুখে চন্দ্রের গতি, এজন্য পশ্চিম দেশীয় লোকের অগ্রে ও পূর্ব্ব দেশীয় লোকের ক্রমানুসারে পরে পরে গ্রহণ দর্শন হইতে থাকে। অতঃপর এক দ্বিতীয় ক্ষেত্র অবলোকন

চন্দ্রের উপচ্ছায়া বলা যায় এই উপ-
চ্ছায়াতে আচ্ছন্ন স্থানে সূর্য্যের কিং
অংশ দর্শন হয়। হে বৎস! এ-
ক্ষণে তোমার সুন্দর রূপে বোধ হ-
ইবেক যে ভূধরাতলের গ, ঘ চি-
হ্নিত খণ্ড যেখানে চন্দ্রের পূর্ণ
ছায় পতিত হইয়াছে, সেখানে
সূর্য্যের পূর্ণ গ্রাস দর্শন হইবেক।
চন্দ্র ছায়ার ত, গ এবং ত, ঘ অঙ্কি-
ত সীমাদ্বয় আর উপচ্ছায়ার ন, ক
এবং ত, খ সীমাদ্বয় এই রেখা
চতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী ক, গ এবং ঘ, খ
ভূধরাতল খণ্ডে সূর্য্যের আংশিক
গ্রাস দৃষ্ট হইবেক। এতদ্ব্যতিরিক্ত
পৃথিবীর অন্য অংশে গ্রহণ দর্শন
অসম্ভব চন্দ্রের গতি অনুসারে কখন
কখন পৃথিবী হইতে চন্দ্র যত দূরে
থাকে, তদপেক্ষা তাহার ছায়ার
দীর্ঘতা অল্প হয়, এমত স্থলে সেই
ছায়া সুতরাং পৃথিবীতে লগ্ন হয়
না। এবং কোন স্থানে সূর্য্যের
পূর্ণ গ্রহণ দৃষ্ট হয় না সেই ছায়ার
মধ্য রেখার নিকটস্থ লোকেরা সূ-
র্য্যের প্রান্তভাগে চতুর্দ্দিকে জ্যো-
তির্ম্ময় অঙ্গুরীয়াকার এক খণ্ড দ-
র্শন করে।

তৃতীয় ক্ষেত্র
চন্দ্র গ্রহণ

এবং পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে তাহাদিগের উভয়ের গতি, এজন্য চন্দ্র বিম্বের পূর্ব্বভাগ অগ্রে ভূচ্ছায়ায় প্রবিষ্ট হয়, এবং ঐ ভাগই সর্ব্বাগ্রে ছায়া হইতে বহির্গত হয়। এবং চন্দ্র ভূচ্ছায়াতে সম্পূর্ণ রূপে প্রবিষ্ট হইলেও অল্প প্রভা বিশিষ্ট তাম্র বর্ণ রূপে দৃশ্য হয়। ইহার কারণ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে কিয়ৎ সূর্য্যরশ্মি ভূবায়ুর মধ্যে প্রবেশ করত ভিন্ন, বক্র গতি ও ম্লান হইয়া চন্দ্র বিম্বে প্রতিগমন পূর্ব্বক তাহাকে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করে। অতঃপর চতুর্থ ক্ষেত্র অবলোকন কর।

সূর্য্য গ্রহণ

চন্দ্র গ্রহণ কিরূপে সংঘটন হয় তাহা এই চতুর্থ ক্ষেত্র দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট বোধ হইবেক। সূ, চ, পৃ অর্থাৎ সূর্য্য চন্দ্র ও পৃথিবী ব,চ,র চন্দ্র কক্ষা। খ, গ, ঘ ভূচ্ছায়া ইহার সমস্ত অংশ হইতে সূর্য্যরশ্মি অবরুদ্ধ হইয়াছে। ভূচ্ছায়ার উভয় পার্শ্বে প,অ,খ গ,ঘ,ক,ঘ গ রেখা চতুষ্টয়ের অন্তর্গত স্থানে সূর্য্যের কিয়ৎ তির্য্যক্রশ্মি আচ্ছাদিত প্রযুক্ত ক্ষীণচ্ছায়া পতিত হইয়াছে। প্রসারিত এবং প্রসারিত চন্দ্র ইহার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ম্লান রূপে প্রকাশ পায়। চন্দ্রবিম্ব খ,গ, ঘ অঙ্কিত ভূ-

৪ ক্ষেত্র

সূর্য্যগ্রহণ।
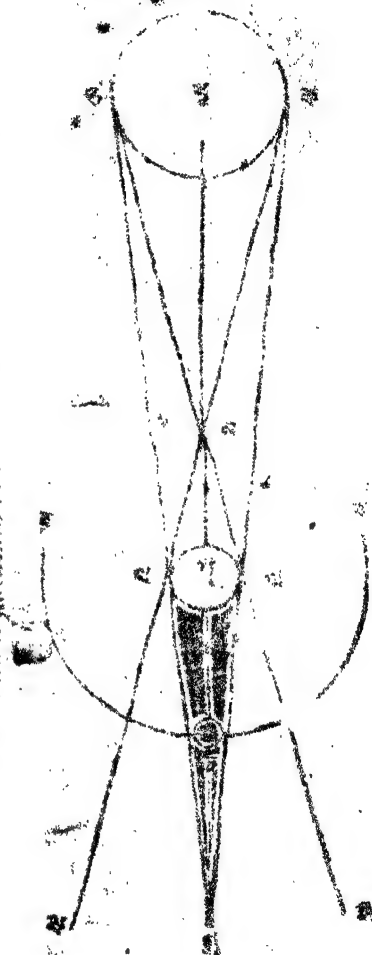
ছায়ার পৃ, প চিহ্নিত মধ্য রেখার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া ভূচ্ছায়াতে সম্পূর্ণ রূপে প্রবিষ্ট হইলে পূর্ণ গ্রহণ হয়। ঐ রেখা ভেদ করিয়া গমন করিলে, যথা চ কেন্দ্রীন পূর্ণ গ্রহণ।

হয়। আর চন্দ্র পাতস্থান হইতে যত অধিক অন্তরে স্থিতি করে, তাহার তত অল্প কোণ আংশিক গ্রহণ হয়। এবং পণ্ডিতেরা এরূপ নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির করিয়াছেন যে পাত হইতে চন্দ্র ঐ পরিমাণ অপেক্ষা অধিক অন্তরে থাকিলে আর গ্রহণ হয় না। সম্বৎসরের মধ্যে ন্যূন সংখ্যা দুই সূর্য্য গ্রহণ হইতে পারে, এবং একও চন্দ্রগ্রহণ না হইতে পারে, ঐ কালের মধ্যে ঊর্দ্ধ সংখ্যা পাঁচ সূর্য্য গ্রহণ ও দুই চন্দ্র গ্রহণ সংঘটন হইতে পারে। যদিও চন্দ্রগ্রহণ অপেক্ষা সূর্য্যগ্রহণের সংখ্যা অধিক, তথাপি চন্দ্র গ্রহণ এক কালে ভূমণ্ডলের অর্দ্ধভাগে দৃষ্ট হওয়াতে এবং সূর্য্য গ্রহণ পৃথিবীর কিয়দংশমাত্রে দৃষ্টি গোচর হওয়াতে সূর্য্য গ্রহণ অপেক্ষা অধিক চন্দ্র গ্রহণ দৃশ্যমান হয়। আর চন্দ্রের পাত যদি স্থির হইত, তবে প্রতিবৎসর একই সময়ে গ্রহণ হইত। কিন্তু ঐ পাত পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে সূর্য্যকে প্রায় ১৯ বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে, এজন্য ঐ সময়ান্তে চন্দ্রপাত স্বস্থানে প্রত্যাগত হয় সুতরাং প্রত্যেক ১৮।। বৎসরে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ প্রায় সমান রূপে ও সমান দিবসে হইয়া থাকে। আর জানা কর্ত্তব্য যে পৃথিবী অপেক্ষা বৃহস্পতি ও শনি প্রভৃতি দূরবর্ত্তী গ্রহলোকে সর্ব্বদাই গ্রহণ দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর কেবল একমাত্র চন্দ্র, তাহারই ভূচ্ছায়া প্রবেশ ও তদ্দ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদন প্রযুক্ত চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ হয়। কিন্তু বৃহস্পতির চারি চন্দ্র, শনির সাত চন্দ্র, ইহাতে সেই সকল গ্রহলোকে সূর্য্যের গ্রহণ ও স্ব স্ব চন্দ্রের গ্রহণ সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। এবং জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতেরা তাহা সূক্ষ্মরূপে গণনা করেন ও দূরবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা তাহারদিগের চন্দ্রের গ্রহণ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কেবল চন্দ্র দ্বারা সূর্য্য গ্রহণের উৎপত্তি হয় না। সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী গ্রহ ও দূরবর্ত্তী গ্রহের পরস্পর সঙ্গমকালে যদি তাহারদিগের উভয় কক্ষার পাত স্থানে তাহারা আগমন করে, তবে ঐ সমীপবর্ত্তী গ্রহ দ্বারা সূর্য্যরশ্মি অবরুদ্ধ হইয়া দূরবর্ত্তী গ্রহলোকে সূর্য্যগ্রহণ প্রতীত হয়। কিন্তু গ্রহ বেষ্টয়িতা চন্দ্রের অপেক্ষা সূর্য্য বেষ্টয়িতা গ্রহের ভগণকাল অধিক এ নিমিত্তে এতাদৃশ গ্রহণ বহুকাল ব্যবধানে সম্ভব হয়। বুধ ও শুক্র গ্রহ সমসূত্র পাতের দ্বারা অনেকবার পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা পৃথিবী

হইতে বহু অন্তর প্রযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় তাহারদিগের ছায়া পৃথিবী পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই, সুতরাং তদ্দ্বারা ভূমণ্ডলের কোন অংশ আচ্ছন্ন হয় নাই, কেবল সেই মধ্যবর্ত্তী গ্রহ সূর্য্য বিম্বোপরি এক [illegible] কলঙ্করূপে উপলব্ধ হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত এতদ্দেশীয় অনেক অনেক জ্যোতির্বেত্তা এই গগন বিহারী সূর্য্য চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণ এবং ধূমকেতু ও নক্ষত্র [illegible] কি সেই পরম নিয়ন্তার কৌশলে ভ্রমণ করিতেছে, তাহা [illegible] তম রূপে বিস্তার করিয়াছেন। তবে কোন সামান্য জ্যোতির্বেত্তা কল্পনা পূর্ব্বক দৈত্যরাজ [illegible] চন্দ্র সূর্য্যকে শত্রুভাবে গ্রাস করে, তাহাতে গ্রহণ হয়, যে লিখিয়াছেন [illegible] মাত্র। কেবল দুঃখের বিষয় এই এতাদৃশ প্রাচীন জ্যোতিষ শা-স্ত্র এতদ্দেশে লুপ্ত হইবায় কল্পিত [illegible] প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু [illegible] জ্ঞান বিকীর্ণ হইলে ক্রমে [illegible] মির মোচন হইবে।”

মেঘের জন্ম বৃত্তান্ত।

[illegible] কুমার বিনতি পূর্ব্বক কহিতেছেন, হে গুরো! একণে গগনমণ্ডলে কি প্রকারে মেঘের জন্ম হয় [illegible] পুরাণ মত সংক্ষেপ রূপে পূর্ব্বে প্রথম রত্নে কথিত হইয়াছে কিন্তু পদার্থ বিদ্যাভিমানী বুধগণেরা এতদ্বিষয়ে কি প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বিস্তার রূপে শুনিতে বাঞ্ছা করি।

সিদ্ধান্ত কহিতেছেন, হে [illegible] শ্রবণ কর। জল উত্তপ্ত হইয়া কি রূপে বাষ্প হয়, [illegible] তাহার বিবরণ করা গিয়াছে। ঐ [illegible] বাষ্প ঘন হইলেই মেঘ হয় উহা সচরাচর ২ অথবা ৩ ক্রোশের অধিক উঠিতে পারে না, এমন কি অনেক মেঘ [illegible] ক্রোশ পর্য্যন্তও উত্থিত হয় না। রবির সময় [illegible] স্থানে মেঘ কেবল অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র উচ্চে থাকিয়া বারিবর্ষণ করে, এই নিমিত্ত উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিলে অধোদিকে মেঘের চলাচল দেখিতে পাওয়া যায়। ৪।৫ ক্রোশ উপরের বায়ু অতি স্বচ্ছ ও পরিশুদ্ধ। তথায় মেঘ ও বাষ্পের লেশ মাত্রও নাই। মেঘের উৎপত্তি বায়ুর শৈত্য ও উষ্ণত্বের উপর বিস্তর নির্ভর করে। জল যত উত্তপ্ত হয়, তাহা হইতে ততই বাষ্প উঠিতে থাকে, এই নিমিত্ত প্রখর গ্রীষ্মের সময়ে অধিক বাষ্প উৎপন্ন হইয়া অধিক দূর উত্থিত হয়। সেই সমস্ত বাষ্প উপরিস্থিত বায়ুর সহিত মিশ্রিত

হইয়া থাকে, কেবল অত্যন্ত লঘু প্রযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, এই প্রকার সমুদয় বাষ্পরাশি আকাশ মণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, এমত সময়ে যদি কোন দিক হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহার সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘ জন্মায়। এই রূপ অন্য অন্য কারণেও বায়ুর উষ্ণতা হ্রাস ও শৈত্য বৃদ্ধি হইয়া মেঘ উৎপাদন করে। দিবাবসানকালে সূর্য্যের তেজ হ্রাস হয়, এই নিমিত্ত সে সময়ে সতত মেঘ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। উপরিস্থিত বায়ু অধঃস্থিত বায়ু অপেক্ষায় শীতল, এইহেতু যে সমস্ত বাষ্প উৎপন্ন হইবার সময়ে অদৃশ্য থাকে, তাহা উপরে উঠিয়া ঘন হইয়া মেঘ জন্মায়। এবং উপরে প্রতিক্ষণ নানা দিকে নানা প্রকার বায়ু প্রবাহ বহিতে থাকে, আর সেই সঙ্গে মেঘ সমুদয় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া অশেষ বিধ আকার ধারণ করে। এক নিমিষের নিমিত্তেও স্থির নহে, সর্ব্বদাই তাহারদের কোন না কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। যেরূপ অদৃশ্য সূক্ষ্ম বাষ্পের সহিত শীতল বায়ু মিশ্রিত হইলে, সেই বাষ্প ঘন হইয়া মেঘ উৎপাদন করে, সেই প্রকার পুনরায় উৎপাদিত মেঘে উষ্ণবায়ু মিশ্রিত হইলে সেই মেঘ বিক্ষিপ্ত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, এক এক খান মেঘ উঠিতে উঠিতে যে অন্তর্হিত হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ এই। অপিচ সমুদয় মেঘই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জল কণা সমূহ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া নানা প্রকার মনোহর বর্ণ উৎপাদন করে। সূর্য্য কিরণে নীল, পীত, লোহিত, হরিৎ, পাটল, প্রভৃতি নানা প্রকার বর্ণ আছে। বহু কোণ বিশিষ্ট কাচে ও অন্য অন্য কোন বস্তুতে সূর্য্য কিরণ পতিত হইলে ঐ সকল বর্ণ পৃথক পৃথক রূপে দেখা যায় এবং বেলওয়ারি ঝাড়ের কলমে রৌদ্রের আলো পতিত হইয়া যে নানা বিধ বর্ণ উৎপাদন করে, তাহা সকলেরই বিদিত আছে, গগনমণ্ডলস্থ মেঘাবলীর বিচিত্রবর্ণও এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জলবর্ষণ হওনের কারণ।

তদনন্তর রাজপুত্র কহিলেন, হে গুরো! এক্ষণে মেঘ হইতে জলবর্ষণ কি প্রকারে হয়, তাহা বিস্তার রূপে শুনিতে বাঞ্ছা করি। আচার্য্য

কহিলেন, হে নৃপতি সুত্ত শ্রবণ কর। মেঘ যে কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা ব্যতিরেকে কিছুই নহে। ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। যেমন বাষ্প শীতল হইয়া মেঘ জন্মায়, সেইরূপ মেঘ শীতল হইলে তাহার অণু সমুদায় ঘনীভূত হইয়া জল হইয়া পড়ে। যে মেঘের ভার যে স্থানের বায়ুর ভারের সমান, সেই মেঘ সেই স্থানে অবস্থিত থাকে। পরে কোন হেতু বশতঃ শীতল হইলেই, ঘনীভূত ও ভারাক্রান্ত হইয়া জলধারা রূপে পৃথিবীতে পতিত হয়, ইহাকেই বৃষ্টি কহে। অতএব বৃষ্টির কারণ অতি সহজ। ইহা জানিবার জন্য অধিক আয়াস আবশ্যক নাই। এক্ষণে কোন্ কোন্ স্থানে জল বর্ষণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাহা মনোযোগ পুরঃসর শ্রবণ কর। সমুদ্র ও জলাভূমি হইতে অধিক বাষ্প উত্থিত হয়, এই নিমিত্ত তত্তৎ স্থানে ও তাহার সমীপবর্ত্তী প্রদেশে অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। পর্ব্বত শিখর অপেক্ষাকৃত শীতল, অতএব যে সকল মেঘ চলিতে চলিতে পর্ব্বত শিখরে গিয়া অবস্থিত হয়, তাহা পর্ব্বতের শীতে ঘনীভূত হইয়া জল হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত পর্ব্বতেও অধিক জল বর্ষণ হইয়া থাকে, যে পর্ব্বত সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বর্ষণ হয়, এবং যে পর্ব্বত সমুদ্রতট হইতে দূরবর্ত্তী, তাহাতে তদপেক্ষা অল্পতর বৃষ্টিপাত হয়। আর পৃথিবী হইতে নিয়ত বাষ্প উঠিতেছে; ইহাতে স্থানে স্থানে এরূপ ঘটিয়া থাকে, যে যখন সূর্য্যমণ্ডল অস্তগত অথবা মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, এবং তৎপ্রদেশীয় বায়ু বাষ্প পুঞ্জে পরিপূর্ণ থাকে, সে সময়ে যদি পৃথিবী হইতে আরও বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা হইলে উহা অধিক দূর উত্থিত হইতে না পারিয়া শীতল বায়ু সংস্পর্শে, জল হইয়া পড়ে। অনেকেই কোন কোন পর্ব্বত আরোহণ করিয়া দেখিয়াছেন, তৎকালে তথায় জল বিন্দু সকল উপর হইতে পতিত না হইয়া চতুঃপার্শ্বে উদ্ভূত হইতে থাকে। বায়ু প্রবাহের ইতর বিশেষ দ্বারা বৃষ্টি পাতেরও অনেক ইতর বিশেষ হইয়া যায়। এতদ্দেশেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছে, ভারতবর্ষের দক্ষিণে সমুদ্র এ নিমিত্ত বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় শ্রাবণ প্রভৃতি কএক মাস দক্ষিণদিক অথবা দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তত্তৎ মাসে উক্ত স-

তুর্দিকে ৪০ জ্যোতিষী ক্রোশ অন্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বায়ুতে পরিপূর্ণ আছে, ঐ বায়ুর গতিতে জগতের অনেক ইষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। বেদে ইহাকে পাবন, অর্থাৎ পবিত্রকারী শব্দে বিধান করে, কারণ বস্তুত স্বরূপ ক্লেদের দূরি করণার্থে বায়ুই একমাত্র উপায়। যে নিয়মে তরল পদার্থের গতি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, বায়ুও সেই নিয়মের অধীন, ফলতঃ বায়ু এক প্রকার তরল পদার্থ, সুতরাং সর্ব্ব প্রকারে তাহাদের ধর্ম্ম ইহাতে বর্ত্তমান আছে, এইমাত্র বিশেষ, যে তরল পদার্থের অন্তরাকর্ষণ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় বলিয়া তাহা অনায়াসে স্ফীত হয় না। বায়ুর অন্তরাকর্ষণ শক্তি অত্যন্ত লঘু এই প্রযুক্ত বায়ু অনায়াসেই স্ফীত হইতে পারে, যেহেতু তরল পদার্থের এক প্রধান ধর্ম্ম এই যে তাহার সমতল সমোচ্চ থাকে, কদাপি তাহার কোন অংশ উচ্চ ও অপরাংশ নিম্ন হয় না। কোন কারণ বশতঃ সমোচ্চতার হানি হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ পদার্থ আন্দোলিত হইয়া সমোচ্চতা রক্ষার চেষ্টা করে। অপর এক নিয়ম এই যে বস্তুমাত্রেই উষ্ণতায় স্ফীত এবং শীতে সঙ্কুচিত হয়, স্থূল সূক্ষ্ম সকল পদার্থ এই নিয়মের অধীন, কেহই ইহা হইতে স্বতন্ত্র নহে। শীতকালে যে লৌহখণ্ড এক হস্ত দীর্ঘ পরিমিত থাকে, গ্রীষ্মে তাহা এক হস্ত হইতে কিঞ্চিৎ অধিক দীর্ঘ হয়। অপর তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে তদপেক্ষায় আরও দীর্ঘ হয়। স্বর্ণ রজত প্রস্তর ও অপর সকল পদার্থেরও এই প্রকার দৃঢ় পদার্থাপেক্ষায় তরল পদার্থ উষ্ণতায় অধিক বৃদ্ধি হয়, বায়ু তরল পদার্থ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক সূক্ষ্ম, সুতরাং তাহা গ্রীষ্মে অত্যন্ত স্ফীত হয়। এক্ষণে বায়ুর গতি কহিতেছি।

বায়ুর গতি বিবরণ।

বায়ু স্বভাবতঃই সর্ব্বত্র স্থিরভাবে থাকে, পরন্তু কোন এক প্রদেশে সূর্য্যোত্তাপ অধিক হইলে, বা দাবানল, বা অন্য কোন কারণে বায়ু উত্তপ্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় নিয়মানুসারে তাহা তৎক্ষণাৎ স্ফীত ও অন্য বায়ুর অপেক্ষায় লঘু হয়। এই লঘু বায়ুর ধর্ম্ম ঊর্দ্ধে গমন করে, এবং ঐ বায়ু যখন ঊর্দ্ধে গমন করিতে থাকে, তৎকালে প্রথমোক্ত নিয়ম প্রযুক্ত উহার উপর দিকস্থ শীতল স্থূল বায়ু তৎপরিত্যক্ত স্থান পূরণার্থে তদ্দিকে ধাবমান হয়, তথা এই দুই নিয়ম

প্রযুক্তেই স্থির বায়ু সঞ্চালিত হইয়া থাকে, মন্দবায়ু, ঘূর্ণিবায়ু, ঝটিকা বায়ু প্রভৃতি সকলই ঐ কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। যে বায়ু প্রতি ঘণ্টায় অর্দ্ধ ক্রোশমাত্র ভ্রমণ করে, তাহা প্রায় সহসা আমাদিগের বোধগম্য হয় না, যে বায়ু প্রতি ঘণ্টায় ২ বা ২॥ ক্রোশ স্থান ভ্রমণ করে তাহা মন্দ বায়ু নামে খ্যাত। চতুরস্র এক হস্ত স্থানে তাহা যে বেগে আহত হয়, এক ছটাকের ভার তাহা তদনুরূপ হইবেক। প্রতি ঘণ্টায় যে বায়ু ৫।৭ ক্রোশ ভ্রমণ করে তাহাকে তেজোবায়ু শব্দে কহা যায়, তাহা বিশেষ তেজস্বান্ হইলে প্রতি ঘণ্টায় ১০।১৫ ক্রোশ অশ্বে গমন করে। তাহার বেগের পরিমাণ প্রতি চতুরস্র হস্তে [illegible] সের হইবেক। সামান্য ঝড় প্রতি ঘণ্টায় ২৫।৩০ ক্রোশ স্থান ভ্রমণ করে, এবং তাহার বেগের পরিমাণ ১০।১২ সের, পরন্তু সকল ঝড় সমবেগে হয় না, এই প্রযুক্ত তৎসম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম নিরূপণ করা অসাধ্য। কারণ পৃথিবীর সুমেরু ও কুমেরু কেন্দ্র অত্যন্ত শীতল, তথা হইতে যত নিরক্ষ বৃত্তের নিকট অগ্রসর হওয়া যায় তত গ্রীষ্মের বৃদ্ধি হয়, এই কারণবশতঃ দুই কেন্দ্র হইতে নিরক্ষ বৃত্তাভিমুখে নিয়ত দুই বায়ু প্রবাহ আসিতেছে, কদাপি তাহার নিবৃত্তি নাই। অপর নিরক্ষ বৃত্তের নিকট হইতে যে উত্তপ্ত বায়ু ঊর্দ্ধ গমন করে, তাহা কিয়দ্দূর উচ্চে উঠিলে তথাকার শীতল বায়ুর সংস্পর্শে শীতল হইয়া কেন্দ্র হইতে আগত বায়ুর স্থান পূরণার্থে কেন্দ্রাভিমুখে গমন করে, যথা পৃথিবীর সন্নিকটে যে প্রকার বায়ুপ্রবাহ কেন্দ্র হইতে নিরক্ষবৃত্তাভিমুখে আসিতেছে, আকাশের ঊর্দ্ধ দেশে তদ্রূপ বায়ু প্রবাহ নিয়ত কেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতেছে। এই বায়ু প্রবাহ চতুষ্টয়ের কদাপি নিবৃত্তি নাই। এই প্রযুক্ত তাহাকে নিয়তবায়ু শব্দে কহা যাইতে পারে। এই নিয়তবায়ুর যে প্রবাহ সুমেরু কেন্দ্র হইতে আইসে তাহার স্বাভাবিক গতি দক্ষিণাভিমুখ, ও যে প্রবাহ কুমেরু কেন্দ্র হইতে আইসে তাহার গতি উত্তরাভিমুখ, কিন্তু প্রত্যক্ষে তাহা প্রতীত হয় না, তদন্যথায় ঐ বায়ু ঈশান কোণ ও অগ্নিকোণ হইতে অত্যন্ত ভয়ানক বেগে প্রতি ঘণ্টায় এক সহস্র জ্যোতিষী ক্রোশ ব্যাপ্ত স্থান ভ্রমণ করে, বায়ু অপার ও ঝড় হইলেও এক ঘণ্টায় শত বা একশত পঞ্চবিংশতি ক্রোশের অধিক স্থান ভ্রমণ করিতে পারে না।

ঘূর্ণাবর্ত্তে প্রবাহিত হইলে উর্দ্ধে জলাকর্ষণ করতঃ জলস্তম্ভ উৎপন্ন করে। সমুদ্রের যে স্থানে জলস্তম্ভ উৎপন্ন হয়, তাহার উপরিভাগে মেঘ থাকে। প্রথমে প্রবল ঘূর্ণি বায়ু উপস্থিত হইবায় তথাকার জল অত্যন্ত আন্দোলিত হয় এবং চারি পার্শ্বের তরঙ্গ সেই স্থানের মধ্যভাগে দ্রুত বেগে আগমন করিতে থাকে। প্রভূত জল ও জলীয়বাষ্প অবিলম্বে রাশীকৃত হইয়া উঠে, এবং বাষ্পময় একটা শুণ্ডাকার স্তম্ভ উৎপন্ন হইয়া উর্দ্ধ দিকে উত্থিত হয়, এবং মেঘ হইতে আর একটা শুণ্ড অবতীর্ণ হইয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হয়। যে স্থানে উভয় শুণ্ডের সংযোগ হয়, সে স্থানের বিস্তার [illegible] মাত্র। এবং জলস্তম্ভ হওন কালীন এক প্রকার গম্ভীর শব্দ উপস্থিত হইয়া থাকে। তাবৎ সকল স্তম্ভ সমান দীর্ঘ নহে, এবং স্তম্ভ সতত এক স্থানেই স্থির থাকে এমতও নহে, যেদিকে বায়ু বহে সেই দিকে চলিয়া যায়। বরং সতত এরূপ ঘটনা হইয়া থাকে, যে উর্দ্ধ ও অধো ভাগের বেগ সমান না থাকাতে ক্রমে ক্রমে হেলিয়া পড়ে, এবং ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। তাহাতে যে বাষ্পরাশি থাকে, তাহা বিক্ষিপ্ত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, জলরাশিও সমুদ্রের উপর বৃষ্টি হইয়া পড়ে। জলস্তম্ভ কতক্ষণ যে থাকে তাহার নিশ্চয় নাই, কোন কোনটা উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পরক্ষণেই অন্তর্হিত হয়, কোন কোনটা প্রায় এক ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না। এবং কোন কোনটা উৎপন্ন হইয়া কিঞ্চিৎ কাল দৃষ্টি গোচর থাকে, পরে আপনিই তিরোহিত হয়, এবং পুনরায় আবির্ভূত হয়, এই রূপ ক্রমাগত বারম্বার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে।

সমুদ্রের জোয়ার ও ভাটা হওনের কারণ।

রাজপুত্র কহিতেছেন, হে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিচক্ষণ জ্ঞানদাতঃ, এক্ষণে নিবেদন, প্রতি দিন সমুদ্রের জল দুইবার বৃদ্ধি ও দুই বার হ্রাস দেখিয়া অনেকেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকেন। এবং কিরূপে এক অদ্ভুত ব্যাপারের ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা জানিবার নিমিত্ত সকলেরই কৌতূহল উপস্থিত হয়; অতএব সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিতে অনুমতি হউক। আচার্য্য উত্তর করিলেন, বৎস! আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতেরা সমুদ্রের জ

বৃদ্ধির কারণ যে চন্দ্র ইহাই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পরে পদার্থ বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতেরা এতদ্বিষয়ে যত দূর অবধারিত করিয়াছেন, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। পদার্থ বিদ্যার অন্তর্গত মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে, চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিয়া স্বীয় পথে পরিভ্রমণ করে। পৃথিবী যেমন চন্দ্রকে আকর্ষণ করে, চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া উঠে, ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় বেলা ও অপর ভাষায় জোয়ার বলে। চন্দ্র অবশ্য পৃথিবীর স্থল জল উভয় ভাগই আকর্ষণ করে, কিন্তু স্থল কঠিন ও দৃঢ়, এ নিমিত্ত বিচলিত হয় না। জল ভাগ অতিশয় তরল, এই নিমিত্ত চন্দ্রের আকর্ষণে বিচলিত ও স্ফীত হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে অংশ যখন চন্দ্রের নিম্নভাগে থাকে, তখন সেই অংশে জোয়ার হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে দিবারাত্রে এক স্থানে একবার মাত্র জোয়ার হইতে পারে, কিন্তু আমরা দিনরাত্রে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাটা দেখিতে পাই। ইহার অদ্ভুত ঘটনার কারণ কি, পশ্চাৎ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, যথা।

প্রথম ক্ষেত্র।

এই ক্ষেত্রে চ, চন্দ্র ক, খ, গ, ঘ পৃথিবী, খ, সুমেরু অর্থাৎ উত্তর প্রান্ত, গ, কুমেরু অর্থাৎ দক্ষিণ প্রান্ত, ছ, পৃথিবীর কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্য স্থল। এ বিষয় সহজে বুঝিবার জন্য অঙ্কেতে সঙ্কেত করিতেছি। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে জলে বেষ্টিত জ্ঞান করিতে হইবে, পৃথিবীর ক, চিহ্নিত স্থান চন্দ্রের ঠিক নিম্নভাগে অবস্থিত, এবং অন্য অন্য অংশ অপেক্ষায় নিকটবর্ত্তী, এ নিমিত্ত সেই স্থানের জল চন্দ্র কর্ত্তৃক অধিক আকৃষ্ট হওয়াতে স্ফীত হইয়া

উঠিয়াছে। তদপেক্ষায় দূরবর্ত্তী খ এবং গ চিহ্নিত স্থান নত হইয়া পড়িয়াছে। ক, স্থানে জোয়ার এবং খ ও গ স্থানে ভাটার উৎপত্তি হইয়াছে। ঘ, চিহ্নিত স্থান সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী, এ নিমিত্ত তথায় চন্দ্রের আকর্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, এবং তাহার উপরিস্থিত সমুদায় ভাগে তদপেক্ষায় অধিক, কারণ যে বস্তু যত নিকটে থাকে, আকর্ষক পদার্থ তাহাকে তত তেজে আকর্ষণ করে। অতএব ঐ ঘ, চিহ্নিত জলীয়ভাগ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ চন্দ্র কর্ত্তৃক অধিক আকৃষ্ট হওয়াতে, চন্দ্রের দিকে কিছু দূর উত্থিত হয়, এ নিমিত্তই সর্ব্বাপেক্ষা অধঃস্থিত ঘ, চিহ্নিত ভাগ নিম্নদিকে নত হইয়া পড়ে। ঐ ভাগ নত হইয়া পড়া, ও অবশিষ্ট ভাগ উঠিয়া যাওয়া উভয়ই তুল্য। এই নিমিত্ত, ক ও ঘ, চিহ্নিত উভয় স্থানে এক সময়ে জোয়ার হইয়া থাকে। যখন পৃথিবীর চ চিহ্নিত কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্য ভাগ চন্দ্র কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া চন্দ্রের দিকে উত্থিত হয়, তখন সেই স্থান ঐ কেন্দ্র হইতে অনেক দূরে পতিত হওয়াতে, তথায় পৃথিবীর আকর্ষণ অল্প হইয়া যায়। সে স্থানের জল যে আকর্ষণ শক্তিতে আকৃষ্ট থাকে, তাহার হ্রাস হইলে সেই জল সুতরাং নত হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা কথিত হইল, হে বৎস! মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে অনায়াসে প্রতীত হইতে পারে। চন্দ্র মণ্ডল ভূমণ্ডলের এক স্থান অপেক্ষায় অন্য স্থানকে অধিক আকর্ষণ করে, ইহাতেই জোয়ারের উৎপত্তি হয়। সূর্য্য পৃথিবী হইতে এত দূর অবস্থিত, যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহার আকর্ষণের তাদৃশ ইতর বিশেষ অনুভূত হয় না। এ নিমিত্ত চন্দ্রের আকর্ষণ জোয়ার ভাটার উৎপত্তির প্রতি যেমন বলবৎ কারণ, সূর্য্যের আকর্ষণ সেরূপ নহে। যদিও তত না হউক, তথাপি সূর্য্যও চন্দ্রের ন্যায় জল আকর্ষণ করে, এবং তদ্দ্বারা জোয়ারের হ্রাস বৃদ্ধি সাধন করে। অপর কিরূপে সূর্য্য দ্বারা জোয়ারের হ্রাস বৃদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। যে সময় চন্দ্র সূর্য্য মিলিত হইয়া এক স্থানের জল আকর্ষণ করে, সে সময়ের জোয়ার অত্যন্ত প্রবল হয়। অমাবস্যার সময়ে চন্দ্র সূর্য্য উভয়ে প্রায় সমসূত্র পাতে অবস্থিত হয়, অর্থাৎ তৎকালে চন্দ্র মণ্ডল সূর্য্য মণ্ডলের সম্মুখভাগে অবস্থিতি ক

রে। অতএব উত্তরে পূর্ব্বদিকে থাকিয়া এক স্থানের জল আকর্ষণ করাতে, সে সময়ে জোয়ারের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়। পূর্ণিমার সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্র পরস্পর মত্তো-মণ্ডলের বিপরীত ভাগে উদয় হয়। চন্দ্র যখন পূর্ব্বভাগে, সূর্য্য তখন পশ্চিমভাগে অবস্থিতি করে, এবং চন্দ্র যখন পশ্চিমদিকে, সূর্য্য তখন পূর্ব্বদিকে উদয় হয়। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে, চন্দ্র মণ্ডল ভূমণ্ডলের যে ভাগে অবস্থিতি করে, সেই ভাগে এবং তাহার বিপরীত ভাগে জোয়ারের উৎপত্তি হয়। সেইরূপ আবার সূর্য্য ও যে ভাগের উপর উদিত হয়, সেই ভাগের ও তাহার বিপরীত ভাগের জলও সূর্য্য দ্বারা উচ্ছলিত হয়। অতএব যখন চন্দ্র সূর্য্য পরস্পর বিপরীত দিকে থাকে, তখন উভয়ের আকর্ষণ এই রূপ মিলিত হইয়া উভয়দিকের জোয়ার প্রবল করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত, অমাবস্যার ন্যায় পূর্ণিমার সময়েও জোয়ারের সমধিক প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় নাবিকেরা, ইহা ভরা কটাল কহে। যথা অবক্ষেত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র।
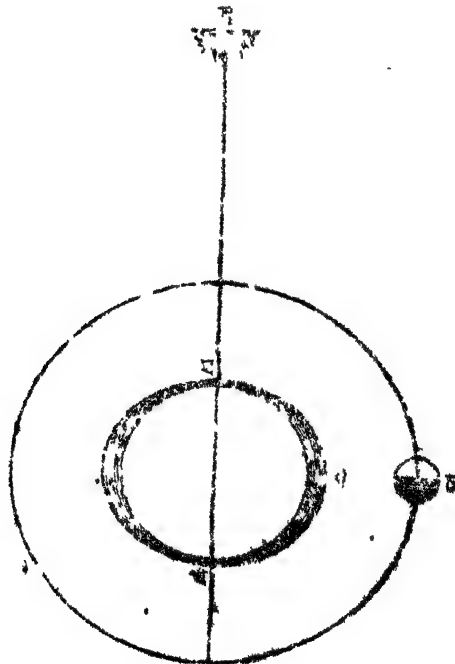
সপ্তমী অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র সূর্য্য অমাবস্যার ন্যায় পরস্পর উপর্য্যুপরিভাবে অথবা পূর্ণিমার ন্যায় পরস্পর বিপরীত দিকে অবস্থিতি করে না, এ নিমিত্ত যে সময়ে জোয়ারের প্রাদুর্ভাব থাকে না। তখন সূর্য্য মণ্ডলের আকর্ষণ শক্তি জোয়ারের অনুকূল না হইয়া প্রতিকুল হইয়া উঠে। এই চিত্রক্ষেত্রে ক,খ,গ,ঘ পৃথিবী, চ,চন্দ্র, সূ, সূর্য্য,। সূর্য্য এক দিকের ঘ চিহ্নিত স্থানের জল আকর্ষণ করিয়া লইতেছে, চন্দ্র অন্য দিক হইতে এই ঘ চিহ্নিত স্থানের জল আকর্ষণ করিয়া গ চিহ্নিত স্থানে তুলিতেছে। ইহাতে চন্দ্র সূর্য্য উভয়ের আকর্ষণ পরস্পর অনুকূল না হইয়া স্বতন্ত্র কার্য্য করত পরস্পর প্রতিকূল হইয়া উঠে। সূর্য্য অন্য দিক হইতে আকর্ষণ না করিলে, চন্দ্র আরও অধিক জল উত্তোলন করিতে পারিত। কিন্তু তাহা না পারাতে, গ চিহ্নিত স্থানে যেমন জোয়ারের প্রাদুর্ভাব হয় না, সূর্য্য ঘ চিহ্নিত স্থানের জল আকর্ষণ করাতে, তথায় ভাটারও আধিক্য হইতে পারে না। এবং চন্দ্র সূর্য্য সকল সময়ে পৃথিবী হইতে সমান দূরে অবস্থিত থাকে না, কখনও কিছু নিকট, কখনও কিঞ্চিৎ দূরে গমন করে। যখন অধিক নিকটবর্ত্তী হয়, তখন সমুদ্রের জল অধিক আকর্ষণ করে এবং যখন দূরবর্ত্তী হয় তখন তদনুরূপ অল্প পরিমাণে জল আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহাতেও জোয়ার ভাটার অনেক ইতর বিশেষ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। যে সময়ে চন্দ্র মণ্ডল ভূমণ্ডলের সর্ব্বাধিক সমীপবর্ত্তী হয়, সে সময়ে অমাবস্যা বা পূর্ণমাসী সংঘটন হইলে, জোয়ারের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। আর জোয়ারের জল সকল স্থানে সমান দূর উত্থিত হয় না, যে সকল জলাশয় প্রশস্ত নহে, তাহাতেই অধিক দূর উত্থিত হয়, যে সমস্ত অত্যন্ত প্রশস্ত তাহাতে সে রূপ উত্থিত হয় না। নদীর মধ্যেও জোয়ারের জল উচ্চ হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। এতদ্দেশীয় গঙ্গা নদীর বিষয় প্রসিদ্ধই আছে। এবং যে সময়ে নদী হইতে জোয়ারের জল নির্গত হইয়া মোহানায় পতিত হয়, সেই সময় যদি সমুদ্রে পুনর্ব্বার প্রবল জোয়ার উৎপন্ন হইয়া মহাবেগে মোহানার দিকে আসিতে থাকে, তাহা হইলে উভয় প্রবাহ পরস্পর সম্মুখীন ও প্রতিহত হইয়া জলময় প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে এবং সেই

জলরাশি [illegible]কে নদী মধ্যে প্র-
বেশ পূর্ব্বক প্রচণ্ডবেগে [illegible]মান
গমন করিতে থাকে, তাহাকেই
বান কহে। ইত্যাদি জোয়ার ও
ভাটা ও বানের বৃত্তান্ত জানিবা।

অথ ভূমি কম্প বিবরণ।

তদনন্তর নৃপতনয় বিনয় পূর্ব্বক
কহিলেন, হেগুরো! খগোল বৃত্তান্ত
বাহ্য পুরাণাভিমানী পণ্ডিতেরা ক-
ল্পনারূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, প্রথ-
মতঃ তাহা শ্রবণ করিয়া যেমন ভ্র-
মরূপ অন্ধকারে পতিত হইয়াছি-
লাম, তেমন পদার্থ বিদ্যাবিশারদ
বুধগণের নিকর দিনকরের ন্যায়
নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণে দীপ্তি প্রাপ্ত হ-
ইলাম। এক্ষণে অখণ্ড প্রকাণ্ড
পৃথিবী মণ্ডল যাহার পরিধি প্রায়
১০৮০০ ক্রোশ হইবেক, তাহা মধ্যে
মধ্যে সামান্য ক্ষোটের ন্যায় কি
কারণে কম্পিত হইয়া থাকে? অ-
তএব এই অদ্ভুত ব্যাপার শুনিতে
অভিলাষ হয়। আচার্য্য কহিলেন
হে রাজনন্দন শ্রবণ কর। ভূত-
ত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা নানাবিধ বিদ্যা
ও যুক্তি অনুসারে বিক্রত করিয়া-
ছেন যে পৃথিবী কোন সময়ে
অগ্নি প্রজ্বলিত পিণ্ডবৎ ছিল, ক্র-
মে তাহার পৃষ্ঠদেশ শীতল হ-
ইয়া জীব জন্তুর বাসোপযুক্ত হই-
য়াছে। কিন্তু তাহার অন্তর্ভাগ অ-
দ্যাপি শীতল হয় নাই। অগ্নির উ-
ত্তাপে এ পর্য্যন্ত দ্রব অবস্থায় আ-
ছে। সেই দ্রব পদার্থে বা ভূমি-
ষ্ঠ উত্তপ্ত প্রস্তর বা মৃত্তিকায় কোন
ক্রমে জলের স্পর্শ হইলেই বাষ্প
জন্মে, ও সেই বাষ্পের উদঘাটন
শক্তিতে ভূমিকম্প ও তদানুষঙ্গিক
উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। রসায়ন বি-
দ্যায় পারদর্শী কোন২ পণ্ডিত কহি-
য়াছেন, যে চূর্ণবীজ ও ক্ষারবীজ ও
মৃদবীজ ইত্যাদি কতকগুলিন ধাতু
বিশেষ পৃথ্বীর অন্তর্ভাগে নিহিত
আছে। তাহাতেই জল স্পর্শ হ-
ইলেই অগ্নির উৎপত্তি হয়, ও সেই
অগ্নি তত্রত্য প্রস্তর মৃত্তিকাদি প-
দার্থ দ্রব করে। এবং দ্রব পদার্থ
সমস্ত বিস্তারিত ও পরস্পর ঘর্ষিত
ও বিলোড়িত হইয়া ভূমিকে কম্পি-
ত করে। ও স্থানে২ প্রস্ফুটিত
হইয়া আগ্নেয় গিরির উৎপাদন
করে। লৌহ চূর্ণ ও গন্ধক এবং কি-
ঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করত
মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রা-
খিলে, অল্পক্ষণ মধ্যে সেই পদা-
র্থের প্রস্ফোট হইয়া তত্রত্য [illegible]
দিকবর্ত্তী ভূমিকে কম্পিত [illegible]
এই ঘটনা দৃষ্টে কোন২ [illegible]
বেত্তা কল্পনা করেন, যে গন্ধক মি-

কোন স্বল্প কম্পন হয় না, এক সময়ে তিনবারের অধিক কম্পন হয় না। এবং কোন২ কম্পে শব্দও হয় না। ইহার প্রমাণ আছে, ভূকম্পনের প্রবলতানুসারে ধ্বনির বৃদ্ধি হয় না, ভূকম্পের সময়ে প্রায় সমকালে প্রস্তারিত ধ্বনি বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইয়া থাকে। ইহাতে বোধ হয় ঐ ধ্বনি পৃথিবীর মৃত্তিকা দ্বারা চালিত হয়, অন্যধ্বনি যে প্রকারে বায়ু দ্বারা বাহিত হয়, ইহা তদ্রূপ নহে, কারণ স্থির বায়ুতে শব্দ ২। বিপল কালে ৭৫০ হস্ত পরিমিত স্থান গমন করে, এবং কাষ্ঠ ও শুষ্ক মৃত্তিকায় এই শব্দ তাহা হইতে দশগুণ শীঘ্র অনুভূত হয়। সুতরাং মৃত্তিকা মধ্যে কোন স্থানে শব্দ হইলে বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া তাহা কোন প্রদেশে গমন করিবার পূর্ব্বে মৃত্তিকা দ্বারা তথায় নীত হইয়া থাকে। অতএব সেই পরম পাতা পরাৎপর পরমেশ্বর এই জগৎ মণ্ডলে কি কি সুকৌশল দ্বারা স্বীয় মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকেই ধন্য। এবং যেসকল বহুদর্শী বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা নানা বিধ শাস্ত্র ও যুক্তিযুক্ত মতে পরম রমণীয় কার্য্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগেই সাধুবাদ করি।

তখন রাজপুত্র কহিলেন, হে জ্ঞানাচার্য্য আপনি পদার্থ বিদ্যা অনুসারে যে সকল আশ্চর্য্য মাধুর্য্য ক্রিয়া শ্রেণীমত প্রকটিত করিলেন, তদ্দ্বারা খগোল ও ভূগোল ও অন্যান্য ব্যাপারের বিশেষ বৃত্তান্ত এবং তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে স্বরূপ লক্ষণাদি উপলব্ধি হয়। কিন্তু ভূগোল মণ্ডলোপরি বর্ত্তমান জগৎ যেরূপ কদম্ব কুসুম কেশরের ন্যায় গ্রথিত আছে, অর্থাৎ জল, স্থল, পর্ব্বত, বন, নগর, মরুভূমি প্রভৃতিকে কোথায় কিরূপে সেই জগদীশ্বর স্থাপিত করিয়াছেন, শুনিতে বাঞ্ছা করি। আচার্য্য কহিলেন, হে নৃপনন্দন! বিশ্বদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা এতদ্বিষয়ে আয়াসও পর্য্যটনের দ্বারা যত দূর পর্য্যালোচনা করিতে হয়, করিয়া এই পৃথিবীর প্রতিরূপ যে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই চিত্রপট দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট প্রকটিত হইবেক বিস্তার বাহুল্য মাত্র। বরং এমত প্রকরণেও অত্যাশ্চর্য্য এই যে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক পণ্ডিতেরা স্বীয় স্বীয় জ্ঞান বলে ভূগোলাদি বৃত্তান্ত যেরূপে কল্পিত বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন এবং বর্ত্তমান বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতেরা সেই সকল স্বকপোল বর্ণনা সত্যরূপে করত

অন্য প্রতি উপদেশ দিতেছেন, তাহা পরে শ্রবণ করিব।

মুক্তিজ্ঞান রত্নাকরের দ্বিতীয় রত্ন সমাপ্ত হইল।

অথ তৃতীয় রত্নারম্ভ

প্রথমত কাল নিরূপণ করণ।

পয়ার।

জানিয়া পদার্থ বিদ্যা সন্তোষ হইলা।
পরে পর দিন শিশু জিজ্ঞাসা করিলা॥
দিবারাত্র পক্ষ মাস বৎসর প্রভৃতি।
যুগের নির্ণয় কিবা গণনার রীতি॥
এতেক বচন গুরু করিয়া শ্রবণ।
সংক্ষেপে কহিলা পুনঃ কাল নিরূপণ॥
অকৃত্রিম নয়ন স্পন্দন কাল যেই।
প্রথমতঃ নির্ণয়ে নিমেষ হয় সেই॥
অষ্টাদশ নিমেষেতে এক কাষ্ঠা হয়।
ত্রিশ কাষ্ঠা হইলে এক কলার উদয়॥
ত্রিংশৎ কলায় ক্ষণ ছয় ক্ষণে দণ্ড।
কিম্বা ষাটী বিপলেতে এক পল খণ্ড॥
ষাটী পলে দণ্ড দুই দণ্ডে যাহা হয়।
মুহূর্ত্ত তাহার নাম জানিবা নিশ্চয়॥
ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে দিবা রাত্র পরিমাণ।
দিবা রাত্রে এক দিন দেখ বর্ত্তমান॥
পঞ্চদশ দিনে পক্ষ দুই পক্ষে মাস।
কিম্বা ত্রিশ দিনে মাস করিলা নির্দ্দেশ॥
দুই মাসে ঋতু তিন ঋতুতে অয়ন।
দ্বি অয়নে বৎসর জানিবা বিচক্ষণ॥
জ্যোতিষ গণনা ক্রমে যুগের নির্ণয়।
কত বর্ষ পরে কোন্ কোন্ যুগ হয়॥
সঙ্কেত অঙ্কেতে তার বুঝিবা কুমার।
বিস্তার করিতে হয় বাহুল্য তাহার॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, চতুর্থ এই কলি।
এই চারি যুগে এক দিব্য যুগ বলি॥
একাত্তর দিব্য যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তরে এক ব্রহ্মার বাসর॥
দিবসে সৃষ্টির সৃষ্টি নিশিতে প্রলয়।
এইরূপে পরস্পর কল্পে কল্পে লয়॥
কেবা সে বুঝিতে পারে ঈশ্বরের লীলা।
জ্যোতিষ প্রমাণে দীন রূপক বর্ণিলা॥
মতান্তরে স্থান হয় সহস্র বৎসর।
মানবের সৃষ্টি এই অবনি উপর॥

সত্যযুগ—১৭২৮০০০ বৎসর
ত্রেতাযুগ— ১২৯৬০০০ বৎসর
দ্বাপরযুগ—৮৬৪০০০ বৎসর
কলিযুগ— ৪৩২০০০ বৎসর
কল্যোগতাব্দা—৪৯৫

অথ পুরাণোক্ত ভূগোল বৃত্তান্ত

অতঃপর কুমার করিলা নিবেদন।
কহ গুরু পুরাণোক্ত ভূগোল কেমন॥
শিষ্যের বচন শুনি সুখী দ্বিজবর।
কহিতে ভূগোল তত্ত্ব হইলা তৎপর॥
বতসে শুনহ শিশু ভূগোল আখ্যান।
পদ্ম পুরাণেতে যেই করিলা নিরূপ।
কারণের আদ্য কার্য্য ভূতের প্রকাশ

পুংলিঙ্গ পুরুষ শব্দ বাচ্য অভিধানে।
পুরুষ প্রকৃতি ক্লীব ত্রিবিধ বিধানে॥
তাহে স্বাভাবিক হয় পুরুষ আকার।
পুরুষ হইতে কহ কি কি চমৎকার॥
প্রাণিমা সিদ্ধান্ত তবে করিলা উত্তর।
পুরুষ মাহাত্ম্য কিছু শুন প্রিয়বর॥
আকার প্রভেদে কভু পুরুষ না কহে॥
সেই সে পুরুষ যে পুরুষ ভাবে রহে॥
পুরুষার্থ প্রকাশিলে পুরুষ বর্ত্তয়।
নতুবা পুরুষাকার পশু সে নিশ্চয়॥
উৎসাহ, বিবেক, শৌর্য্য, গুরুর সেবন।
এই চারি কর্ম্ম হয় পুরুষ লক্ষণ॥
পৃথিবীতে পুরুষ বলয়ে চারি মত।
একাদি করিয়া কহি মর্ম্ম হও রত॥
বীর, সুধী, বিদ্বান, পুরুষার্থ সংযুক্ত
বীরের বিশেষ শুন পণ্ডিতের উক্ত॥
রণবীর, দানবীর, দয়াবীর, তিন।
সত্যবীর, লয় চারি জানিবা প্রবীণ॥
সতত সংগ্রামে জয় বিজয় প্রয়াস।
আপনি নিধন কিম্বা রিপুর বিনাশ॥
ধরাতল প্রকাশিয়ে রণে রহে স্থির।
সেই জন রণবীর, জানিবা সুধীর॥
দানবীর, সেই ধন্য মান্য প্রতিষ্ঠিত।
পাত্র স্থানে প্রার্থনীয় না হয় বঞ্চিত॥
পর উপকারে প্রাণ করে বিতরণ।
তৃণ তুল্য জানে রাজ্যপদ, ধন, জন॥
করুণা স্বভাব যার, সেই দয়াবীর,
পর দুঃখে তার হয় বিকল শরীর।
প্রার্থনা অভাবে দীনে করে দয়া দান।
দয়ারূপী আপনি ঈশ্বর ভগবান॥

সত্যবাদী সত্যবীর, সত্যে যেই রত।
সেই সত্য সত্যচিত্তে অসত্যে বিরত
প্রাণান্তে সত্য বিনা অসত্য না কহে।
সত্যে কর্ম্ম সমর্পিয়া শুদ্ধসত্ত্বে রহে॥
অতএব বীরত্ব করিবা অবধান।
বীরের প্রমাণ কহি পুরাণে প্রমাণ॥
রণবীর দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, নকুল।
ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, সংগ্রামে অতুল॥
দানে বলি, হরিশ্চন্দ্র, কর্ণ, মহাবীর।
দয়া বীর শিবি, বিক্রমাদিত্য, সুধীর॥
সত্যবীর নল, ভীষ্ম, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির।
এ সকল বীর ধন্য মান্য পৃথিবীর॥
আর আর বীরের কহিব নাম কত।
যথা সহকারে বীরত্বে মন রত॥
বীরের সুনাম ধর বীরের আকাঙ্ক্ষা।
বীর মধ্যে বীর নাম প্রকাশে কুলক্রম।
সুধী পুরুষের মধ্যে চতুর্থ বাখানি।
সত্যনিষ্ঠ, মেধাবী, সুবুদ্ধি, আর জ্ঞানী॥
উপস্থিত ব্যাপারে যাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি।
সর্ব্বক্ষণে সেবা করে ঈশ্বর নাম শুদ্ধি॥
ভাবেতে বুঝেন ভাব যে কহে প্রকাশ
সুধী মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ এই সে নির্য্যাস
একবার উক্ত প্রশ্ন যে করে গ্রহণ।
শুনিলে বৃত্তান্ত কভু নহে বিস্মরণ॥
বুদ্ধির শাসন শক্তি এরূপ যাহার।
মেধাবী তাহার নাম হয় সারোদ্ধার॥
স্বভাব বুদ্ধি প্রতিভা যাহার গুরুতর।
সন্দেহ ভঞ্জন হেতু কর্ম্মেতে তৎপর॥
সুকর্ম্মে সতত চিত্ত কুকর্ম্মে বিরত।
সুবুদ্ধি পুরুষ সেই করে শাস্ত্র মত॥

অসার সংসারে সুখ দুঃখে সমন্বিতঃ।
ত্রিলোক নিয়ন্তা প্রতি নিয়ত চিন্তিত॥
জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, বাধা ভয় শোক।
ইত্যাদি বর্জ্জিত যেই সেই জ্ঞানলোক॥
অপর বিদ্বান হয় চতুর্থ প্রকার।
ক্রমেতে বর্ণনা তার শুনহ কুমার॥
শাস্ত্রবিদ্যা শস্ত্রবিদ্যা তৃতীয় লৌকিক।
উপবিদ্যা আদি চারি বিস্তার অধিক॥
নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যেইজন।
শাস্ত্র মর্ম্ম অন্যে কহে করে আচরণ॥
তারে শাস্ত্র বিদ্যা বলি কহে বুধগণ।
পরে শস্ত্র বিদ্যা যেই করহ শ্রবণ॥
শাস্ত্রমত শস্ত্রধারী হয় যেই বীর।
তারে শস্ত্র বিদ্যা কহে পরম সুধীর॥
শাস্ত্র ভিন্ন যে জন লৌকিক কর্ম্ম করে।
তাহারে লৌকিক বিদ্যাবলে বিজ্ঞবরে॥
অর্থকরী ইন্দ্রজাল, চিত্র, বাদ্য, গীত।
নৃত্য, শিল্প, মল্লাদিতে যেজন পণ্ডিত॥
উপবিদ্যা বলিলাম জানিহ নিশ্চয়।
সংক্ষেপে কহিনু যাহা নীতিশাস্ত্রে কয়॥
পরে পুরুষার্থ যুক্ত করহ শ্রবণ।
যেই পুরুষার্থ বর্ত্তে চতুর্থ লক্ষণ॥
ধর্ম্মী, অর্থী, কামী, মোক্ষী, এই চতুষ্টয়।
বিশেষ ধর্ম্মের অর্থ শুনহ তনয়॥
যজ্ঞ, দান, সত্য, ধৃতি, ক্ষমা, অধ্যয়ন।
সন্তোষ, তপস্যা, অষ্ট ধর্ম্মের লক্ষণ॥
মদোন্মত্ত, ভ্রমযুক্ত, অজ্ঞান, বাতুল,।
ক্ষুধাতুর, কামাতুর, লোভী, ভয় যুত॥
ক্রোধী, ভীরু, পিশুন, ইত্যাদি দশজন।
ধার্ম্মিক না হয় মাত্র পাপের ভাজন॥

অভিধান মতে হয় অর্থ শব্দে ধন।
যতন নহিলে ধন না মিলে কখন॥
দরিদ্র বুঝিবা কিবা সে অর্থের মর্ম্ম॥
যাহে বৃদ্ধি বল বুদ্ধি সিদ্ধ সর্ব্বকার্য্য॥
বিশেষ পুরুষ ধনী চতুর্থ প্রকার।
ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি তার॥
মহেচ্ছ, বঞ্চাশ, মূঢ়, অল্পসারবান,।
একাদি করিয়া শুন কর অবধান॥
স্বোপার্জ্জিত ধনে যেই করে দানধ্যান।
সেইসে মহেচ্ছ ধনী অতি পুণ্যবান॥
বঞ্চনে তৃপ্ত নহে সদা লাভে লুব্ধ।
অধিক অর্থের আশা নিরাশয় ক্ষুব্ধ॥
বর্দ্ধিত ধনের আশে সর্ব্বদা চিন্তিত।
বঞ্চাশ তাহারে নাম কহিলা পণ্ডিত॥
ধন বৃদ্ধি হেতু করে লক্ষ ধন নাশ।
যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, স্নানে, নাহি যে প্রয়াস॥
উদর পোষণে ক্ষুদ্র স্বভাব কৃপণ।
মূঢ় নামে খ্যাত যেই নহে বিচক্ষণ॥
স্বয়ং গোপ্তা রূপে করি ধন উপার্জ্জন।
সাবধান মতে করে যেমন রক্ষণ॥
নিয়মিত কাল মধ্যে বিতরণ করে।
সাবধান ধনী তারে কহে বুধবরে॥
অগ্নি, জল, রাজা, খল, বিপক্ষ, তস্কর।
এসব হইতে ধনী ভীত নিরন্তর॥
গুণী হইতে ধনী ধন্য সাংসারিক সুখে।
যথা ধনাভাবে গুণী রহে মনো দুঃখে।
গুণী তুল্য ধনী নহে সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে।
কিমাশ্চর্য্য গুণী ধনী জনাশ্রয়ে রহে॥
অতএব গুণী হৈতে ধনীর ব্যাখ্যান।
সেই ধনী গুণির যে করে মান্য মান॥

নির্লজ্জ পুরুষে ভক্ত করে সর্বক্ষণ।
তেমনি ধনের লোভে প্রবঞ্চক জন।
আয়ু স্বত্ব কাল হতে করে বিতরণ।।
রোগ,শোক,মৃত্যু তিনে সতত চিন্তিবা।
কখন কি হয় পূর্ব্বে বুঝিতে নারিবা।।
নদী, নখী, শৃঙ্গী, শস্ত্রধারী, শত্রুগণ।
নারী, নৃপ, বঞ্চকে সতর্ক সর্ব্বক্ষণ।।
প্রপঞ্চ রূপেতে যদি আগে করে হিত।
তথাচ বঞ্চক ত্যাজ্য মন্ত্রণা বিহিত।।
অতএব বঞ্চকের সঙ্গ না করিবা।
স্বপনেও বঞ্চকের মুখ না হেরিবা।

দুর্জ্জন পুরুষ লক্ষণ।

দুর্দান্ত দুর্জ্জয় নষ্ট কঠিন দুর্জ্জন।
পর অপকারী ভ্রষ্ট চতুর সে জন।।
স্বপনে দুর্জ্জন সঙ্গ কভু না করিবা।
নষ্টে পরিহার করি সুদূরে বঞ্চিবা।।
দুষ্ট যদি রুষ্ট হয় কিম্বা তুষ্ট হয়।
দ্বিগুণে দ্বিগুণ দুঃখ জানিবা নিশ্চয়।।
যথা করে অঙ্গার জ্বলন্ত কি শীতল।
স্পর্শ মাত্র দগ্ধ কি মলিন করতল।।
দুর্জ্জন সহিত যেই করয়ে প্রণয়।
কালের স্বভাবে লয় কালের আশ্রয়।।
বিশেষতঃ অনুগত মর্দ্দন যে হয়।
সে জন দুর্জ্জন তুল্য নাহিক সংশয়।।
দুর্জ্জন কুকর্ম্ম করে ভোগে সাধুজন।
[illegible]ণের দোষে যেন অস্তিকা নিধন।।

করুণ কুটিলে কভু মিলন না
যথা শরাসনে শর কালাকাল
মার্জ্জার, মহিষ,মেষ, কাপুরুষ,
বশীভূত হয় মাত্র বিধির বিপা
দুষ্ট লোক বিদ্যাতে শোভিত যদি
তথাপি করিবে ত্যাগ নীতিশাস্ত্রে
নষ্টের জানিবা গুণ মহত্ব নাশ
মণিতে ভূষিত ফণী হয় ভয়ান
অতএব দুর্জ্জনে না করিবা প্রত্য
দুর্জ্জনে বর্জ্জন করা উপযুক্ত

নিষ্ঠুর পুরুষ লক্ষণ।

নরাধম মধ্যে গণ্য জানিবা নিষ্ঠুর
কঠিন স্বভাব তার মন অতি ক্রুর
দয়া মায়া ধর্ম্মহীন কুটিল অন্তর
পাষাণ সমান [illegible] ধরে সে পামর
পরের অনিষ্ট বিনা হৃষ্ট নহে মন
অনায়াসে সজ্জনে বলয়ে কুবচন
ধর্ম্মের নাহিক ভয় কুকর্ম্মে আবৃত
সাধুসন্নিধানে সদা হয় তিরস্কৃত।
বিনা অপরাধে দণ্ড করে [illegible]।
কৃপা নাহি করে কৃতাঞ্জলি যদি করে।।
একেত কুটিল মন দ্বিতীয় কৃপণ।
তৃতীয় কঠিন বাক্য কহে অকারণ।।
বিধাতা মানব দেহ কেমন সৃজিল।।

অহরহ মিনা স্বার্থ করে ভেদাভেদ।
অঘোর চন্দন তার মিথ্যা পাপ ক্লেদ।
অসত্য হইতে প্রাণত্যাগ শ্রেয় হয়।
পরধন ইচ্ছা হৈতে, ভিক্ষা ভাল হয়॥
মৌনব্রত ভাল, মিথ্যা বাক্য না কহিবা।
আত্মঘাত ভাল, পরনারী না হরিবা॥
অবিনয়ী ভার্য্যা হৈতে ভাল কেশাগারী।
কুমাত্য হইতে অন্ধবশে ভাল বচারি॥
অরাজক রাজ্য হৈতে ভাল বনবাস॥
খল মিত্র লাভ হৈতে ভাল সর্ব্বনাশ॥
অধর্ম্মী নৃপতি, সর্ব্ব ভক্ষক ব্রাহ্মণ,
অবশ রমণী, খল, নষ্টমতিজন,
শঠতা-স্বভাব মিত্র, চৌর্য্য জীবী দাস,
কুতঘ্ন, এ অন্তে না করিবা বিশ্বাস॥
উন্মত্ত মাতঙ্গ জীবে স্পর্শে করে নাশ।
কালফণী বধে দিয়া বিষাক্ত নিশ্বাস॥
ভূপাল [illegible] গ্রাসে নৃপনরে দেয় কষ্ট।
হাসিতে হাসিতে খল সতে করে নষ্ট॥

(২৯)

রোগী পুরুষ লক্ষণ।

পাপিষ্ঠ গরিষ্ঠ কষ্ট ভোগে মহারোগী।
যেহেতু সর্ব্বদা থাকে সুখাদি বিয়োগী॥
যেন কারাকারে বন্দি বুদ্ধি সুদ্ধি হত।
[illegible] পরিত্যক্ত অশুচি নিয়ত॥
[illegible] বেশ বিকৃতি আকৃতি।
[illegible] অধৈর্য্য অকৃতী॥
[illegible] দেখকা [illegible] পড়িয়া সঙ্কটে।
তথাপি নিষ্কৃতি নাই কৃতান্ত নিকটে।
কুকর্ম্মে প্রকাশ পাপ পাপে হয় রোগ।
রোগে নানা বিধ ক্লেশ রোগী করে ভোগ।
রোগেতে শরীর নাশ জানিয়া নিশ্চয়
অস্থির জীবনে কভু না কর বিশ্বাস।
তেজ সম আছে জীব কাল ফণী মুখে।
সে, কেবল নিজ মনে বলে আছি ভাল সুখে।
বিষয়ানুশীলনে মোহিত সর্ব্বক্ষণ।
দিনে দিনে আয়ুগত অগত শমন॥
যদি ধর্ম্ম করে, কিম্বা ঈশ্বর সাধনা।
আছে দিন কর যাবে এই বিবেচনা॥
কিন্তু [illegible] করিহ আশা কল্যকার জন্য।
অদ্যকার দিন কর শেষদিন গণ্য॥

(৩০)

চৌর পুরুষ লক্ষণ।

কাম মদে মত্ত ঈর্ষা যুক্ত যেই জন।
কবিয়াছে [illegible] মন করে স্মরণ॥
অসন্তোষ, লালসী, অশান্ত আত্মসুখী।
দরিদ্র, কঠিন, নহে পরদুঃখে দুঃখী॥
বিবেক সম্ভূত দয়া যে জন রহিত।
সেই লোক চৌর হয় শাস্ত্র প্রকটিত॥
পরের সম্পত্তি আর রূপসী যুবতী।
সাদরে হেরিয়া সদ্য হয় হর্ষমতী॥
সুবুদ্ধি যদ্যপি তাহা করে নিরীক্ষণ।
পরদ্রব্য প্রতি লোভ না করে কখন॥
দয়া, মায়া, ভক্তি, বিবেক, লজ্জা, ভয়।
এই ছয় হইতে শূন্য চোরের হৃদয়॥

চতুর তস্কর সদা হইয়া তৎপর।
কিরূপে হরিবে ধন ভাবে নিরন্তর॥
রাজদণ্ড যমদণ্ড করি বিস্মরণ।
নানা বলে ছলে চুরি করে পর ধন॥
একবার চৌর্য্যবৃত্তি করে যেই জন।
কভু না ত্যজিতে পারে থাকিতে জীবন॥
যথা নারী উপপতি করে একবার।
যাবৎজীবন নহে বিস্মৃতি তাহার॥
নৃপতি স্বপতি ভয়দ্বয়ে সশঙ্কিত।
তথাপি নিবৃত্তা নহে একি বিপরীত॥

(৩১)

অভাজন পুরুষ লক্ষণ।

অবশেষ কহি শুন পুত্র বিচক্ষণ।
ভজন বিহীন জনে কহে অভাজন॥
বিষয় মদিরা পানে মত্ত হত জ্ঞান।
প্রায়ে আত্মা পরমাত্মা নাহি করে ধ্যান॥
যাগ যজ্ঞ ব্রত দানে সর্ব্বদা বিমুখ।
দিবানিশি সংসারের ভাবে সুখাসুখ॥
যেজন না করে দান ধনে কিবা ফল।
রিপুদণ্ড নাহি করে তার বিদ্যা বল॥
জিতেন্দ্রিয় ভিন্ন হয় অনার্য্য শরীর।
ক্ষমা শূন্য প্রশংসিত কভু নহে বীর॥
জ্ঞান হীন জনের বিফল অধ্যয়ন।
আত্মতত্ত্ব বিনা আত্মা বিফল ধারণ॥
অতএব আত্মতত্ত্বে হও যত্নবান।
অনায়াসে পাবে যাহে পরম নির্ব্বাণ॥
ইত্যাদি কহিনু যত পুরুষ লক্ষণ।
বিশেষ আপনার তার করিবা গ্রহণ॥
বিজ্ঞান তপনতাপে ভ্রম অন্ধকার।
চকিতে হইবে নষ্ট বিশিষ্ট প্রকার॥
শুনি সশঙ্কিত দীন অতি অভাজন।
কিরূপে পাইব ত্রাণ না দেখি কারণ॥

(৩২)

ইতি জ্ঞানরত্নাকরের চতুর্থরত্ন সমাপ্ত।

পঞ্চম রত্নারম্ভ।

নারীর লক্ষণালক্ষণ।

এতশুনি কুমারের প্রফুল্ল অন্তর।
হাস্য মুখে মৃদু ভাষে করিলা উত্তর॥
পূর্ব্বে যে পুরুষ তত্ত্ব কহিলা যতেক।
উত্তম মধ্যম আদি পৃথক পৃথেক॥
অতএব শুন মম এই নিবেদন।
শুনিতে বাসনা নারী লক্ষণালক্ষণ॥
হাসিয়া সিদ্ধান্ত কন শুনহ কুমার।
নারীর চরিত্র বুঝা সে কঠিন ভার॥
সে তত্ত্ব যে জানী সেই রসের রসিক।
রতিশাস্ত্র মতে হয় পরম প্রেমিক॥
পুনরপি জিজ্ঞাসিলা রাজার নন্দন।
কাহাকে বলয়ে রস রসিক কেমন॥
সিদ্ধান্ত কহেন শুন নৃপতি তনয়।
নবরস যে জানে রসিক তারে কয়॥
কারে বলে নবরস কিবা তার নাম।
যথাক্রমে শ্রবণ করহ গুণধাম॥
শৃঙ্গার,বীভৎস, হাস্য,রৌদ্র,বীর,ভয়।

তাহার বিশেষ এবে কহুহে প্রবণ
অনুভাবে বুঝ পাবে সকলে লক্ষণ॥

মধ্যা।

স্বকীয়া নবোঢ়া।

হস্তেতে ধরিয়া, শয্যাতে আনিয়া,
যদ্যপি কোলে বসায়।
নানা বাক্য ছলে, যত্নে কলে বলে,
বাহিরে যাইতে চায়॥
নবোঢ়াকে বশ, করণ কর্কশ,
সেরস কহিব কায়।
যেই পারা করে, স্থির করে ধরে,
সেজন ব্যামোহ পায়॥

পরকীয়া নবোঢ়া।

আপনার পতি আছে, ভয়েতে না যাই কাছে, গায়ে হাত দেয় পাছে, ভারি এই ডরেছে। প্রীতির বিষম কায়, সে ভয়ে পড়িল বাজ, লাজে পলাইল লাজ, আশাবাসা হয়েছে॥ সুখের বারাও প্রীতি, হৃদয়ের হয় ভীতি, তার পরে সেবারীতি, প্রাণ ক্ষমা করে হে। বৌবন কমলাঙ্কুর লোকে না করিও দূর, হয়া কাঁপে দূরদূর, পাছে মাই মরে হে॥

সাধারণী নবোঢ়া।

কিছার ধনের আশে, আইন্থ তোমার পাশে, আগে যদি জানি না হি এত দায় হবে হে। মুখ দেখি শোষে মুখ, বুক দেখি কাঁপে বুক, মনে হৈতে মনে পড়ে কিসে প্রাণ রবে হে॥ কেবা ইহা সহিবেক, আমা হৈতে নহিবেক, ক্রন্দ হও যদি নিজধন ফিরে লবে হে। যেবা তীর্থে নাইলাম, তারি পুণ্য পাইলাম, অতঃপর কন্যাদেহ আমারে না সবে হে॥

বিশ্রব্ধ নবোঢ়া।

স্তনদুটি করে ছাঁদে, উরু দুটি ভুজে বাঁধে,
লাজে ভয়ে মুদিয়ে নয়ন।
প্রথমেতে নকুত্তর, না, না, না আহার পর,
টানটোল এখন তখন॥
যদি দেয়ে লাজ ভয়, কিঞ্চিৎ সদ্ভিতয়,
তবে আর না যায় গুণন।
নবীন ভূষণ বাস, নবমুখ হাস ভাষ,
নবরস কে করে গণন॥

মুগ্ধার ভেদ।

মুগ্ধার প্রভেদ দুই করিয়ে বর্ণনা।

উঠিযাপরিধি বাস, বান্ধিলাম কেশপাশ। তোর দিবা যদি আর কিছু মনে থাকেলো ॥

মধ্যা প্রগল্ভারধীরাদি ভেদ।

মানকালে মধ্যাপ্রগল্ভার তিন ভেদ। ধীরাও অধীরা ধীরা ধীরা পরিচ্ছেদ ॥ মুগ্ধার এভেদ নাই ভয়তার মূল। ক্রোধ হৈলে একভাব ক্রন্দনে আকুল॥ প্রকারে প্রকাশে ক্রোধ যেজনসেধীরা। সোজা সুজি যার ক্রোধ সেজন অধীরা। কিছু সোজা কিছু বাঁকা যারহয় ক্রোধ। ধীরা ধীরা বলে তারে পণ্ডিতসুবোধ॥

যথা মধ্যাধীরা লক্ষণ।

আজি প্রভু দড়দণ্ড, বেস বান যেছবণ্ড, শ্বেত রক্তচন্দনের চাঁদ ভালে ধরেছ। মনদেখিভাঙ্গাভাঙ্গা, নয়ন হয়েছেরাঙ্গা, বুঝি কোনদোষদেখিমোরে রোষকরেছ। তোমাবিনা প্রভু নাই, যাইবার নাহি ঠাঁই, কুমুদের চাঁদ যেন তেন মন করেছ। অপরাধ ক্ষমাকর, নূতন চন্দন পর, এই লও নব মালা বাসি-মালা পরেছ ॥

যথা মধ্যা অধীরা লক্ষণ।

মোহ। [illegible], বলহ আমারভুত্য আজি দেখি একি কৃত্য, দর্পণেতে চাওহে। অধরে কজ্জল দাগ, নয়নে তাম্বূল রাগ, অলক্তাঙ্ক ভাল্ ভাগ, কারকাছে পাঁওহে ॥ মোরে প্রাণ বলে ডাক, অন্যের নিকটে থাক, বুঝিলাম মনসাধ, মনকলা খাওহে। তোমাদেখি হয় ভীতি, কঠিন তোমার রীতি, বুঝিনু তোমার প্রীতি, যাও যাও যাও হে ॥

যথা মধ্যাধীরা ধীরালক্ষণ।

তুমি মোর প্রাণপতি, যখন করিলা রতি, বুঝি সুখে ভুলে ছিনু তাই নাই মনে হে। বুকে দেখি নখ চিহ্ন, অধরে দশনে ভিন্ন, ভালে [illegible] তোর নাগরঞ্জিমা নয়নে হে [illegible] মুখ [illegible], অলকে শয়নে শোভা ছুঁয়ো [illegible] করমালা তাম্বূল চন্দনেহে। কত জান ভারি ভুরি, দেখিতে দেখিতে চুরি, পরিহার নমস্কার তোমাকে জনে হে ॥

যথা ধীরা কনিষ্ঠা লক্ষণ।

এক বাক্যে দেখি রোষ, আর বাক্যে বুঝি তোষ, না বুঝিনু গুণদোষ, বড়দায় পড়িল। কি করিলে ভাল হবে, বল তাই করি তবে, নহে ক্ষুব্ধ লয়ে রবে, আমার কি রহিল ॥ পদ্মিনী ভ্রমর প্রিয়া, ভ্রমরে খেদায়ে দিয়া, তাহারি বিরহে হিয়া, বুঝি তাই ফলিল। রতির সময় নউক, আমার যে হয় হউক, ক্রোধিনী তোমার রউক, যা হবার হইল॥

—

পরকীয়া নায়িকার ভেদ।

—

অপ্রকাশে যার রতি পরপতি সনে।
পরকীয়া তাহারে বলয়ে কবিগণে॥
ঊঢ়া আর অনূঢ়া দ্বিভেদ হয় তার।
ঊঢ়া সেই বিবাহ হইয়া থাকে যার॥
অনূঢ়া সেজন যার হয় নাহি বিয়া।
পরাধীন অধীন হেতু সেও পরকীয়া॥

—

যথা ঊঢ়া লক্ষণ।

—

আপনার পতি আছে, সদাকারের পাইকাছে, তথাপি দারুণ মন পরাগে মরেগো। সঙ্কেত তরুর মূলে, সঙ্কেত নদীর কূলে, ঘাটে ঘাটে ভাঙ্গা মঠে, অন্ধকার ঘরে-গো॥ কিঙ্কিণী কঙ্কণ বোল, কুকায়ে চুম্বন কোল, রমণে নাহিক সুখ কোটালের ডরে গো। পরপতি রতি আশ, ঘরছাড়ি পরবাস, সুখ যদি নহে লোক তবে কেন করে গো।

—

যথা অনূঢ়া লক্ষণ।

—

শুন শুন প্রাণবঁধু, পীয়াইয়া মুখমধু, এমত করিলা বশ কতগুণ কব হে। অন্য সঙ্গে যদি পিতা, কন্যে মোরে বিবাহিতে, কেমনে তাহার সঙ্গে তোমা ছাড়া রব হে॥ এমত করিবা কর্ম্ম, রহে যেন স্ত্রীর ধর্ম্ম, বুকে মুখে হইলে দাগ কলঙ্কিনী হব হে। সংবন্ধ না বিয়া হয়, তাবং এমন নয়, জানিত্ত এমনি পোড়া জুজনাতে সব হে।

—

পরকীয়ার অন্য অন্য ভেদ।

—

বিদগ্ধা, লক্ষিতা, গুপ্তা, কুলটা, মুদিতা।
পরকীয়া নানা ভেদ প্রাচীন লিখিত॥
বিদগ্ধা দ্বিমত হয় বাক্যা আর ক্রিয়া।
কথা শুনি কার্য্যভেদ বুঝিবা ফুকারি তো

পতি হেতু বাস ঘরে যেই করে সজ্জা।
বাস সজ্জা বলে তারে পণ্ডিত সমাজ॥
স্বামীর বিলম্বে যেই ভাবে অনুক্ষণ।
উৎকণ্ঠিতা সেই নারী বুঝ বিচক্ষণ॥
পতির সঙ্কেত স্থলে যে করে গমন।
তারে অভিসারিকা বলয়ে কবিগণ॥
সঙ্কেত স্থানেতে প্রিয়া নাহি পায় পতি।
সেই হয় বিপ্রলব্ধা কামিনী যুবতী॥
কোলে বসে যার পতি আজ্ঞার অধীন।
স্বাধীন ভর্তৃকা সেই সুখী চির দিন॥
অন্য ভোগ চিহ্ন অঙ্গে এসে যার পতি।
খণ্ডিতা রমণী সেই অতি মানবতী॥
কলহে খেদায়ে পতি পশ্চাৎ তাপিতা।
নায়িকার মধ্যে সেই কলহান্তরিতা॥
প্রবাসেতে পতি যার মলিনা বিরহে।
প্রোষিত ভর্তৃকা তারে কবিগণ কহে॥

যথা বাসক সজ্জা লক্ষণ।

আঁচড়িয়া কেশ পাশ, পরিয়া উত্তম বাস, সখীসঙ্গে পরিহাস, গীত-বাদ্য রচনা। চারু চন্দন চুয়া, ফুলমালা পান গুয়া, হাতে লয়্যা সারী সুয়া, কাম রস সূচনা॥ কিঙ্কিণী কঙ্কণ হার, বাজুবন্দ সিঁথি আর, নূপুরাদি অলঙ্কার, নিত্য নূব পরণা। যোগি যেন যোগাসনে, বসিয়া ভাবয়ে মনে, কত-ক্ষণে বন্ধু সনে, হইবেক ঘটনা॥

যথা উৎকণ্ঠিতা লক্ষণ।

হইল বহু নিশি, প্রকাশ হয় দিশি,
আইল কেন নাহি কালিয়া।
পিকের কলরব, ডাকিছে অলিসব,
অনল দেয় দেহ জ্বালিয়া॥
তিমির ঘনতরে, সভয় বন চরে,
ফিরয়ে কিবা পথ ভালিয়া।
অপর সখী রসে, রহিল পর বশে,
মদনে মোরে দিল ডালিয়া॥

যথা অভিসারিকা লক্ষণ।

নিকট সঙ্কেত সময় আইল শুনে রসময় মুরলী গাইল, ধরি মঙ্গল ধ্বনি মদন বাহিল, চলে নিধুবনে কামিনী॥ পিক কল কলি শারিশুক ধ্বনি, ফুটে বনফুল ভ্রমর গুঞ্জনী, তাহাতে ললিত নূপুর রুনঝুনী, শ্রুত চলে মৃদুগামিনী॥ বাছিয়া পরিল কি নীল অম্বর, বদন হেম গুহে মেঘাড়ম্বর, পথিক জন ডর করিতে সম্বর, ঝাঁপিল তাহে তনু দামিনী। বদন সরসিজ গন্ধযুত মন, মোহিত সহচরী ভ্রমর শিশুগণ, তাথে নদয়া চলাচল মন্দ পবন, মায়ালো দ্রুতগামী যামিনী॥

যথা বিপ্রলব্ধা লক্ষণ।

তিল পরিমাণ মান, সদা করি অ-
নুমান, গুরু ভয় লঘু ভয় গেলা।
গৃহ ছাড়ি ঘনবন, করিলাম আরোহণ,
সাগর তরিনু ধরি ভেলা॥
হরি হরি মরি মরি, উহু উহু হরি হরি,
তবু নাহি হরি সনে মেলা।
পরদুঃখ পরশ্রম, পরজনে জানে কম,
অপাকেপ খলে জল খেলা॥

যথা স্বাধীন ভর্ত্তৃকা লক্ষণ।

শুন শুন প্রাণনাথ, নিবেদি হে যোড়হাত, পুরিল সকল সাধ, কিছু শেষ রয় হে। বান্ধে দেহ মুক্ত কেশ, বিনাইয়া দেহ বেশ, তুমি মোরে ভালবাস, লোকে যেন কয় হে॥ দেখিয়া তোমার মুখ, অতুল হইল সুখ, পাসরিনু যত দুঃখ, আছিল যে ভয় হে। যত-কাল জীয়ে রই, তোমা ছাড়া যেন নই, নিতান্ত করিয়া কই, মনে যেন রয় হে॥

যথা খণ্ডিতা লক্ষণ।

এস বঁধু ক্লান্ত হয়্যে, কেন এস রয়ে রয়্যো, মরিবে বালাই লয়্যো, কিবা শোভা হয়েছে। কপালে সিন্দুর বিন্দু, মলিন বদন ইন্দু, নয়ন র-ক্তের সিন্ধু, মোর দিগে ধায়েছে॥ অধরে কজ্জল দাগ, নয়নে তাম্বুল রাগ, বুঝি কেবা পায়্যে লাগ, মো-রমাথা খায়েছে। তোমার কি দোষ দিব, বাপ মায় কি বলিব, হরি হরি শিব শিব, যম মোরে ভুলেছে॥

যথা কলহান্তরিতা লক্ষণ।

ক্রোধে হয়ে হতজ্ঞান, কৈনু তারে অপমান, [illegible] প্রাণ, দে-খিতে না পাইয়ে। ফুটিছে বি-বিধ ফুল, [illegible] অলিকুল, মা-[illegible] এই শূল, কার পানে চা-হিয়া॥ কাতর হইয়া অতি, বিস্ত-র করিয়া নতি, চরণে ধরিল পতি, নাচাহিনু ফিরিয়া। করিনু যেমন কর্ম্ম, ফলিল তাহার ধর্ম্ম, মরুক এমন মর্ম্ম, দুঃখে যাই মরিয়া॥

যথা প্রোষিত ভর্ত্তৃকা লক্ষণ।

অনল চন্দন চুয়া, গরল তাম্বুল গুয়া, কোকিল বিকল করে অতি।

বিধবার মত বেশ, অস্থিচর্ম্ম অবশেষ, তাপে কাম পোড়ায় রতি॥ মনোজ তনুজ অন্ত, কোদণ্ড করিয়া হত, হাতে লয়া পিণ্ডের পদ্ধতি। সখী মুখে নাম শুনি, পতি এলো হেন গণি, দেখিতে শ্বাসের গতাগতি॥

অথ প্রোষ্যৎ ভর্ত্তৃকা।

যার কাছে আছেপতি প্রবাস গমন। প্রোষিত ভর্ত্তৃকা মধ্যে তাহারোগণন॥ এআট লক্ষণে তার না মিলে লক্ষণ। নবমী নায়িকা হৈতে পারে কেহ কন॥ কিন্তু অষ্ট নায়িকা সকল শাস্ত্রেকয়। নবমী কহিতে গেলে গণ্ডগোল হয়॥ অতএব দ্বিধা বলি প্রোষিত ভর্ত্তৃকা। প্রোষিত ভর্ত্তৃকা আর প্রোষ্যৎপতিকা॥

যথা প্রোষ্যৎপতিকা লক্ষণ।

শুন শুন ওহে প্রাণ, পতি প্রবাসেতে যান, তুমি কি করিবে এবে সজ্জা করি কহিবে। এবে জানিলাম দড়, তোমা হৈতে পতিবড়, নহে কেন আগে যান তুমি পাছে রহিবে॥ যদি বড় হৈতে চাও, তবে আগে আগে যাও, নহে তুমি লঘু হবে আমার কি রহিবে। এরে সুখ দেয় যারা, পিছে দুঃখ দিবে তারা, কয়ে অবসর আমি কত জ্বালা সহিবে॥

নায়িকা উত্তমাদি ভেদ।

উত্তমামধ্যমা আর অধমা নিয়মে। এসব নায়িকা তিন গত হয় ক্রমে॥ অহিত করিলে পতি যেবা করে হিত। উত্তমা তাহার নাম বলয়ে পণ্ডিত। হিত কৈলে হিত করে অহিতে অহিত। মধ্যমা তাহার নাম মধ্যম রচিত॥ হিত কৈলে অহিত করয়ে যেই জন। অধমা তাহার নাম অধম লক্ষণ॥ পতি প্রতি করে যেই ক্রোধ অকারণ। চণ্ডীতার নাম হয় কলহ কারণ॥

সহচরী প্রকরণ।

বেশ ভূষা করে দেয় করে পরিহাস। কথাকৈতেখেতে শুতে শিখায় বিলাস॥ যার কাছে বিশ্রাম বিশ্বাস কথাকয়। সহচরী সখী সেই পঞ্চমত হয়॥ সখী নিত্য সখী, প্রিয়সখী প্রাণসখী। অতি প্রিয়সখী এই পঞ্চমত সখী॥

যথা শঠ লক্ষণ।

দিব কয়েছিনু, আনিতে ভুলিনু, ক্ষম যেই অপরাধ। যা বল, করিব, যাহা চাহ দিব, পুরাহ মনের সাধ॥ অঙ্গেতে যে দাগ, তোমারি সোহাগ, মিথ্যা দেহ অপবাদ। আমার পরাণ, হরিণী সমান, তোমার চক্ষু নিশাদ॥

যথা উপপতি লক্ষণ।

নিজ নারী আছে ঘরে, যাহা বলি তাহা করে, নানা রূপ গুণ ধরে, তাহে মন রয় না। করিতে অন্যের সঙ্গ, সদাই সরস অঙ্গ, এবড় অপূর্ব্ব রঙ্গ, ধর্ম্ম ভয় হয় না॥ যাইতে সঙ্কেত স্থান, সতত আকুল প্রাণ, জানি মান অপমান, কিছু মনে রয় না। বাস্ত হলে কালামুখ, শয়নে নাহিক সুখ, রমণেতে নানা দুঃখ, তবু ক্ষমা হয়না॥

যথা বৈশিক নাগর লক্ষণ।

যায়া চন্দ্র সরোবরে স্নান করিবার তরে, দেখিলাম এক জন অপরূপ কামিনী। চক্ষু মুখ পদ্ম ছন্দ, কিবা ছন্দ কিবা বন্ধ, নীলাম্বরে ঝাপে তনু মেঘে যেন দামিনী॥ ঈশ্বর সদয় হন, দূতী নিলে এক জন, এই ক্ষণে তার কাছে যায় মত্তগামিনী। যত চাহে দিব ধন, দিব নানা আভরণ, কোনমতে মোর সঙ্গে রঙ্গে এক যামিনী॥

অথ নায়ক দিগের উত্তমাদি ভেদ।

উত্তম মধ্যম আর অধম নিয়মে। নায়িকার যেই ক্রম নায়ক সে ক্রমে॥ বাস সজ্জা আদি নায়িকার ভেদ যত। নায়কে সে ভেদ হয় লক্ষণ সম্মত॥ উপপতি বৈশিকেতে সকলি বিদিত। পতি প্রতি রসাভাস কেবল খণ্ডিত॥ স্বকীয়ার রসাভাস জান অভিসার। পতির খণ্ডিত ভাব তেমতি প্রকার॥ সর্ব্ব জন সুসম্মত আর ভাব সব। উদাহরণেতে দেখ করি অনুভব॥

যথা বাসকসজ্জানায়ক লক্ষণ।

শয়ন সময়, বন্ধু রসময়, করে রমণীয় মোহন সাজ। অন্য কার্য্য ছলে,

তী রূপ, প্রচণ্ড অনল কূপ, অপরূপ সে আগুন খগুণ জানায় না। আহা মরি কি আগুন, আগুণের কি দ্বিগুণ, যেই ধরে সে আগুণ গুণ টের পায় না॥ নারীর উন্নত কুচ, যেন অগ্নি শিখা উচ, দরশনে দহে পরশে তা হয় না। পরশিলে পায়ে ধর, শিহরয়ে কলেবর, পরাণ শীতল হয় কাম জ্বালা রয় না॥ যুবতীর কিবা ঠাট, যেন নাটুয়ার নাট, [illegible] যে সুখোদয় [illegible] না। [illegible] পয়ারিণী নারী, পুরুষবরে পারিতারি, পরস্পরা বিকি কিনী অন্যজনে লয় না॥ স্বভাব ব্যাধিনী রামা, রূপ গুণে নিরুপমা, কেশ ছাঁদ পাতা ফাঁদ মৃগ টের পায় না। মৃগ সে প্রেমিক মন, ফাঁদে পড়ে অচেতন, থাকিতে উপায় পথ তথাপি পলায় না॥ ভুরু শরাসনে বাণ, কটাক্ষ করে সন্ধান, নাগর কুরঙ্গ রঙ্গ হেরি দূরে ধায় না॥ যেজন বধয়ে প্রাণ, সেজনের লয়ে প্রাণ, উভয় উভয়ে প্রাণ তব বুঝা যায় না॥ যদি প্রেমে পায় ক্লেশ, সে দুঃখ সুখ বিশেষ, পরাণ পশিলে শেল মরমে মানায় না। কামার্ণবে হইতে পার, তরুণী তরণী তার, নায়ক নাবিক [illegible] তরী খেয়ায় না॥ [illegible] রমণী রস [illegible]

যর [illegible] পায় না। [illegible] যার [illegible], সেজন [illegible] নিকেতন কিকানন ভাবান্তরা [illegible] না॥ প্রেয়সী প্রেমিকা যার, সুখের সংসার তার, সামান্য সুখের লোভে দেশান্তরে ধায় না। সদা প্রিয়া সহবাস, রসরঙ্গে পরিহাস, সেই স্বর্গ সুখভোগ অন্য সুখ চায় না॥ দ্রব্যবস্ত্র অলঙ্কার, সুগন্ধ কুসুম হার, নিয়ত করিলে দান তবু খেদ যায় না। নারী যদি করে মান, জ্ঞানী হয় হতজ্ঞান, ভাঙ্গিতে সে অভিমান, নিজমান চায় না॥ যদি গুরুমান করে, নাগর চরণে ধরে, বলে প্রিয়া ক্ষমাকর আর প্রাণে সয় না। এমতে প্রেমের রঙ্গ, হইলে সে মান ভঙ্গ, অনঙ্গে অবশ অঙ্গ কিছুমনে রয় না॥ প্রেয়সী প্রাণের প্রাণ, মানিনী মানের মান, ধনী নির্দ্ধনের ধন, দেখিও হারায়না॥ নারীবিনা এসংসার দিবসেতে অন্ধকার, [illegible] তে আর তথাচ মানায় না॥ [illegible] পুণ্যবান নয়, নারীসহ [illegible] সুখে রস কেলী করে কভু পায় না। প্রিয়া [illegible] প্রিয়া [illegible] রূপ, [illegible] অন্য জনে [illegible] [illegible] [illegible] না।

বার রয় না।। সংসারী কি ব্রহ্ম- চারী, বা প্রভৃত জ্যোতিচারী, সং- বার প্রসূতী নারী অন্য হেতু হয় না॥ তেকারণে নারী ধন্যা, গৃহ সুখে অগ্রগণ্যা, মরনে পরম সুখ নারী বিনে দেয় না। অতএব, আছে নীতি, নারী প্রতি রাখ প্রীতি, নহিলে পরম প্রীতি, একে- বারে হয় না॥ কহে দীন শুন ভাই, নারীকে বিশ্বাস নাই, নারীবারি নিচগামী উচ্চপদে ধায় না। নারী গুণ জানে যেই, কিছু বা বুঝেছে সেই, সঙ্কেতে কহিনু এই কামী টের পায় না॥

ইতি জ্ঞান রত্নাকরের পঞ্চমরত্নসমাপ্ত।

ষষ্ঠ রত্নারম্ভ।

অথ হিতোপদেশ প্রকরণ॥

সিদ্ধান্ত কহেন শুন রাজার নন্দন।
অতঃপর নীতি শাস্ত্র করহ শ্রবণ॥
নীতিশাস্ত্র জ্ঞান নেত্র যে জন বিহীন।
তার কার্য্য কর্ম্ম অন্ধ অতিঅর্ব্বাচীন॥
জ্ঞান চক্ষে দেহ শ্রবণ অঞ্জন।
দলে ধর হইবে উজ্জ্বল॥
শাস্ত্রমর্ম্ম না করে বিচার।
হত বুদ্ধি ছার॥
দেখিতে না পায়।
পরের দায়॥

শাস্ত্র শস্ত্র অশ্ব যন্ত্র বাক্য নারী নর।
মনুষ্য বিশেষে শোভে নহে ভাবান্তর॥
অতএব মনুষ্যের গুন বিবরণ।
অনুভাব বুঝ পুত্র লক্ষণেলক্ষণ॥
সেই সে মনুষ্য মনুষ্যত্ব জন্মে যার।
নতুবা বর্ব্বর মাত্র মানব আকার॥
তার সাক্ষ্য অগুরু সৌরভে মান্য হয়।
নতুবা সামান্য কাষ্ঠ গৌরবে কেবা লয়॥
একারণ মনুষ্যত্ব সৌরভ সমান।
সৌরভে সৌরভী যেই সেই সে ধীমান।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ক্ষমাযুক্ত শুচি।
আত্মতত্ত্ব শাস্ত্রালাপ দয়া দানে রুচি।
বিদ্যাধন উপার্জ্জনে বহু করে শ্রম।
মিত্রে অনুকুল শত্রুপক্ষে পরাক্রম॥
ইত্যাদি গুণেতে গণ্য মনুষ্য উত্তম।
উদর পোষণে মান্য যেই নরাধম॥
বিফল জীবন তার মরণ বিহিত।
চর্ম্মাবৃত বায়ু যন্ত্র যেমত জীবিত॥
উভয়ের নিশ্বাস প্রশ্বাস বর্ত্তমান।
তবে কেন প্রভেদ জানিবা মতিমান॥
মনুষ্য শরীরে বর্ত্তে নানা বিধ গুণ।
গুণের প্রভাবে হয় কর্ম্মেতে নিপুণ॥
কিন্তু সর্ব্ব গুণোপরি আতিক্রম করি।
স্বভাব মস্তকে থাকে সদ সৎ ধরি॥
যথা শশী অতিক্রম করি তারাগণে।
শীতাশীত দুই পক্ষ উদয় গগনে॥
স্বভাব শশীর শীত পক্ষ যেই সৎ।
অশীত যে পক্ষ সেই জানিবা অসৎ॥
সতেতে সুকর্ম্ম হয় অসতে কুকর্ম্ম।
সুকর্ম্মে প্রকাশে ধর্ম্ম কুকর্ম্মে অধর্ম্ম॥

ধর্ম্মেতে পরম ধন ধার্ম্মিকে সঞ্চয়।
পরিণামে স্বর্গভোগ করয়ে নিশ্চয়॥
অধর্ম্মে নিধন প্রাপ্ত অধার্ম্মিক নর।
পরকালে রৌরবে গৌরব বহুতর॥
অতএব স্বভাব সকল মূলাধার।
যাহেতে গোপন করে হেন শক্তি কার॥
সতের স্বভাব সে সহজে বুঝা যায়।
অসতের স্বভাব বুঝিতে বড় দায়॥
যে হেতু সজ্জনে সদা সত্যবাদী হয়।
অন্তরান্তর ভাব সমভাবে রয়॥
দুর্জ্জনে স্বপনে কভু সত্য নাহি কহে।
অন্তরে গরল তার মুখে সুধা বহে॥
একারণে প্রথমে স্বভাব নিরীক্ষিবা।
কার্য্য কষ্টি পাষাণে সুপরীক্ষা লইবা॥
কিবা সৎ কি অসৎ স্বভাব আপন।
কহনা ত্যজিতে পারে থাকিতে জীবন॥
যে জনার স্বভাব বিশেষ না জানিবা।
সঙ্গ মনোবাসে বসে কখন না দিবা॥
স্বভাবতঃ শত্রু মিত্র কেহ কার নয়।
ব্যবহারে প্রকাশে বিশেষ পরিচয়॥
তাহার লক্ষণ কহি শুন সারোদ্ধার।
যাতে জানিবা সদসৎ ব্যবহার॥
বিপদেতে শত্রু মিত্র শূরগণে রণে।
শুচিকে বুঝিবা ঋণে ভার্য্যাকে নির্ধনে॥
বান্ধবে ব্যসনে ভৃত্যে কর্ম্মের নিয়োগে
মন্ত্রণায় মন্ত্রিগণে যোগিগণে যোগে॥
বুদ্ধিবল পরাক্রম বিপত্তি সময়।
পরীক্ষা লইলে পাবে সূক্ষ্ম পরিচয়॥
অতএব নীতিশাস্ত্র কর অধ্যয়ন।
অভ্যাসে জ্ঞানচক্ষু রহে উন্মীলন॥

মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, সুসন্ধি, সংগ্রাম।
রাজ নীতি হিতাহিত মর্ম্ম গুণ গ্রাম॥
নানা শাস্ত্র অনুসারে কহিব কুমার।
ক্রিয়া কর্ম্ম কর্ত্তা লয়্যা করিবা বিচার॥
গুরুর বচনে তুষ্ট নৃপতি নন্দন।
কহে দীন শুন মিত্রলাভ বিবরণ॥

মিত্রলাভ বিবরণ।

সংসার বিষম বিষ বৃক্ষে চমৎকার।
রসাল দ্বিফল ফলে সুস্বাদের সার॥
প্রথমতঃ প্রিয় বাক্য সুধা আস্বাদন।
দ্বিতীয় বান্ধব সঙ্গ প্রেম উদ্দীপন॥
বিশেষ শুনহ দুই ফলের মহিমা।
প্রেমিক নহিলে তার কে করিবে সীমা॥
প্রিয় বাক্যে যেমন অন্তর স্নিগ্ধ হয়।
সুশীতল জলে কভু সে প্রকার নয়॥
মুক্তাহার পরিধান চন্দন লেপনে।
শীতল না হয় অঙ্গ যেমন বচনে॥
অতএব প্রিয় বাক্য পীযূষ সমান।
অগ্রে পান করি পরে, পরে কর দান॥
দ্বিতীয় বান্ধব সঙ্গে যে সুখ উদয়।
বুঝিতে সে পারে যার প্রেমের হৃদয়॥
যেমন ক্ষুধাগ্নি নষ্ট করিলে
তেমত তিমিরে নাশে তপন
যেমত অনলে হয় [illegible]
তেমত বান্ধব সঙ্গ শো[illegible]
ক্ষিতি তলে কেহ
সম্পদে বিপদে

আদান প্রদান, ভয় এই নয় কালে।
মন মীন বদ্ধ হয় দৃঢ় প্রেম জালে॥
উভয় মনের যোগে সখ্যতা সঞ্চার।
কারণ বিশেষে হয় প্রণয় প্রচার॥
উত্তম মধ্যম আর প্রাকৃত নিয়মে।
পরস্পর সদাচার করে মনোরমে॥
প্রথম শুনহ ভাবে উত্তম লক্ষণ।
[illegible]ক্রমে উক্ত যাহা করে অন্বেষণ॥
[illegible] প্রেমির হয় সরল অন্তর।
[illegible]ত্তর হইলে না হয় মনান্তর॥
দেশকাল পাত্র কিছু না করে বিচার।
[illegible]নের প্রয়াসী প্রিয় সদা শুদ্ধাচার॥
স্থানান্তরে মিত্র স্থানে সতত গমন।
[illegible] দুঃখে সমভাগী হয় সেই জন॥
[illegible] নহে ক্ষুব্ধ নহে বাধে।
[illegible] মঙ্গল মাত্র ধ্যায়ে॥
[illegible] অভিমান করি বিসর্জন।
[illegible] উপার্জনে করে আকিঞ্চন॥
[illegible] বুঝি কর্ম্ম করে পর্য্য[illegible]।
[illegible] সঙ্গে রঙ্গে সহাস্য বদন॥
[illegible] করিলে মিত্র হিত করি মানে।
[illegible] নীরস কথা সরস বাখানে॥
[illegible] নিশি হয় রত মনে অভিলাষ।
[illegible] মিত্র স্থানে করে সে প্রকাশ॥
[illegible] জীবনাদি বান্ধবে প্রভায়।
[illegible]হেতু আকার ভেদ একাত্মা বর্ত্তয়॥
[illegible]মন, ভ্রমণ, কেলী, ভোজন, শয়ন।
[illegible], মন্ত্রণা, সুখ, ভাষণ, ভজন॥
এই দশকালে যার বিচ্ছেদ না হয়।
সেই সে উত্তম ভাব প্রেমিকেরা কয়॥

পরেতে মধ্যম ভাব করহ শ্রবণ।
মধ্যতে মধ্যম ভাব করয়ে গ্রহণ॥
কুল শীল কর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বিচার।
বান্ধব সহিতে করে তুল্য ব্যবহার॥
হিতে হিতকারী [illegible] পুরস্কার।
অহিতে খেদিত চিত্তে করে তিরস্কার॥
বিনা স্বার্থ শ্রেয়ঃ কর্ম্ম করি [illegible]।
আপনা প্রশংসা করে এই [illegible]॥
আর আর যত গুণ উত্তমের প্রায়।
ভজনে বিভিন্ন মত সে বিনয় দায়॥
অতঃপর প্রাকৃত ভাবের শুন সার।
প্রাকৃত জনের প্রেম না হয় সুসার॥
কুলে শীলে ধনে গুণে মানে অভিমানী।
সখ্যতা আচারে আপনারে শ্রেষ্ঠ জানি॥
আপনার স্বার্থ সহ্যে হইবে নিশ্চিত।
[illegible] সর্ব্বদা চেষ্টিত॥
বিশেষ প্রার্থনা করে আপন মঙ্গল।
না করে সখার কর্ম্ম হলে নিষ্ফল॥
কভু হিতাহিতে [illegible]হিত ব্যবহার।
কভু পুরস্কারে তিরস্কার চমৎকার॥
সকলি প্রকাশে প্রেম কপট বচন।
বিচ্ছেদ হইলে পুনঃ না হয় মিলন॥
এই তিন ভাবে হয় প্রেম উদ্দীপন।
যাহাতে বুঝিবা ভাব শুন সে কারণ॥
আনুরক্তি বিনা ভাব জানা নাহি যায়।
তাহার বিশেষ কহি বুঝ অভিপ্রায়॥
মৃদু কথা হেরি হয় সহাস্য বদন।
কিম্বা শুভাশুভ কর্ম্মে ঝটিতি মনন॥
কিম্বা অসাক্ষাতে নিত্য গুণের কীর্ত্তন।
দিবাস্বপ্ন দেখি মনে করয়ে স্মরণ॥

সেবাকারে সর্ব্বদা হইয়া অনুকূল।
প্রিয় বাক্যে দান আর নহেপ্রতিকূল॥
দোষেতে গুণের ব্যাখ্যা করে যেইজন।
তাহাতে প্রকাশে আনুরক্তের লক্ষণ॥
এসকল আর কতগুলা হয় মৌখিক।
সে বুঝে বিশেষ মর্ম্ম যে হয় প্রেমিক॥
আকার প্রকার বর্ণ গমন বচন।
চক্ষু মুখ বিকারেতে পাইবা লক্ষণ॥
সদসৎ মনুষ্য ইহাতে পরিচয়।
অবশ্য প্রকাশে ভাব নাহিক সংশয়॥
আনুরক্তি দৃশ্য ভাব ক্রমেতে বুঝিবা॥
পরেতে পরের সঙ্গে প্রণয় করিবা॥
অবশেষে সমাবেশ করহ কুমার।
চতুর্থ পরম বন্ধু শুন কি প্রকার॥
শান্ত দান্ত [illegible] যেই।
নিস্বার্থ বিপদে স্থান রক্ষা করে সেই॥
উৎসবে বিপদে রণে দুর্ভিক্ষ শ্মশানে।
উপদ্রপ রাজদ্বার এই সপ্ত স্থানে॥
না করিতে প্রার্থনা প্রকাশে উপকার।
কালাকাল পাত্রাপাত্র না করে বিচার॥
যথা সাধ্য করে কার্য্য বান্ধব [illegible]।
উৎসবে উৎসবী হয় সন্তাপে তাপিত॥
অতএব তাহার তুলনা দিব কায়।
প্রমাণ পায়েছে দীন গোবিন্দ কৃপায়॥
পরেতে খলের প্রেম জানিবা পৃথক।
বিশেষ প্রপঞ্চ তার কহিব কতেক॥
খলতা চাতুর্য্য ভঙ্গ যাহার আধার।
অর্ব্বাচীন অপ্রেমিকে করে ব্যবহার॥
সতের খলের প্রীতি বিস্তর অন্তর।
তাহার প্রমাণ কহি শুন প্রিয়বর॥
সুবর্ণ কলস সম সতের প্রণয়।
যাহাতে নাহিক ভগ্ন বিচ্ছেদের ভয়॥
খলের পীরিতি প্রায় মৃত্তিকা নির্ম্মিত।
পদে পদে ভগ্ন পুনঃ না হয় মিলিত॥
কচিৎ সতের প্রেম ভঙ্গ যদি হয়।
ভঙ্গহেতু স্বগুণে বিকার প্রাপ্ত নয়॥
মৃনাল ভঙ্গেতে তার আছয়ে প্রমাণ।
উভয় খণ্ডেতে গুণ যথা বর্ত্তমান॥
আত্মতত্ত্ব মিত্রলাভে হইয়া তৎপর।
রচিলা পুস্তক দীন জ্ঞানরত্নাকর॥

পুত্রাদি নির্ণয় করণ।

মিত্রলাভ উপাখ্যান করিয়া শ্রবণ।
পরপক্ষ রূপে কহে নৃপতি নন্দন॥
প্রথমে ঔরস পুত্র মিত্র বিবরণে।
কহিলা ঔরস শব্দ পুত্রে কি কারণে॥
ইতে বোধ ঔরস ব্যতীত পুত্র হয়।
বিশেষ পুত্রের অর্থ কহ মহাশয়॥
সিদ্ধান্ত করেন শুন নৃপতি কুমার।
শাস্ত্রমত পুত্র সংজ্ঞা দ্বাদশ প্রকার॥
যথা ক্রমে শুন নাম স্বরূপ লক্ষণ।
যেরূপ কহিলা স্মৃতি শাস্ত্রে মুনিগণ॥
ঔরস, পুত্রিকা পুত্র, ক্ষেত্রজ, গূঢ়জ
পৌনর্ভব, কানীন, দত্তক, সহোঢ়জ
দত্তাত্মা, কৃত্রিম, ক্রীত পুত্র, উপবিদ্ধ
ইত্যাদি দ্বাদশ পুত্র জানিবা প্রসিদ্ধ
ধর্ম্ম বিবাহিতা নারী হইতে যে সন্ত
ঔরস তাহার নাম বুঝ মতিমান

কামিনী লইয়া কাম কামনা পুরায়।
ক্রোধ হিংসাকারী তুচ্ছ অপরাধে পায়॥
পরধনে লোভী লোভ আছয়ে প্রধান।
বিষয়ানুরাগে মদমত্ত হত জ্ঞান॥
আপন বৈভব হেরি ক্ষিপ্ত সদামান।
অতএব এ পঞ্চে সতত সাবধান।
দমন উপায় কহি শুন অতঃপর।
যেরূপে হইবে বন্দি কামাদি তস্কর॥
রূপবতী পর নারী করি বিলোকন।
লাভ ভাব কটাক্ষে নাহিক দিবা মন॥
যদি মনে মত্ত করে কাম দুরাচার।
মাতৃনা করিবা বস্তু করিয়া বিচার॥
বান্ধবের পরিজন আপনা অধিক।
যেই করে ভেদ জ্ঞান তার মনে ধিক॥
বান্ধবের প্রেয়সী যদি পাইয়া নির্জ্জনে।
প্রেমালাপ করে ধনী সহাস্য বদনে॥
তাহে প্রত্যুত্তরে সুখী রাখিবা সতত।
অন্তরে মানিবা বন্ধু প্রিয়া মাতৃবৎ॥
তাহাতে যদ্যপি হয় মন বিচলিত।
অবশ্য সুহৃদভেদ হইবে ত্বরিত॥
অতএব মনেরে করিবা পরিচ্ছেদ।
কামে কি করিতে পারে বান্ধব বিচ্ছেদ॥
দ্বিতীয় বান্ধবে করে কর্ম্মে অপচয়।
কিম্বা ক্রোধান্বিত হৈয়া কটুকথা কয়॥
সুহৃদের তিরস্কার পুরস্কার মানি।
হাস্যমুখে ক্ষমা করে সেই মিত্রজ্ঞানী॥
যদ্যপি ক্রোধাগ্নি তাহে হয় বলবান।
প্রেমালয় দগ্ধ হয় জানিবা ধীমান॥
ক্ষমা অনুনয় মিত্রে নিয়ত করিবা।
সুহৃদ সহিত ক্রোধ দূরে পলাইবা॥

তৃতীয় বান্ধব ধনে না করিবা লোভ।
লোভেমানদণ্ডকষ্ট মনে জন্মে ক্ষোভ॥
লোভ ধর্ম্ম অলস কৃপণ মিথ্যাভাষী।
অনবধানস্থ মূঢ় কদর্য্য প্রয়াসী॥
শত্রুগণে অবজ্ঞা করয়ে সেই জন।
আপন গুণেতে পায় অশেষ যাতনা॥
অতএব লোভী না হইবা কদাচিৎ।
জানহ নৈরাশ্য সুখ মরণ বিহিত॥
যদি মিত্র ধন জন্যে লোভে লুব্ধ হয়।
ত্বরিতে পীরিতি নষ্ট নাহিক সংশয়॥
সন্তোষ প্রদানে লোভে শান্ত না করিবা।
লোভেতে বিচ্ছেদ ভয় কভু না রহিবা॥
চতুর্থ বিষয় মদ না করিবা পান।
দেখ মদে পদে পদে আছে অপমান॥
বিষম বিষয় মদে মত্ত যেই জন।
অনুনয় প্রেমালাপ করে বিস্মরণ॥
সদা অনুরাগে থাকে আপনারে ধন্য।
বিষয়ানুশীলনে ব্যতীত নহে অন্য॥
বান্ধবের সম্ভাষণে হয় বিপরীত।
মন নহে অন্যের করে অনুচিত॥
তাহাতে উপজে মান সুহৃদের মনে।
পরে প্রেম নষ্ট হয় এই সে কারণে॥
অতএব বিষয় মদ পান না করিবা।
সদা মনে পরোপকারী ভাবনা ভাবিবা॥
পঞ্চম মাৎসর্য্য মত্তে মত্ত যেই জন।
তৃণ তুল্য জগজ্জনে করে নিরীক্ষণ॥
রূপে গুণে ধনে জনে কুলে হয়্য মানী।
মাৎসর্য্য প্রকাশে আপনারে শ্রেষ্ঠ জানি॥
বিকট বদনে করে নানা মত গর্ব্ব।
ভাবে মনে কিসে করি সকলের খর্ব্ব॥

কার্য্য আশে অন্যসঙ্গে যে করে গমন।
তাহাতে মিলন যেই সংযোগ, লক্ষণ ॥
উভয় বলেতে পণ কার্য্যের কারণ।
পুরুষান্ত, সন্ধি তারে বলে বলিগণ ॥
উপকার বাঞ্ছা করি করে উপকার।
তাহাতে যে হয় সন্ধি সেই প্রতীকার ॥
অন্যের কর্ত্তৃক অর্থ সুলভ্য হইবে।
অন্যত স্থানেতে শত্রু যে পণ করিবে ॥
তাহাতে মিলন হৈলে অদৃষ্ট, লক্ষণ।
পরেতে আদৃষ্ট মর্ম্ম শুন বিচক্ষণ ॥
রিপুবলোত্ত্যক্ত হয়্যা রাজ্য করি পণ।
দুষ্ট জনেতে করে আদৃষ্টমিলন ॥
সসৈন্যে শত্রুর সঙ্গে যেহয় মিলন।
আত্মা দৃষ্ট, সেই প্রাণ রক্ষার কারণ ॥
সর্ব্বস্ব করিয়া দান যে করে প্রণয়।
উপগ্রহ সন্ধি সেই জানিবা নিশ্চয় ॥
আত্মপ্রাণ রমণী রক্ষাতে যেই জন।
সমস্ত কোষস্থ ধন করে বিতরণ ॥
অর্দ্ধ সৈন্য অর্দ্ধরাজ্য দিয়া করে প্রীতি।
তাহাকে জানিবা সন্ধি পরিক্রয় নীতি ॥
[illegible]াসন দান সঙ্গে যেই সন্ধি হয়।
উচ্ছিন্ন তাহার নাম করিলা নির্ণয় ॥
[illegible] শস্য যেই করিয়া যতন।
[illegible] স্বামী গৃহে দেয় করিয়া বহন ॥
উপকার হেতু তাহে যে হয় প্রণয়।
স্কন্ধ উপানয় সন্ধি নীতি শাস্ত্রে কয় ॥
[illegible] ভূরি ভূরি শস্য দান করে যেই।
[illegible]তার সঙ্গে প্রেম ক্রমে রাখে সেই ॥
[illegible] পর ভূষণ সন্ধির অনুষ্ঠান।
[illegible]াদি ষোড়শ সন্ধি জানিবা ধীমান ॥
কহে দীন ষোড়শ সন্ধিতে কিবা ফল।
আত্মা সহ সন্ধি কর সর্ব্বত্র মঙ্গল ॥

বিগ্রহ প্রকরণ।

বন্ধু আর বিগ্রহ এ দুই [illegible]।
বন্ধু হৈতে বিগ্রহ জানিবা গুরুতর ॥
বন্ধ্বাগ্নি কিঞ্চিৎ স্থান করে জ্বালাতন।
বিগ্রহ অনলে হয় সর্ব্বত্র দহন ॥
নৃপতির দুই কর্ম্ম শাস্ত্রের লিখন।
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন ॥
উভয় কর্ম্মেতে স্বর্গ কহে সুরগণ।
বিগ্রহে বিমুখ হৈলে [illegible]তে গমন ॥
বীরের বিগ্রহ মর্ম্ম শুনহ তনয়।
অনায়াসে হয় যাহে সংগ্রামে বিজয় ॥
শত্রু সঙ্গে সংগ্রামে হইলে উপস্থিত।
মন্ত্রী সহ মন্ত্রণা করিয়া যথোচিত ॥
অতএব মন্ত্রির লক্ষণ কহি শুন।
সর্ব্বকর্ম্মে বিচক্ষণ বুদ্ধিতে নিপুণ ॥
উপস্থিত বক্তা মর্ম্ম বুঝি করে কর্ম্ম।
দয়াদানশীল ধীর নিত্যাদি স্বধর্ম্ম ॥
মন্ত্রণায় [illegible] মন্ত্রী যে হইবে।
নৃপতিরে নিরপেক্ষ সতত রাখিবে ॥
এ সকল হয় যাহা মন্ত্রির ভূষণ।
অবশেষে কহি আর যে সব দূষণ ॥
নৃপ ধন সংগ্রাম, দ্রব্যের বিনিময়,।
উপরোধ, উপেক্ষা, বিস্মৃতি বুদ্ধিভ্রম
স্থূল বুদ্ধি, উপভোগ, উৎকোচ গ্রহণ,।
মিথ্যাবাক্য, প্রবঞ্চনা, ইত্যাদি দূষণ ॥

এমত মন্ত্রির পদ লইবা মন্ত্রণা ।
মন্ত্রণা পাই কেহ না পায় মন্ত্রণা ॥
তৎক্ষণে জিজ্ঞাসিলা নৃপতি নন্দন ।
মন্ত্রণা কাহাকে বলে কহ তপোধন ॥
ভাল ভাল বলি গুরু করিল উত্তর ।
মন্ত্রণার অর্থ শুন পুত্র গুণাকর ॥
উৎসাহ, মন্ত্রণা, আর প্রভাব, এ তিন ।
কর্ম্মের কারণ মাত্র বুদ্ধির অধীন ॥
এ তিন কারণে স্থির চতুর্থ লক্ষণ ।
সাম, দান, ভেদ, দণ্ড কহে বুধগণ ॥
ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট রূপে যাহা হয় স্থূল ।
মন্ত্রণা তাহার নাম কর্ম্মাদির মূল ॥
সেই সে মন্ত্রণা হয় পঞ্চম প্রকার ।
বিশেষ করিয়া কহি শুনহ কুমার ॥
প্রথমতঃ দেশ কাল পাত্র নিরূপণ ।
দ্বিতীয় যাহাতে হয় বৈরীর দমন ॥
পরে পুরুষার্থ আর যাহে কর্ম্ম সিদ্ধ ।
সম্পত্তি লক্ষণ পঞ্চ জানিবা প্রসিদ্ধ ॥
শুভাশুভ বিচারক একামাত্র মন ।
কর্ম্ম সিদ্ধ তৎক্ষণেও যে করে যতন ॥
সুমন্ত্রণা হইতে সুখ্যাতি অধিকল ।
কুমন্ত্রণা হইতে উপজয়ে হলাহল ॥
এ পঞ্চ মন্ত্রণা মাত্র কর্ম্মের উদ্যোগ ।
কর্ম্মারম্ভে হয় ছয় গুণের প্রয়োগ ॥
সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় ।
দ্বৈধীভাব আদি ছয় করিলা নির্ণয় ॥
পরস্পর মিলন হইলে সন্ধি কয় ।
বিগ্রহ রিপুর স্থানে জয় পরাজয় ॥
তাহাকে বলয়ে যান, সংগ্রামে গমন ।
সময় নিবৃত্ত কাল সেই সে আসন ॥
স্বপক্ষ রূপেতে পর পক্ষেতে প্রত্যয় ।
ইহাকে সংশ্রয়, গুরু বীরবর্গে কয় ॥
একের সহিত সন্ধি অন্য সঙ্গে রণ ।
দ্বৈধীভাব, সেই হয় বুঝ বিচক্ষণ ॥
ইত্যাদি গুণাদি ভাব মন্ত্রণা বিহিত ।
লোকেতে পাইবা যশ নহে বিপরীত ॥
ধনে মানে সম্মানে তুষিবা মন্ত্রিগণে ।
আপন সদৃশ করি রাখিবা সদনে ॥
নরপতি, দ্বিজ মন্ত্রী, কুলনারী, মেষ,
অলস পুরুষ, আর দন্ত, নখ কেশ, ॥
এই নয় যদি হয় ক্রমে স্থান ভ্রষ্ট ।
অনাদরে পায় কষ্ট সম্মান বিনষ্ট ॥
রাজাভ্রষ্ট হইলে পুনঃ রাজ্য লাভ হয় ।
মন্ত্রী ভ্রষ্ট হইলে মন্ত্রী লাভ সে সংশয় ॥
অতএব মন্ত্রির মন্ত্রণা বুঝি মনে ।
ইঙ্গিতে লিখিবা যুদ্ধ বাঞ্ছা সন্দীপনে ॥
অগ্রে বৈতালিক দিয়া বুঝিবা কারণ ।
এ কারণ কহি বৈতালিকের লক্ষণ ॥
গুণে গণ্য আনুরক্তি নির্ভয় অন্তর ।
বাসন রহিত বক্তা চতুর সুন্দর ॥
পর মর্ম্ম বক্তা অনুমানে করে কর্ম্ম ।
শান্ত শিষ্ট ভাষী শিষ্টনিষ্ঠাদি ধর্ম্ম ॥
হেন বৈতালিক হস্তে পত্র পাঠাইবে ।
যে বিপক্ষ পক্ষে নিরপেক্ষতা করিবে ॥
সন্ধি না করিয়া শত্রু যদি চাহে রণ ।
সৈন্য সহ সুসজ্জ হইবা তৎক্ষণ ॥
ভয়েরে করিবা ভয় মন্ত্রণা বিহিত ।
যে কাল পর্য্যন্ত ভয় নহে উপস্থিত ॥
আগত হইলে ভয় নির্ভয় হইবা ।
যতক্ষণ দেহে প্রাণ শক্তি প্রকাশিবা ॥

অথ রাজনীতি বিবরণ।

অতঃপর কহি শুন নৃপতি নন্দন।
রাজনীতি উপাখ্যান অপূর্ব্ব লক্ষণ॥
ভূপতির কর্ম্ম রাজ্যশাসন সংগ্রাম।
বিগ্রহ বর্ণিতে শুনিয়াছ গুণধাম॥
এক্ষণে সংক্ষেপে কহি আচার বিচার।
যে সকল কর্ম্ম হয় নৃপ অলঙ্কার॥
সিংহাসনে যখন নৃপতি সিবা বর।
দুই পার্শ্বে দুই মন্ত্রী থাকিবে রাজার।
সভার দক্ষিণ ভাগে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
স্বজন সজ্জন বামে হইবে শোভিত॥
সম্মুখে সামন্ত গণে করিবে আসন।
পশ্চাতে দণ্ডায় মান রবে ভৃত্য গণ॥
অমাত্য সুহৃদ, মন্ত্রী, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ,।
সৈন্য ভৃত্য প্রজা এই হইলে নির্দ্দোষ॥
পরস্পর উপকারী হয় এ সকল।
যতনে রাখিলে হয় সর্ব্বদা মঙ্গল॥
সুসেবিত রাজা আর কুকর্ম্ম আচারী।
জীর্ণান্ন পণ্ডিত পুত্র শাসিতা নারী॥
এ পঞ্চ বিকার প্রাপ্ত না হয় কখন।
যেহেতু তাবতে বর্ত্তে উত্তম লক্ষণ॥
সত্য শৌর্য্য দয়াবান রাজার ভূষণ।
কৃপণতা ভীরু মিথ্যা নির্দ্দয় দূষণ॥
বাক্যেতে পটুতা আর পরাক্রম রণে।
ঈশে অতিরুচি ভক্তি শাস্ত্রাদি শ্রবণে॥
দীন প্রতি দয়াবান সত্যেতে যতন।
আচার বিচার অষ্ট নৃপের লক্ষণ॥
নিদ্রা তন্দ্রা ভয় ক্রোধ হেতু শ্রেয়ঃকর্ম্মে।
শাস্ত্রালাপে অনাদর আলস্য স্বপনে।
কৃপণতা অসভ্যতা রিপু পরাধীন।
আত্ম প্রাণে কাতর কাতরে দয়াহীন॥
নারী সারী মদিরা মৃগয়া অভিমান।
পরদ্রোহী, পরধনে লালস প্রধান॥
বিনা অপরাধে দণ্ড নিষ্ঠুর বচন।
ইত্যাদি নিশ্চয় হয় রাজার দূষণ॥
অজ্ঞানেনা মন্ত্রী যদি যে রাজার হয়।
তার রাষ্ট্র ভ্রষ্ট হয় শাস্ত্রে স্পষ্ট কয়॥
কিন্তু যদি একা মন্ত্রী রহে দুরাচার।
ত্বরায় রাজ্যাদি ধন হয় ধ্বংস তার॥
নিয়োগী তস্কর শত্রু নৃপপক্ষ দুর্জ্জন।
এই পঞ্চ হইতে প্রজা করিবা রক্ষণ॥
পুত্রবৎ প্রজাগণে যতনে পালিবা।
প্রজার বৈভবে ঈর্ষা লোভ না করিবা॥
জীবন যৌবন রূপ, ধনাদি সম্পদ।
ঐশ্বর্য্য বান্ধব বাস জানে পাপ অঙ্গ॥
অতএব এই যত অস্থির জানিবে।
সত্য নিত্য ধনে সদা যতন করিবে॥
সভাসদে সর্ব্বদা তুষিবা নানা ধনে।
পুরস্কার ব্যবহার বিনয় বচনে॥
রাজার নাহিক তার বিদেশে সুহৃদ।
বিদ্বানে বিদেশে নাই সম্মান প্রভেদ॥
প্রিয়ভাষী জনের নাহিক কেহ পর।
অতএব প্রিয় বাক্য বলা নিরন্তর॥
যেরূপে বার্দ্ধক্য কাল রূপ করে নষ্ট।
অবিনয় সেরূপে সম্পত্তি করে ভ্রষ্ট॥
প্রিয়বাক্য সহিত করিবা সদা দান।
অহংকার রহিতো রাখিবা পরমান॥
ক্ষমাযুক্ত শূরত্ব সতত প্রকাশিবা।

ঘটতে হয় বিপরীত ॥
শুন গুণমণি, আদ্য যেই ধনী,
সদা সেবে যারে দাসে।
যথা সে বঞ্চয়, নিত্যসুখোদয়,
নিবাসে কিম্বা প্রবাসে ॥
নগর সাগর, কিবা দ্বিবান্তর,
কানন পর্ব্বতে সুখী।
ভোজ্যাদি ভাণ্ডারে, শয্যাদিক আগারে,
কোন দুঃখে নহে দুঃখি ॥
নানা ললনা, রূপসী অঙ্গনা,
প্রেয়সী যাহার সঙ্গে।
সদা সেই সুখী, কভু নহে দুঃখি,
ভাসয়ে প্রেম তরঙ্গে ॥
অতএব সার, জানিবে কুমার,
ধনির প্রবাস [illegible]।
অসুখ সংসার, [illegible] তাহার,
সদেতে [illegible] ॥
দ্বিতীয় বিদ্বান, পণ্ডিত [illegible],
কিম্বা [illegible] কর্ম্মাদিতে।
যথা তথা যায়, সমাদর পায়,
সর্ব্বত্রে হয় পূজিত ॥
কহিলেন ধীর, বিদ্বান শরীর
সুবর্ণে সৃজিলা বিধি।
মূল্য [illegible], ভয় সর্ব্বস্থান,
বিদ্বান পরম নিধি ॥
বিশিষ্ট সন্তান, মূর্খ হতজ্ঞান,
স্বস্থানে যে করে বাস।
হায় একি দায়, মূর্খবলি তায়,
লোকে করে উপহাস ॥
অতএব সার, প্রবাস তাহার,
যে জন বিদ্বান হয়।
নিজ বিদ্যাবলে, সুখী ক্ষিতিতলে
দুঃখ হেলে দুঃখি নয় ॥
তৃতীয় সুন্দর, রূপ গুণধর,
প্রবাস তার বিহিত।
হেরি যার রূপ, প্রেম রসকূপ,
উপজে মন মোহিত।
আহা মরি মরি, কিরূপ মাধুরী,
হেরি মোহিত লোক।
রঙ্গে তার সঙ্গ, প্রণয় প্রসঙ্গে,
বিস্মরণ করে শোক ॥
রূপ মদানল, করে সুশীতল,
সুখের নাহিক ওর।
চন্দ্রমা বদন, করি বিলোকন,
মোহিত মন চকোর ॥
যদি মাতা পিতা, [illegible],
ত্যজয়ে নিজ সন্তান ॥
হলে রূপবান, সর্ব্বত্রে সম্মান,
প্রত্যক্ষ দেখ প্রমাণ ॥
শুক্তির বর্জ্জিত, মুকুতা রঞ্জিত,
যদি কেহ তারে পায়।
করি আকুঞ্চন, [illegible],
হরষে পরে গলায় ॥
দ্বিতীয় প্রমাণ, দেখ বর্ত্তমান,
তরুণী নারী রূপবতী।
যথা তথা রয়, সদা সুখোদয়,
প্রেমে তোষে উপপতি ॥
চতুর্থ গায়ক, সঙ্গীত নায়ক,
তাহার শ্রেষ্ঠ প্রবাস।
শুনি সুধাগান, সুমধুর তান,

কি করে বাহু কঠিন ॥
অতএব আর, শুনহ কুমার,
ভাগ্যবানের লক্ষণ ।
বাস যোগ্যস্থান, স্বাধীন ধীমান,
যা কহিলা বুধগণ ॥
ব্রাহ্মণ বিদ্বান, বান্ধব ধীমান,
ধনী দাতা চিকিৎসক ।
স্বরক্তি সম্মান, নদী বলবান,
নরপতি বিচারক ॥
এই অষ্ট যথা, বাস যোগ্য তথা,
ভাগ্যবান সেই দেশ ।
যে করে বসতি, সুখ পায় অতি,
কখন না থাকে ক্লেশ ॥
সেইজন ধনী, জনক জননী,
পরম দেবতা জ্ঞানে ।
ভক্তির সহিত, পূজয়ে বিহিত,
ভরণপোষণ মানে ॥
সৌভাগ্য বিচারি, সদা আজ্ঞাকারী,
গুরুজন স্থানে রয় ।
শক্তি অনুসারে, সেবয়ে সবারে,
যাহে সৌভাগ্য উদয় ॥
জ্যেষ্ঠ সহোদর, পিতার সোসর,
জ্যেষ্ঠা ভগিনী মাতাসম ।
কনিষ্ঠ যাহারা, স্নেহপাত্র তারা,
কেহ নহে তরতম ॥
পুত্র কন্যাগণ, স্বরূপ জীবন,
অর্দ্ধাঙ্গ জানিয়া নারী ।
সকলে পালয়, সতত তোষয়,
সেই সে হয় সংসারী ॥
ধর্ম্ম অনুষ্ঠান, যাগ যজ্ঞদান,
অভ্যাগতাদি সেবন
অপরাধি জনে, ক্ষমাদেয় মনে,
দীনে দয়া বিতরণ ॥
বিশেষ সন্তান, বিনয়ী বিদ্বান,
আর সুশীলা সন্ততি ॥
নারী বশীভূতা, রূপগুণ যুতা,
পতিব্রতা সাধ্বী সতী ॥
অঋণী প্রবাসী, সত্যে অভিলাষী,
মিথ্যা না কহে কখন ।
সদা নিষ্ঠাচারী, শুভাদৃষ্ট তারি,
পরম সুখী সে জন ॥
পর নারী ধন, করি বিলোকন,
কভু না করে লালস ॥
লোভে মহাপাপ, ঘটে পরিতাপ,
রটে কুৎস অপযশ ॥
প্রেয়সীর সঙ্গ, অনঙ্গ প্রসঙ্গ,
রসরঙ্গ প্রেমালাপ ।
আদ্য রসেতায়, আছয়ে বিস্তার,
কেবল কাকু প্রলাপ ॥
একত্রে শুনহ, শত্রু মিত্র সহ,
সদা থাকা সাবধানে ।
হিংস্রকে সদয়, বৈরীকে সদায়,
মানিকে ভুলিবা মানে ॥
শত্রু উপকার, মিত্র অপকার,
দুই সমতুল্য হয় ।
এই অনিবার, করিবা বিচার,
শত্রু কভু মিত্র নয় ॥
বিষয়াদি মদ, আমদ প্রমদ,
সুধাসম করি জ্ঞান ।
থাকি সুখবাসে, মনের উল্লাসে,

নিয়মিত কর পান ॥
ঋষি মুনি যোগী, সংসারবিয়োগী,
বান প্রস্থ ব্রহ্মচারী।
দণ্ডী কি সন্ন্যাসী, এবে তীর্থবাসী,
পূর্ব্বে সকলে সংসারী॥
যেজন সংসারী, ধর্ম্ম কর্ম্মকারী,
ঐহিক স্বর্গ তাহার।
মোহাদি গোচরে, বিবেক অন্তরে,
আত্মতত্ত্বে মতি যার ॥
পুত্র কন্যা জায়া, মানিদেহচ্ছায়া,
ভ্রমে না কহে আপন ॥
অসার সংসার, সুসার তাহার,
যাহার সত্যে শরণ ॥
নৃত্যকী যেমন, নাচে সর্ব্বক্ষণ,
মস্তকে কলস ধরি।
করে নানা রঙ্গ, তাল নহে ভঙ্গ,
সতর্ক কলসোপরি ॥
তেমতি প্রকার, নির্ব্বাহ সংসার,
শমনে সতর্ক হও।
কামাদি দুর্জ্জন, করহ ছেদন,
গুরুমন্ত্র অসি লও ॥
এতেক আখ্যান, শুনিমতিমান,
মরমে পুলক কায়।
পূর্ব্বের বচন, করিয়া স্মরণ,
নিবেদয়ে গুরু পায়॥
কহিলা আপনে, সৃষ্টি প্রকরণে,
কারণের কার্য্য যথা।
বুঝিতে কারণ, করিলা বারণ,
বালক জানিয়া তথা ॥
এবে কহ সার, ব্রহ্ম কি প্রকার
কার্য্যের যেই কারণ।
সেই পরাৎপর, পরম ঈশ্বর,
কিরূপ তাঁর সাধন ॥
এতেক ভারতি, শুনি শুদ্ধমতি,
কহিয়া দিয়া সাধুবাদ।
যে তত্ত্ব কহিলা, ভাষায় রচিলা,
দীন করি অনুবাদ ॥

ইতি জ্ঞানরত্নাকরে ষষ্ঠরত্ন সমাপ্ত।

সপ্তম রত্নারম্ভ।

পরব্রহ্মের স্তব।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শ্রুতি স্মৃতি দরশন, ত্রৈলোক্যময়
নিরঞ্জন, ভূতগুণাতীত নিরাকার।
এবগু পুনান শক্তি, সর্ব্বভূতে
অনুরক্তি, কামাদি রহিত নির্ব্বিকার।
আদ্যন্ত দৃষ্টান্তহীন, নহেস্থূলনহেক্ষীণ,
কর্ম্ম জ্ঞানেন্দ্রিয় অগোচর ॥
অপ্রমিত শক্তিমান, সুব্যক্তসকল স্থান,
কার্য্যরূপে ব্যাপ্ত চরাচর ॥
সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল কর্ত্তা, বিশুদ্ধনিশ্চলহর্ত্তা,
স্বয়ং পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ।
অচিন্ত্য অসীমা উক্ত, অনন্তমহিমাযুক্ত,
সর্ব্ব সাক্ষী মান অবিনাশ॥
সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনা
শূন্য, নিরাশ্রয়ে সকলি আশ্রয় ॥
জগৎ প্রত্যক্ষ হয়, আত্মরূপ বিশ্বময়,
নির্গুণে বর্ত্তয়ে গুণত্রয় ॥

অথ শঙ্করাচার্য্যের কৃত সাধন এবং দণ্ডিদিগের বিশেষ বৃত্তান্ত।

রাজতরঙ্গিনী আর শঙ্কর বিজয়।
ভক্তমাল আদি গ্রন্থে করিল নির্ণয়॥
সপ্ত শত সত্তরী শকের অনুমান।
শঙ্করাচার্য্যের জন্ম জানিবা প্রমাণ॥
দাক্ষিণাত্যে মলয়বর দেশে দ্বিজবংশে।
জন্মিল শঙ্করাচার্য্য ঈশ্বরের অংশে॥
অষ্টম বৎসরে উপনয়ন হইল।
পরে তাঁর বেদাভ্যাসে প্রবৃত্তি জন্মিল॥
শ্রুতি স্মৃতি দরশন পুরাণ যতেক।
আগম নিগম তন্ত্র জানিল কতেক॥
পড়িয়া তাবৎশাস্ত্র এই কৈলা সার।
জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাহি ভক্তি [illegible]॥
প্রকাশিতে সনাতন ধর্ম্ম কুতূহলে।
দিগ্বিদিক বিজয়ী হইল জ্ঞানবলে॥
ভ্রম অন্ধকারে বহু আছিল নাস্তিক।
পরাজয় মানি পরে হইলা আস্তিক॥
শৈবআদি বহু পৌত্তলিক পায়্যা জ্ঞান।
ব্রহ্ম উপাসনা করি হইলা নির্ব্বাণ॥
জ্ঞানামৃত পানে সবে হরিষ অন্তর।
জানিলা শঙ্করাচার্য্য সাক্ষাৎ শঙ্কর॥
এইরূপে নানা দেশে জ্ঞান প্রকাশিল।
সর্ব্বত্র সত্যের কেতু চিহ্নিত হইল॥
ব্রহ্মজ্ঞান সাধনে যে হইবে অশক্ত।
স্বরূপ কল্পনা করিবেক সেই ভক্ত॥
এ কারণে শিষ্যগণে করিলা আরতি।
উপদেশ দেহ সবে দেখি রতি মতি॥

অতএব শিষ্যের শুনহ পর তত্ত্ব।
নানা সম্প্রদায়ি দণ্ডি পরম মহত্ত্ব॥
প্রথমত চারি শিষ্য ব্রহ্ম উপাসক।
পদ্ম পাদ, হস্তামলক, মণ্ডন, তোটক।
এই চারি হইতে হইল শিষ্য দশ মত
তীর্থ, আশ্রম, বন, আরণ্য, গিরি, পর্ব্বত
সরস্বতী, সাগর, ভারতী, পুরী, দশ।
উপদেশ ক্রমেতে [illegible]॥
অতএব দণ্ডীর বিশেষ লক্ষণ।
[illegible] কহিল কত কহিব এখন॥
বহির্ব্বাস কৌপীন বিভূতি বিভূষণ।
দণ্ড চিহ্ন [illegible] সর্ব্বক্ষণ॥
তত্ত্বমসি [illegible] যেই।
নানাতীর্থ পর্য্যটন করে তীর্থ সেই॥
এতেক শুনিয়া কহে সুপাত্র সুজন।
কত প্রকার শুনি এবে তীর্থ সে কেমন॥
সিদ্ধান্ত করেন শুন [illegible]।
তৃতীয় প্রকার তীর্থ এই সে প্রমাণ।
জঙ্গম, মানস, আর স্থাবর এ তিন।
যাহা পর্য্যটনে সাধু ভ্রমে চির দিন॥
নির্ম্মল অন্তর ধর্ম্ম কর্ম্মেতে তৎপর।
সর্ব্ব হিতকারী সত্যবাদী জ্ঞানিবর॥
ব্রাহ্মণ লক্ষণাক্রান্ত যার বাক্য-নীরে।
পাপ ক্লেদ ধৌত হয় পাপির শরীরে॥
সেই সে জঙ্গম তীর্থ শিবের বচন।
মানসতীর্থের মর্ম্ম করহ শ্রবণ॥
শৌচ, সত্য, ক্ষমা, শম, দমাদি সহায়।
সর্ব্বভূতে দয়াদান সারল্য নির্ভয়॥
ব্রহ্মচর্য্য, মিষ্ট বাক্য, পুণ্য, আত্মজ্ঞান,
চিত্ত শুদ্ধি লয়্যা মানসতীর্থের বাখান।

আচার্য্য আদেশ পায়্যা উপশিষ্যগণ।
নানামত উপাসনা করিল স্থাপন ॥
শ্রীবটুকনাথ হৈতে শৈব উপাসন।
ত্রিপুর কুমার কৈলা শাক্তের সাধন ॥
দিবাকর আচার্য্য হৈতে হৈল সৌর [illegible]।
গিরিজা আচার্য্য করিলেন গাণপত্য ॥
লক্ষ্মণ আচার্য্য হৈতে বৈষ্ণবের [illegible]।
নানা রূপ উপাসনা নানা মত [illegible] ॥
পুনঃ অভিনব মত হইল প্রচার।
শৈবের কিঞ্চিৎ কহি শুনিবা কুমার ॥
শিবের ভৈরব মূর্ত্তি অষ্টমত হয়।
অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ চতুষ্টয় ॥
উন্মত্ত, কাপালী, আর ভীষণ সংহার।
এই অষ্টরূপ যথা কহে তন্ত্রসার ॥
ভৈরব অর্চ্চনা করে কাপালিক যেই।
তার মধ্যে দুইমত প্রকাশিলা এই ॥
আদ্য সম্প্রদায়ী ধরে স্ফাটিকের মালা।
জটাভার শিরে বহির্ব্বাস মৃগছালা ॥
ইচ্ছাবিত্ত বহু নারী করয়ে সম্ভোগ।
কর্ম্মহীন কেবল ভৈরব মাত্র যোগ ॥
[illegible] পরব্রহ্ম পরম [illegible]।
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় যাহাতে উৎপাদন ॥
অন্য দেবদেবী কিছু না করে ভাবন ॥
ভৈরব পরম বস্তু এই সে ভজন ॥
অন্য সম্প্রদায়ী চিতা ভস্ম ধরে অঙ্গে।
কটিতে কৌপীন ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরে রঙ্গে ॥
কপালে কজ্জল রেখা শিরে জটাজাল।
মুণ্ডমালা গলে আর করে নৃকপাল ॥
ভীষণ বেশেতে সেই ভৈরবে ধ্যান।
আত্মতত্ত্ব কৌমুদিতে আছয়ে প্রমাণ ॥
পঞ্চম মকার লয়্যা যাহার সাধন।
বীর মধ্যে মহাবীর হয় সেই জন ॥
আর আর সপ্তরূপ উপাসক যত।
তা সবার শৈবভাব পূর্ব্বকাল মত ॥
যদ্যপি তাহাতে কিছু তরতম হয়।
বিস্তার না করি শুদ্ধ বাহুল্যের ভয় ॥
বিশেষ হইল এক কনফট যোগী।
ক্রোধাসক্ত মদমত্ত সুখভুক্ত ভোগী ॥
কটিতে কৌপীন বহির্ব্বাস আচ্ছাদন।
রুদ্রাক্ষ স্ফটিক ভস্ম অঙ্গের ভূষণ ॥
প্রস্তর কুণ্ডল কর্ণে মস্তক মুণ্ডন।
পঞ্চম মকারে করে শিবের সাধন ॥
বিশেষ বিষয়ী মত্ত ধনের প্রয়াস।
রাজ ব্যবহারে এক স্থানে করে বাস ॥
এইরূপে শৈব দল ক্রমে বৃদ্ধি হয়।
শাক্ত সৌর গাণপত্য পূর্ব্বাচারে কয় ॥
বিষ্ণুর সাধনে তবে লক্ষ্মণ আচার্য্য।
নানা রূপ উপাসনা করিলেন ধার্য্য ॥
সংক্ষেপে তাহার তত্ত্ব কহি অতঃপর।
রচিলা পুস্তক দীন জ্ঞান রত্নাকর ॥

চতুর্থ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের বিবরণ।

চারি সম্প্রদায়ী হয় বৈষ্ণব গণন।
একাদি রূপেতে ভাব করহ গ্রহণ ॥
রামানুজ, নিমাওত, বিষ্ণু স্বামী আর।
মাধব আচার্য্য লয়্যা জানিবা কুমার ॥
রামানন্দ স্বামী হৈতে রামাওত তত্ত্ব।

কৃষ্ণ প্রেমাবেশে রাধা সংতৃপ্তা যেমন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য রস না হৈত তেমন ॥
মরমে পাইয়া ব্যথা ভাবিতেন মনে।
রাধিকা সদৃশ সুখ পাইব কেমনে ॥
পূর্ণশক্তি স্বরূপা রাধিকা প্রেমেশ্বরী।
পূর্ণশক্তিমান আমি অনুমান করি ॥
দুই অঙ্গ মিলিয়া হইব এক অঙ্গ।
প্রেমসুখ আস্বাদিব করি নানা রঙ্গ ॥
রাধারূপ ভাবি মনে হইলা গৌরাঙ্গ।
নবদ্বীপে অবতীর্ণ লয়া সাঙ্গোপাঙ্গ ॥
জগন্নাথ মিশ্র, নন্দ রায় ব্রজপতি।
যশোদা, হইলা শচী সতী ভাগ্যবতী।
আপনি হইলা কৃষ্ণ, চৈতন্য গোসাঁই
বলরাম, নিত্যানন্দ এই দুই ভাই ॥
শ্রীগোপেশ্বরের, অংশ অদ্বৈত আচার্য্য।
প্রতিজ্ঞা করিয়া যেবা সাধিলেন কার্য্য ॥
শ্রীদাম, শ্রীঅভিরাম গোসাঁই প্রধান।
সুদাম, সুন্দরানন্দ জানিবা প্রমাণ ॥
বসুদাম, ধনঞ্জয় পরম পণ্ডিত।
[illegible]বাহু, [illegible] শ্রীকমলাকর প্রতিষ্ঠিত ॥
স্তোক কৃষ্ণ, শ্রীউদ্ধারণ দত্ত মহাশয়।
[illegible]বল ঠাকুর, শ্রীপুরুষোত্তম দয়াময় ॥
অর্জুন, পরমেশ্বরী দাস সুপণ্ডিত।
[illegible] ঠাকুর, হৈলা [illegible] বিদিত ॥
[illegible]রে নাম [illegible] পরিচয়।
মধু মঙ্গল, [illegible]
আদি দ্বাদশ [illegible]
গদাধর পণ্ডিত, শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী।
[illegible] গোসাঁই, তিঁহ অনঙ্গ মঞ্জরী ॥

বিশাখা, আপনি হৈলা রামানন্দ রায়
নিত্য সেবা পায় যেই প্রভুর কৃপায় ॥
বসু রামানন্দ, সে চম্পকলতা ধনী।
রঙ্গ দেবী, শ্রীগোবিন্দ ঘোষ গুণমণী ॥
বাসু ঘোষ, সুদেবী, মাধব ঘোষ আর।
তুঙ্গ বিদ্যা সখী, তিঁহ নায়িকার সার ॥
ইন্দুরেখা, আপনি গোবিন্দানন্দ রায়।
সুচিত্রা, সে শিবানন্দ সেন অভিপ্রায় ॥
এই অষ্ট সখী লয়া রাধা ঠাকুরাণী।
গোস্বামী, বৈষ্ণব, হৈলা কৃষ্ণমর্ম্ম জানি।
প্রেমভক্তি প্রকাশিতে হৈলা অবতার।
হরিনাম দিয়া ধন্য করিলা সংসার ॥
কহে দীন প্রেমাবেশে বাড়ে [illegible] সুখ।
বৃন্দাবনে বৃন্দা হৈলা এই [illegible] দুঃখ ॥

সাধ্যসাধন ভাব বিবরণ।

অতঃপর কহি [illegible] সাধ্য সাধন।
যাহা হৈতে [illegible] প্রেম হয় উদ্দীপন ॥
শান্ত, স[illegible] দাস্য, আর বাৎসল্য, মধুর।
[illegible] ভাবে লীলা করিলা প্রচুর ॥
ব্রজে [illegible] মাধুর্য্য রসেতে হয়্যা মত্ত।
[illegible]রে বিস্তারিল কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্ব ॥
[illegible] প্রকৃতি কৃষ্ণ পুরুষ প্রধান।
[illegible] রসেতে সুখ করে অনুমান ॥
[illegible] বিরহে যেন প্রলাপ বিস্তর।
[illegible] হইয়া থাকিতেন নিরন্তর ॥
[illegible] সর্ব্বোত্তম হইল প্রচার।
[illegible] তার কিছু শুনহ কুমার ॥

শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ী যত ভক্ত গণ।
শুদ্ধ সখীভাবে কৃষ্ণ করেন ভজন॥
স্ত্রীবেশ হইয়া এক সখী নাম ধরে।
ভাব, হাব, হেলা, আদি কতভাবকরে॥
কৃষ্ণের বিরহে প্রেমে হয় কত দশা।
মরমে প্রকাশে প্রেম কৃষ্ণ পাবে আশা॥
শ্রীকৃষ্ণ পরম স্বামী নায়িকা রঞ্জন।
রাধিকার প্রাণপ্রিয় মদনমোহন॥
নিকুঞ্জে যুগল রূপে হইবে বিহার।
সহচরী হয়্যা সেবা করিব দুঁহার॥
প্রকৃতির ভাব কিবা সহজে প্রকৃতি।
রাধাকৃষ্ণ পতি সেবা শ্রীমতী আকৃতি॥
পুরুষ হইয়া করে নারী ব্যবহার।
বেশ ভূষা পরিচ্ছদ ভাব চমৎকার॥
রূপভঙ্গি, গতি, মতি, কৃষ্ণসোহাগিনী।
কৃষ্ণপ্রাণ, মন কৃষ্ণপ্রেম বিলাসিনী॥
মনে অনুমানে মাসে মাসে ফুলফুটে।
ভাবিলে ভাবুক জনে কত ভাব উঠে॥
অতি গুহ্য ভাব এই ভক্তের লক্ষণ।
বিপথী না শুনে মাত্র আছয়ে বারণ॥
ইত্যাদি শ্রবণে যুবরাজ হরষিত।
রচিলা পুস্তক কৃষ্ণ চৈতন্য চরিত।

অবস্থান্তর প্রাপ্তি প্রকরণ।

অবশেষে ভক্তি যোগ করহ শ্রবণ।
পঞ্চবিধ রস ভক্ত করে আস্বাদন॥
শান্ত, দাস্য, সখ্য, আরবাৎসল্যমাধুর্য্য।
মাধুর্য্য যে রস সেই সবাকার পূজ্য॥
পুরাকালে সনকাদি যোগেন্দ্র যতেক।
শান্ত রসে উপাসনা করিলা কতেক॥
সাধারণ ভক্ত সবে দাস্যভাবে রত।
সখ্যভাবে ভীমার্জ্জুন রসেতে অনুগত॥
নন্দ, যশোদার,ভাব বাৎসল্য সেরস।
শ্রীমতী মাধুর্য্য রসে কৃষ্ণে কৈলা বশ॥
সেই রস আস্বাদিয়া আপনি চৈতন্য।
প্রেমভক্তি দিয়া জীবে করিলেন ধন্য॥
প্রেমভক্তি পরায়ণ ভক্তজন যেই।
চতুর্ব্বিধ মুক্তিবাঞ্ছা করে মাত্র সেই॥
সালোক্য,সামিপ্য,সাষ্টি,সারূপ্যএচারি।
সাযুজ্য,না লয় ভক্ত মনেতে বিচারি॥
সালোক্য, যে মুক্তিসেইলোকেকরেবাস।
সামিপ্য,সমীপে থাকা জানিবা নির্ব্বাস॥
সাষ্টি, পরিচর্য্যা রূপে যেবা সেবা করে।
সারূপ্য, সে মুক্তি হয় স্বরূপ যে ধরে॥
সাযুজ্য, পরম ব্রহ্মে যেবা লয় হয়।
জ্ঞানিগণে বাঞ্ছাকরে ভক্তে নাহি লয়॥

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকারস্য বাক্যং।

সালোক্য,সামিপ্য,সাষ্টি,সারূপ্যপ্রকার। চারিমুক্তি দিয়া করেন জীবের নিস্তার। ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তির তাহা নাহি গতি। বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তাসবার স্থিতি॥ শুনহ বৈষ্ণব গণ না কর সংশয়। নরক বাঞ্ছয়েভক্ত সাযুজ্যনালয়॥ অদ্যাবধি নিত্যানন্দ অদ্বৈত সন্তান।

অন্যান্য মহত্ত বংশ আছে কত মান ॥
কোন কোন যুবা গোস্বামির কিবাগুণ।
প্রেমভক্তি বিতরণে হয়েন নিপুণ ॥
অবিদ্যা বা সবিদ্যাবা গুরু পদতত্ত্ব।
গুরু প্রতি ভক্তি যেই পরম মহত্ত্ব ॥
নির্জনে যুবতী শিষ্যে দেনউপদেশ।
গুরু ব্রহ্ম গুরু কৃষ্ণ জানিবা বিশেষ ॥
এই স্থান বৃন্দাবন কর অনুমান।
আপনি রাধিকা তুমিন ভাবিও আন॥
জিনি কৃষ্ণ তিনি পতি,পতি পতিনয়।
জিনি কৃষ্ণ তিনি গুরু নাহিক সংশয়॥
গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট হবেন তোমার।
অতএব মনে বুঝি করহ বিচার ॥
ইহার অধিক নাহি সুসাধ্য সাধন।
অচিরাতে পাবে সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
পুরুষ শিষ্যকে কন তুমি নারীরূপ।
পুরুষ প্রধান কৃষ্ণ জানিবা স্বরূপ ॥
অমুকী সখীর নামে তব সিদ্ধ নাম।
সখীভাবে কৃষ্ণ সঙ্গে পূর্ণকর কাম ॥
প্রকৃতির সঙ্গ না করিবা কদাচন।
আপনি প্রকৃতি তুমি ভাব মনে মন॥

তথাহি চৈতন্য চরিতামৃতে
অন্তখণ্ডে দ্বিতীয় পরিচ্ছে-
দে মহাপ্রভু বাক্যং।

প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি স-
ম্ভাষণ। প্রভু কহেন তারমুখ
না হেরি কখন ॥ পরম পাতকী
সেই ভক্ত কভু নয়। প্রকৃতির
অঙ্গ সঙ্গ যে জন করয় ॥
ইত্যাদি কহিনু যত বৈষ্ণব লক্ষণ।
বুঝিয়া সাধনা কর যাহা লয় মন ॥
এত শুনি নৃপাঙ্গজ অস্থির অন্তর।
কহে দীন কর্ত্তাভজা শুন অতঃপর॥

অথ কর্ত্তাভজা সাধন বিবরণ॥

যোলশত যোল শকে ফাল্গুন মাস।
তার আদ্য ভৃগুবার জানিবা নির্যাস॥
উলাগ্রামী মহাদেব বারুই স্বনেত্রে।
অজ্ঞাত বালক দেখে স্বীয় পর্ণক্ষেত্রে॥
অষ্টম বর্ষের শিশু লয়্যা গেলা ঘরে।
পুত্রবৎ বারবর্ষ সুপালন করে ॥
তথা হৈতে প্রস্থান করিয়া সে সন্তান
গন্ধবণিকের বাসে কৈলা অবস্থান ॥
দেড়বর্ষ থাকি তথা গেলা পূর্ব্বদেশে।
তথা দেড়বর্ষ রৈলা মনের উল্লাসে ॥
পরে নানা বিধস্থান করি অতিক্রম।
সাতাইস বৎসর হইল বয়ক্রম ॥
কটিতে কৌপীন গলে খিরকা ধারণ।
সোণার শরীরে শোভেকাঁথা আচ্ছাদন
বেজরা গ্রামেতে যবে কৈলা আগমন।
হটু ঘোষ প্রভৃতি মিলিল বহুজন ॥
আউলে চাঁদ বলিনাম হইল প্রকাশ।
ইচ্ছামত কত দিন তথা কৈলা বাস ॥
ক্রমেতে বাইশ জন শিষ্য হৈল তাঁর।

একাদি করিয়া নাম শুনহ কুমার ॥
হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, রামশরণ পাল।
লক্ষ্মীকান্ত, নিত্যানন্দ, খেলারাম নাগ ॥
কৃষ্ণদাস, হরিদাস, নয়ন, শঙ্কর।
বিষ্ণুদাস, ভীম রায়, কিনু, মনোহর ॥
নিধিরাম, শিশুরাম, আনন্দ, নিতাই।
শ্যামচাঁদ, পাঁচুমুচি, গোবিন্দ, কানাই ॥
ইত্যাদি ইতরজাতি শিষ্য নিজগণ।
তার মধ্যে রামশরণ পাল বিচক্ষণ ॥
সদ্গোপ কুলেতে জন্ম কৃষক প্রধান।
আউলেচাঁদ বিনা যেই না জানে আন ॥
সকলে জানিল ইনি ঈশ্বর সাকার।
মানব দেহেতে আসি হৈলা অবতার ॥
নীলাচলে যে গৌরাঙ্গ হৈলা অন্তর্হিত।
সেই প্রভু রূপান্তরে হৈলা উপস্থিত ॥
কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র, আউলেচন্দ্র, তিন।
তিনে এক একে তিন প্রভেদ বিহীন ॥
শ্রীকৃষ্ণের যেমন সহস্র নাম হয়।
সেইরূপে আউলেচাঁদ নানা নামময় ॥
কেহ কহে আউলেচাঁদ আউলে ব্রহ্মচারী।
আউলে কাঙ্গালী কেহ কহিলা বিচারি ॥
আউলে ঠাকুর সিদ্ধপুরুষ প্রধান।
কেহ কহে সাঁইগোঁসাই, জানিবা প্রমাণ ॥
মহাদেব দিল তাঁর পূর্ণচন্দ্র নাম।
ঈশ্বর জানিয়া সেবা করে অবিশ্রাম ॥
হিন্দু কি জবন, আদি শিষ্য হৈল তাঁর।
কত লীলা কৈলা প্রভু অতি চমৎকার ॥
অন্ধেরে নয়ন দিলা বধিরে শ্রবণ।
পঙ্গুকে দিলেন পদ দরিদ্রকে ধন ॥
মৃৎপিণ্ড স্বর্ণ কৈলা মৃতকে সজীব।
পরম দয়ালু প্রভু আশুতোষ শিব ॥
অপুত্রকে পুত্রদান কুষ্ঠিকে সুঅঙ্গ।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু কৈলা নানারঙ্গ ॥
পঙ্গতে বসিয়া সবে একত্রে ভোজন।
শাক্তের শ্রীচক্র মত সবে এক মন ॥
অভেদ কেবল পঞ্চ মকার বর্জ্জিত।
আর সব ব্যবহার করে যথোচিত ॥
এইরূপে আউলেচাঁদ মত প্রকাশিলা।
অভিনব ধর্ম্ম বলি অনেকে জানিলা ॥
ষোলশত একানই শক পরিমাণ।
বোয়ালে গ্রামেতে প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান।
রামশরণ পাল আদি শিষ্য সর্ব্বজন।
প্রভুর বিরহানলে হইলা দাহন ॥
তথা তাঁর দেহ লয়্যা সমাধি দিলা।
পরে দেহ লৈয়া পরারিগ্রামে আইলা ॥
সব সমাধিস্থ করি ব্যাকুল অন্তর।
ক্রমে ক্রমে গেলা সবে যার যেই ঘর ॥
ঘোষপাড়া আইলেন রামশরণ পাল।
প্রকাশিলা সেই ধর্ম্ম নূতন রসাল ॥
কেহ বলে আউলেচাঁদ ত্যজি দেহবেশ।
পালজীর দেহে আসি করিলা প্রবেশ ॥
পরে তেঁহ হইলেন পরম ঠাকুর।
কর্ত্তা নামে বিখ্যাত হইলা দূরাদূর ॥
ক্রমে কত ভদ্রাভদ্র শূদ্র কি ব্রাহ্মণ।
ঠাকুরের শ্রীচরণে লইল শরণ।
প্রথম শিষ্যকে দেন সংক্ষেপেতে মন্ত্র।
গুরু সত্য এই বাক্য মিছা মিছি তন্ত্র ॥
যখন শিষ্যের মন শুদ্ধসত্ত্ব পান।
তবে এই ষোলআনা মন্ত্র দেন দান ॥

যথা ষোলআনা মন্ত্র।

কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার সুখে চলি ফিরি, তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু,॥

এই মন্ত্র প্রকারান্তর হয়

কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, তোমার সুখে চলি বলি, যা বলাও তাই বলি, খাওয়াও তাই খাই, তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ নই, গুরু সত্য বিপদ মিথ্যা, গুরুসত্য বিপদ মিথ্যা, গুরু সত্য বিপদ মিথ্যা।

পরে শিষ্যকে কহিয়া দিয়া থাকেন।

অন্য কোন মন্ত্র নেকরিসনা করিসনা॥
এই মন্ত্র কার কাছে বলিসনা বলিসনা।
পরে শিষ্যগণ প্রতি দেন উপদেশ।
দশ কর্ম্ম নিষেধ জানিবা সবিশেষ॥
কায় কর্ম্ম তিন তার শুনহ লক্ষণ।
পরস্ত্রী গমন, পর দ্রব্যাদি হরণ॥
পর হত্যা করণ, ইত্যাদি লয়্যা তিন।
সাবধান এ কর্ম্ম না কোরোকোন দিন॥
তিন মন কর্ম্ম হয় কহি শুন সার।
একাদি করিয়া মনে করিবা বিচার॥
পরস্ত্রী গমনে পর দ্রব্যাদি হরণে।
ইচ্ছা না করিবা পরহত্যাদি করণে॥
অতঃপর কহি শুন চারি বাক্য কর্ম্ম।
বিশেষ রূপেতে তার মনে বুঝ মর্ম্ম॥
মিথ্যা, কটু, অনর্থক, প্রলাপ, ভাষণা।
কভু না কহিবা মুখে থাকিতে জীবনা॥
যদ্যপি সে আউলেচাঁদপ্রকাশিলাধর্ম্ম।
বুঝিলে ইঁহাতে ছিল সবিশেষ মর্ম্ম॥
অদ্যাবধি সেই মত আছে প্রচলিত।
স্বধর্ম্ম ত্যজিয়া করে চিত্তে বিপরীত॥
গাহ স্থ অনেকের ব্যভিচার কর্ম্ম।
মিথ্যা, লোভ সহকারে পালয়ে সেধর্ম্ম।
কর্ত্তা তিন যেই গুরু সেই মহাশয়।
বরাতি শিষ্যের নাম এই পরিচয়॥
গুরুকে সর্ব্বস্ব দান করা সুবিহিত।
গুরু সত্য বলা নিত্য মনের সহিত॥
এইরূপে শিষ্যগণ দলবদ্ধ হয়া।
কৌশল করয়ে কত কর্ত্তা ভজাইয়া।
দেখাইব ইষ্টদেব না রবে আপদ
রোগ শোক নারহিবে বাড়িবে সম্পদ।
ভুলায়ে অবোধ লোকে লয় নানা ধন।
পরেতে কর্ত্তার পাটে করে সমর্পণ।
তাহাতে তাহার লাভ আছয়ে বিশেষ।
বসিয়া কর্ত্তার লাভ সুখের অশেষ।
দীয়তাং ভোজ্যতাং দান নিয়মিত।
প্রতি শুক্রবারে হয় ভজন সঙ্গীত।

যথা গীত।

নরবেশ করো ধারী, প্রভু আ—
অটল প্রেমের অধিকারী। এ সু—
ব্রজের নামটি বংশিধারী, নব দ্বী—
গৌরহরি, এবে কর্ত্তা ছে কলি—

জাউলে ডাক্কায় করে জারি। দয়-
বেশ দরদি বটে, যথন্ যাচাও তাই
ঘটে, তবে মিছা পূজা ঘটে পটে,
দেখ সেরূপ নেহার করি ॥

এরূপ ভাবের গীত গায় বহুতর।
ভাবেতে ভাবুকে দশা লাগয়ে সত্বর ॥
কেহ হারাইয়া জ্ঞান হয় অচেতন।
কেহ প্রেমাবেশে কত করয়ে রোদন ॥
কেহ বা চিৎকার করে কেহবা হুঙ্কার।
কেবা উন্মাদ হয় প্রলাপ বিকার ॥
এ [illegible] সকলে সমানভাবে জানে।
জাতিকুল ভেদ নাহি ভজনের স্থানে।
ইত্যাদি কহিনু কর্ত্তাভজা প্রকরণ।
[illegible] সাধনা কর যদি চাহে মন ॥
চৈতন্য সম্প্রদায়ী কর্ত্তাভজা আর।
[illegible] অল্পকালে দুই হইল প্রচার।
কেহবা করয়ে মান্য কেহ নাহি করে।
[illegible] বঙ্গ দেশী দুই লোকপরম্পরে ॥
এতেক শুনিয়া কহে রাজার তনয়।
অতিশয় সংশয় জন্মিল মহাশয় ॥
একে একে বুঝিলাম তাবতের মর্ম্ম।
[illegible] শুনি সেই সনাতন ধর্ম্ম ॥
ইত্যাদি বচনে গুরু হরিষ অন্তর।
রচিল পুস্তক দীন জ্ঞানরত্নাকর ॥

অথ তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠান।

যাহা হৈতে এই বিশ্ব জন্মে পরে পরে।
জন্মিয়া যাহার ইচ্ছামত স্থিতি করে ॥
পরেতে যাহাতে বিশ্ব ক্রমে পায় লয়।
লয় হয়্যা যাহে রহে চিদানন্দ ময় ॥
সেই সে পরম ব্রহ্ম পরম কারণ।
ত্রিলোক নিয়ন্তা বিজ্ঞ জনের জীবন ॥
তেঁহ পরমাত্মা হন রসের স্বরূপ।
পীযুষ সদৃশ সেই রস অপরূপ ॥
যে সুধা পানেতে জ্ঞানী সদানন্দ ময়।
সেই সুধা কর পান নরপতি তনয় ॥
কেবা এ শরীর চেষ্টা কখন করিত।
কেবা এ শরীর লয়্যা জীবিত থাকিত ॥
কেবা এ জগৎকার্য্য হেরিত নয়নে।
কেবা সে মধুর স্বর শুনিত শ্রবণে ॥
কেবা সে সুগন্ধ ঘ্রাণ লইত নাসায়।
কেবা সে সুস্বাদ রস পাইত জিহ্বায় ॥
কেবা সে ত্বকের বলে করিত গ্রহণ।
কোথায় থাকিত কামআদি রিপুগণ ॥
কোথা ছিল মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার।
কার সঙ্গে হৈত এই জীবের সঞ্চার ॥
কি কারণে পঞ্চভূত হইত গণনা।
কি কারণে জ্ঞানেন্দ্রিয় হইত যোজনা ॥
কিবা হেতু জীব সুখ দুঃখভোগ করে।
পৃথক পৃথক রূপ নানা নাম ধরে ॥
পরমাত্মা সঙ্গে হয় জগৎ প্রকাশ।
নতুবা জানিবা মিথ্যা সকলি আকাশ ॥
অতএব পরমাত্মা সবাকার মূল।
যে না করে আত্মচিন্তা তার বড় ভুল ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল লইয়া তিন পুর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি যত সুরাসুর ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর রক্ষ দানব মানব।
পশু পক্ষী সর্প মীন পতঙ্গাদি সব ॥

জলচর ভূচর খেচর যত আছে।
একা পরমাত্মা দেখ সবাকার কাছে ॥
পরমাত্মা সত্ত্বায় সকলে সচেতন।
কালেতে হইবে নাশ সহ ত্রিভুবন ॥
যেপর্য্যন্ত দেহেতে আত্মার হয় বাস।
পরমাত্মা চিন্তা কর নিশ্বাস প্রশ্বাস ॥
এতেক শুনিয়া কহে নৃপতি নন্দন।
কৃপাকরি কর গুরু সন্দেহ ভঞ্জন ॥
পরমাত্মা, আত্মা, এক কিম্বা দুই হয়।
জীবাত্মা লইয়া তিন কেহ কেহ কয় ॥
তিনেতেই এক কিম্বা একেতেই তিন।
বিশেষ করিয়া মর্ম্ম কহিবা প্রবীণ ॥
সাবধানে শুন পুত্র স্থির করি মন।
বেদান্তে করিলা এই আত্ম নিরূপণ ॥
সেই পরব্রহ্ম নিরঞ্জন নিরাকার।
সেই পরমাত্মা এক তুল্য নাহি যাঁর।
যে হয় জ্যোতিরজ্যোতিঃ অখিল কারণ।
সেই নিত্য অবিনাশী সত্য সনাতন ॥
সেই পরমাত্মা প্রতিবিম্ব আত্মা হয়।
তাহার প্রমাণ এই জানিবা নিশ্চয় ॥
এক রবি নিম্নে রাখি শত জলপাত্র।
পাত্রে পাত্রে রবিপ্রতিবিম্বপাবেমাত্র ॥
জলপাত্র নাশে প্রতি বিম্ব হয় নাশ।
জ্যোতিতেমিশায়জ্যোতিজানিবা নির্ব্বাস
পরমাত্মা প্রতি বিম্ব আত্মা জীবে বাস।
যাহার সত্ত্বায় হয় চৈতন্য প্রকাশ ॥
দেহ ভঙ্গ হইলে আত্মার নাহি লয়।
সুখ দুঃখভোগাভোগআত্মাতে নাহয় ॥
জীবাত্মা পৃথক কিন্তু আত্মা সহবাস।
পঞ্চভূত সহকারে দেহেতে প্রকাশ ॥
মায়া অনুগত ষড় রিপুর আধার।
যার সঙ্গে মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার ॥
দেহ ভঙ্গে অন্য দেহে বাস করে যেই।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ফল ভোগী সেই।
যুক্তি অনুসারে যারেজীবসংজ্ঞা কয়।
পাপ পুণ্য সুখ দুঃখভোগী সেই হয় ॥
লোকান্তরে ভোগাভোগ আছয়েযাহার
তাহাকে জীবাত্মা বলিজানিবা কুমার
জীবের শরীর বৃক্ষ শাখোপরি তার।
নানাজাতি ফল ফলে সুস্বাদের সার
সেই বৃক্ষে দুই পক্ষী বিহারে নির্দ্ধারে
কিন্তু অন্য সঙ্গ কভু নহে পরস্পরে ॥
এক পক্ষী সুখে ফল করয়ে ভোজন।
আর পক্ষী সদানন্দে করে নিরীক্ষণ
যে পক্ষী না খায় সে অমৃত সুখ পায়
সে পক্ষী সে ফল খায় নানাভোগতায়
সঙ্কেতে কহিনু মাত্র তত্ত্ব দুহাকার
মন মধ্যে বুঝ পুত্র করিয়া বিচার।
এতেক শ্রবণে কহে নরেন্দ্র নন্দন
বুঝিলে বুঝিতে নারি সঙ্কেত বচন
অতএব গুরু তব পদে পরিহার
কহিবা নিগূঢ় তত্ত্ব করিয়া বিস্তার।
কিরূপে হইবে সেই আত্মতত্ত্বে মতি
কিরূপে খণ্ডিবে মম মনের দুর্গতি
কেমনে হইবে নাশ, অজ্ঞান অন্ধকার
জ্ঞানইন্দু প্রকাশিবে হৃদয়ে আমার ॥
মায়া পাশ কাটিয়া কেমনে মুক্তি
তুমি গুরু ভিন্ন অন্য জ্ঞানদাতা নাই
ইত্যাদি শ্রবণে গুরু পুলক অন্তর
রচিল পুস্তক দীন জ্ঞানরত্নাকর

ইতি জ্ঞানরত্নাকরে সপ্তমরত্ন সমাপ্ত॥

অষ্টম রত্নারম্ভ।

অথ রাজপুত্রের বিদ্যা পরীক্ষার সভাবর্ণন।

রাজকুমার এবম্প্রকার অধ্যয়ন করতঃ যৌবরাজ্যাভিষিক্ত হইয়া যুবরাজ নামে বিখ্যাত হইলেন। আচার্য্য সুদেব সিদ্ধান্ত ও সুপাত্র পাত্র এবং সুমিত্র মন্ত্রী, নৃপনন্দনের এতাবৎ বিদ্যায় পারদর্শিতা ও নিপুণতা বিশেষ বিবেচনা করিয়া, যুবরাজের প্রতি প্রীতি পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। বরং সুপাত্র চরিতার্থরূপে কোন সময়ানুসারে, রাজাধিরাজ সন্নিধানে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক আবেদন করিলেন। হে ভূপতি সম্প্রতি আমারদিগের যুবরাজ, শাস্ত্র বিদ্যায় কৃত-বিদ্য হইয়াছেন, যদ্যপি অনুমতি করেন তবে আচার্য্য সহিত সভাগত হইয়া বিদ্যা পরীক্ষা প্রদানে কৃতকার্য্য হয়েন। নৃপতি এই ভারতী শ্রবণ করিয়া অতিহৃষ্ট মনে প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, হে প্রাণবল্লভ সুপাত্র তুমি অদ্য আমাকে কি সুমঙ্গল সমাচার শুনাইলে। আমি যৎকালীন আপন অবস্থা, এবং সন্তানের বিষয় ব্যবস্থা, বিবেচনা করিয়া অশেষ চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইয়া ছিলাম, তৎকালীন তুমি স্বীয় বুদ্ধি প্রবাহে অকূলে শকূলার্থ মন্ত্রণ রূপ যে পোত প্রদান করিয়াছিলা, এইক্ষণে সে মন্ত্রণা সফল হইল। অতএব তোমার মন্ত্রণাকেই ধন্য, এবং জ্ঞানাচার্য্য যিনি অল্পকাল সময়ে স্পর্শ মণির ন্যায়, লৌহদণ্ডকে সুবর্ণ, অর্থাৎ অবোধ অজ্ঞান বালককে শাস্ত্র বিদ্যায় কৃত-বিদ্য করিয়াছেন, তাঁহাকেও ধন্য বাদ করি। মন্ত্রী কহিলেন মহারাজ! এ সকলি আপনকার পুণ্য প্রতাপ, এবং চন্দ্রবংশের গুণ মাত্র; যেহেতু পদ্মরাগ মণি আকরে কদাচ কাচের জন্ম হয় না। তদনন্তর ভূপতি সাতিশয় কৌতুহল চিত্তে, স্বীয় প্রশংসা সূচক বাক্য কহিতে লাগিলেন। হে সভাগণ আমার আজি কি শুভদিন এবং শুভাদৃষ্ট, আমার হৃদিকোশে রত্নাহ্লাদ রাখিবার স্থানাভাব হইতেছে। যেহেতু পুরাকালে কুরুকুল তিলক নয়নরত্ন বিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র, স্বীয়পুত্র দুর্য্যোধন প্রভৃতি শস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষা বিষয়ে বিনা অবলোকনে কেবল লোচন বিভূষিত পুরুষদিগের বাচনিক, পুত্রগণের কৃত-

বিদ্যা সুন্দরের বার্ত্তা শ্রবণ মাত্রেই, আনন্দ সাগরে ভাসমান হইয়াছি-লেম। আমার অদৃষ্ট ক্রমে স্বচক্ষে পুত্রমুখচন্দ্রঅবলোকন পূর্ব্বক, তন্নি-গলিত সুধা আস্বাদনে তৃষিত নয়ন চকোরদ্বয় সংতৃপ্ত করিব, এবং অবি-রত পুত্রমুখারবিন্দ নিঃসৃত বিমল মধুরস শাস্ত্রালাপ শ্রবণে মধুকর শ্র-বণ দ্বয় পরিতোষিত করিব। কি-মধিকং।

ইত্যাদি বচনানন্তর মন্ত্রির প্রতি আদেশ করিলেন। যে যুবরাজের বিদ্যা পরীক্ষা জন্য স-ভাকর ভৃত্যেরা সত্বর হইয়া মনোহর শোভা বিশিষ্ট সভা বিরচিত করে। এবং অশ্বাবধি চতুরঙ্গিনী সৈন্য সা-মন্ত অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জীভূত হইয়া, শ্রেণী পূর্ব্বক দণ্ডায়মান ব্যূহ করত যুদ্ধ শিক্ষা প্রকাশ করে। গোল-ন্দাজ সকলে নানচন্দ্রবান কামান অবিরত শব্দায়মান করত, চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত লোকদিগকে শুভসংবাদ বি-জ্ঞাত করে। বাদ্যকর সকলে নানা জাতীয় বাদ্যোদ্যম দ্বারা, নগরবাসী লোক সকলের কোলাহল তরঙ্গকে নিবর্ত্তন করে। এবং অবিরত ন-র্ত্তক নর্ত্তকীরা নানা গীতস্বরে, রাজকু-মারের যশঃকীর্ত্তন করিতে থাকে। বারি সেচক ভৃত্যেরা বারি যন্ত্রের জলমোচন করিয়া, নগরস্থ পথ সমূ-হের ধূলি নিবারণ করে। যামিনী যোগে প্রতি আলয়ে নানাবিধ আ-লোকাধার প্রদীপ্ত করত, প্রজাগ-ণেরা সদাসর্ব্বদা রসরঙ্গে কেলি করেন ইন্দ্র জালিক গুণিগণেরা নানা প্রকা-র সুচারু আশ্চর্য্য ক্রিয়া, প্রদর্শন ক-রাইয়া দর্শকদিগকে বিমোহিত করে। এবং নবীনা ললনা বারাঙ্গনা নর্ত্তকী সকলে সুশোভিতা হইয়া, নৃত্যগী-তানুসারে সভাস্থ গণের মনোরঞ্জন করিতে থাকে। পসারিগণের আ-পন আপন বিপণি মিষ্টান্নে পরি-পূরিত রাখিয়া, আপণাভিমুখ জন-গণে বিনা বিনিময়ে ভক্ষ্যাদি প্রদানে প্রযত্ন করে। এবং ধনাধ্যক্ষ ভৃ-ত্যেরা বিদেশস্থ সমাগত যাচকদি-গের মনোভিলষিত ধনাদি প্রদানে কৃপণতা না করে। এবং বিবিধ অধ্যাপক ব্রাহ্মণ সকল সজ্জন, বন্ধু-বান্ধব ধনী গুণী মানী প্রজাবর্গে স-ভাস্থ হইয়া শোভা বিশিষ্ট হয়েন। জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা শুভদিন লগ্ন নির্ণয় করিয়া, সময়োচিত মঙ্গলাচার করিতে থাকে। এবং পরিচারিকা দ্বারা অন্তঃপুরে সমাচার করাও যে মহারাণী পাটেশ্বরী, নগরস্থ পুরস্ত্রী ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া প্রভৃতি কুলকামিনী সহচরী সহিত সুসজ্জীভূত হইয়া, স-ভাস্থ মঞ্চোপরি উপবেশন পূর্ব্বক মনোভিলাষ পূর্ণ করেন। তদনন্তর

সভা বিরচিত হইলে জ্যোতির্ব্বিৎ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য পঞ্জিকা হস্তে আস্তে ব্যস্তে সভাস্থ হইয়া মহারাজাধীরাজের জয় হউক, জয় হউক ধ্বনি করত নিবেদন করিল। হে ভূপতে সম্প্রতি পঞ্জিকা শ্রবণ করুন। অচিন্ত্যোব্যক্ত রূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে। সমস্ত জগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রাহ্মণে নমঃ॥ অদ্য শুভদিন, কল্য হইবেক কুম্ভরাশির পঞ্চদশ দিবস রবিবার পূর্ণিমা তিথি, পুষ্য নক্ষত্র সিদ্ধি যোগ, বালব করণ, ইহারা দীর্ঘকাল ভোগবান আছেন, চন্দ্রতারা শুদ্ধ গুরুর দশা। অতি শুভ দিন বিদ্যারম্ভ, বিদ্যা পরীক্ষা, রাজ্যাভিষিক্ত করণ, কামিনীযোগে রাজনীতি গান্ধর্ব বিবাহ শুভ, স্নানদানে অক্ষয় স্বর্গভোগ, এমন দিন আর হয় না। নবগ্রহ সুপ্রসন্নো অস্তু।

নৃপনন্দনের বিদ্যা পরীক্ষা এবং বিবাহের সূচনা।

তৎপরে রাজাধিরাজ সুপাত্র পাত্র সহিত পরামর্শালয়ে গমন পূর্ব্বক, মন্ত্রিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে সখে! আগত দিন অতি পবিত্র আমার মানস এই যে, এক যোগে কর্ম্মদ্বয় সমাধান করি, প্রথমতঃ যুবরাজের বিদ্যা পরীক্ষা লওন, দ্বিতীয়তঃ তোমার রূপবতী গুণবতী শ্রীমতী কামিনীর সহিত রাজকুমারের শুভ বিবাহ নির্ব্বাহ করন। ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি? মন্ত্রী নৃপতির মুখারবিন্দ বিগলিত মকরন্দ সম সান্ত্বনা বাক্য শ্রবণানুসারে, অঙ্গ কদম্ব কুসুমাকার রোমাঞ্চিত হইয়া প্রফুল্ল চিত্তে গদগদ ভাবে ভাসমান হইলেন। হে সাম্রাজ্যাধিপতি, একি সৌভাগ্যের কথা আজ্ঞা করিতেছেন। আমার যশঃকীর্ত্তি পতাকা কি সত্রাটে স্পষ্টরূপে রাষ্ট্র করিবার জন্য উড্ডীয়মান করিবেন। যথা মম কন্যা কামিনী রাজসিংহাসনোপরি, যুবরাজ চক্রবর্ত্তী বামে রূপে সুশোভিতা হইবেক। সেই মনোহর যুগল কান্তি, বিলোকন পুরঃসরে যুগল নয়নকে চরিতার্থ করিব। এবং তদগর্ভজাত নৃপনন্দনের নিকর কর নিঃসৃত তর্পণোদক, মম তৃষিত পিতৃলোকেরা প্রাপ্ত্যানুসারে সংতৃপ্ত হইবেন।

বিধাতা তোমার অলৌকিক নির্ব্বন্ধই সত্য, এবং মহারাজার অনুগ্রহই ধন্য॥ কিয়ৎক্ষণ পরে ইত্যাদি শুভ সংবাদ অন্তঃপুরে কি নগরে প্রতি ঘরে ঘরে জনরব হইয়া উঠিল। এমত প্রকরণে রাজকুমার কামিনীযোগে নির্জ্জনে

অন্তঃপুর বাসিনী সুধাভাষিণী প্রেমা নাম্নী কোন সহচরীকে প্রেমাবেশে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রিয়সখী! তুমি কি স্বচক্ষে বিলোকন করিয়াছ, কিম্বা স্বকর্ণে কি শ্রবণ করিয়াছ যে সুগাত্র মন্ত্রী তনয়া কামিনী কি রূপ অপরূপ রূপবতী এবং অসামান্যা গুণবতী। তখন প্রিয়ভাষিণী সখী যুবরাজের মনোভাব অনুভব করিয়া গললগ্নী কৃতাঞ্জলা হইয়া বর্ণনা করিতে লাগিল।

কামিনীর রূপ বর্ণনা।

কি কব রূপের ছটা শুন অনুরূপে।
কামের কামিনী হারে কামিনীর রূপে॥
কি শোভা তিমির চন্দ্র একত্রে উদয়।
কেশ পাশ তিমির মুখেন্দু সুধাময়॥
ভালে ভ্রূ ভঙ্গুলে শিখণ্ডক সুললিত।
তার কোলে সিঁথি সোহে মুকুতা রঞ্জিত॥
যুগল শ্রবণ কান্তি কি তার তুলনা।
মকর কুণ্ডলে ঢাকা বেণী ফণী ফণা॥
লোকে বলে হর ধনুঃ ভঙ্গ হয়ে ছিল।
বুঝি বিধি তাহা আনি ভ্রূছলে রাখিল॥
ডুবিল কুরঙ্গ শিশু মুখেন্দু সুধায়।
সুগাত্র তন্নমাত্র নেত্র দেখা যায়॥
বদন মণ্ডল কিবা বাঁকা নিরমল।
নাসা পরকাশে কত করেছে উজ্জ্বল॥
কেহ কহে তিল ফুল নাসিকা বলনী।
না পাই তুলনা তার চাহিয়া অবনী॥
বিম্ব ফল প্রবাল প্রমাণ ওষ্ঠাধর।
রূপের তুলনা বটে গুণে ভাবান্তর॥
ফল তিক্ত কষায়ন কঠিন প্রবাল।
কামিনী লোহিত ওষ্ঠ কোমল রসাল॥
হীরকের হার যিনি দন্তপাতি তার।
মৃদুভাষে প্রকাশে বিনাশে অন্ধকার॥
তার মাঝে মাঝে শোভে মঞ্জনের রেখা।
বুঝি সেই কামিনীর পরিচয় লেখা॥
গ্রীবা গলদেশ কভু দেখা নাহি যায়।
মণিময় অভরণে ঢাকিয়াছে প্রায়॥
শিশু করী কর যিনি বাহু সুললিত।
যতনে ধরেছে কর কমল লোহিত॥
কুচের তুলনা নানা কবিগণে কয়।
কেহ কহে কদম্ব কুসুম সম হয়॥
কেহ কহে যুগল দাড়িম্ব সুশোভন।
কেহ কহে কনক কলস সুগঠন॥
কেহ কহে করী কুম্ভ তুল্য পয়োধর।
কেহ কহে কর্পূরের বিম্ব মনোহর॥
কমল কলিকা তুল্য দিলা নানা কবি।
সে তুলা না হয় তুলা রূপে গুণে ছবি॥
গগনে হয় হেন তুলনা উচিত।
প্রফুল্ল কমল যথা নিশিতে মুদিত॥
কৃশোদরী ক্ষীণ কটিদেশ হেরি হরি।
সকাইল বনে লাজে কটি দৃষ্টি করি॥
রোমা নহে নাভী পদ্ম অভ্যন্তে প্রচার।
মৃণাল ভেদিত চিহ্ন নাভী মাত্র তার॥
মুখপদ্ম কুচপদ্ম নাভীপদ্ম আর।
করপাদ পদ্ম হয়া পদ্মিনী আকার॥
গুরু নিতম্বের ভার ভরেতে অলস॥

মরাল চলন শিক্ষে না হয় সাহস॥
মাতঙ্গিনী গণ্ড জিনি নিতম্ব বলন।
এক মুণ্ডে দুই শুণ্ড জানু সুশোভন॥
কোকনদ বলিয়া চরণ ধরিয়াছে।
থমকে চমকে কিশলয় লাজে পাছে।
মৃদু মন্দগতি অতি পীযূষ ভাষিণী।
সুশীলা সরলা খলা প্রেম বিধায়িনী॥
যদি কভু সাধে অঙ্গে পরে অলঙ্কার।
সুবর্ণ বিবর্ণ হয় লাবণ্যে তাহার॥
রূপের তুলনা দিতে নাহি চাহে মন।
চপলা চঞ্চলা হৈল হেরি সে বরণ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর হইল বয়ঃক্রম।
ষোড়শী সদৃশ ভাব লোকে লাগে ভ্রম॥
কেহ কহে মেনে কামরতি বিরহিণী।
বুঝি ছলে ক্ষিতিতলে আইল কামিনী॥
কামের সদৃশ রূপ কুমারের জানি।
সাধিবে মনের সাধ হেন অনুমানি॥
গুণের কি কব কথা সকলেতে কয়।
শাস্ত্র শিল্প সঙ্গীতে পণ্ডিতা অতিশয়॥
যেমন কুমার তুমি কামিনী তেমন।
ঘটিবে আমার কথা ঘটিবে যখন॥
এত শুনি কুমারের প্রফুল্ল অন্তর।
কহে, দীন দেখা যাবে আগামী বাসর॥

যুবরাজের বিদ্যা পরীক্ষা।

পরদিন নিরূপিত সময়ে নরপতি সুসজ্জীভূত হইয়া, সভাজন সহিত সভা প্রবেশ পূর্ব্বক, সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন। সুপাত্র পাত্র ও সুমিত্র মন্ত্রিদ্বয়ে পার্শ্ববর্ত্তী সুখাসনে আসীন হইলেন, সভাসদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বন্ধু বান্ধব স্বজন সজ্জন ও নগরস্থ গণ্য মান্য প্রজামণ্ডলী সভা মণ্ডপে উপবেশন করিলেন। ভাগ্যবতী রত্নাবতী রাজনন্দিনী পুরস্থ নগরস্থ কুলকামিনী সহচরী পরিচারিকা সুচারু বদনা বিচিত্র বসনা রত্নে বিভূষণা সঙ্গে রঙ্গে লইয়া নিয়োজিত মঞ্চোপরি যথোপযুক্ত আসনে কৃতাসনা হইয়া, রাজকুমারের সমাগত পথাভিমুখে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঋত্বিক ব্রাহ্মণেরা বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক ভূপতি প্রতি আশীর্ব্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন, ভট্ট বৈতালিক জয় পতাকা হস্তে সভাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, দেব দ্বিজের স্তুতি পাঠ করতঃ নৃপতি কুলের যশঃকীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সভাস্থ লোক সমূহের কৌতূহল ধ্বনিতে সভামণ্ডল তরঙ্গোত্থিত মহাসমুদ্র তুল্য আন্দোলায়মান হইতেছে এবং চতুঃপার্শ্ব হইতে নবীনা ললনা সুচারু বদনা কুরঙ্গীনয়না বারাঙ্গনা মঙ্গলাচার উলুলুধ্বনি পূর্ব্বক, অবিরত নানাবিধ গন্ধপুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। এমত সময়ে শুক্ল কেশ শুক্ল বেশ আচার্য্য সুদেব সিদ্ধান্ত, মদন-নিন্দিত কুমার গঞ্জিত রত্ন বিভূষিত শ্রীমান রাজ-

কুমার ও তৎ সমবয়স্য বালকগণ সঙ্গে সভা প্রবেশ করিলেন। যে-মন পূর্ব্বে শস্ত্রগুরু-দ্রোণাচার্য্য শস্ত্র বিদ্যা পরীক্ষার্থ, কুরুপাণ্ডব বালকগণ সমভিব্যাহারে, রঙ্গ ভূমিতে সমাগম করিয়াছিলেন। আচার্য্য সিদ্ধান্ত শ্রুতি পাঠ করতঃ ভূপতি প্রতি ভূয়ো ভূয় আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বীয় আসনে কৃতাসন হইলেন, রাজকুমার ও সভাস্থ ব্রাহ্মণ এবং পিতৃব্যগণে যথা সম্ভব সম্বোধন পূর্ব্বক আচার্য্য সন্নিধানে দ্বিতীয় সুখাসনে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইলেন, বালক সকলে তারারূপে শোভিত হইল। তখন ভূপাল আচার্য্যকে প্রণাম ও পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করতঃ অভ্যর্থনা করিলেন, কুমারজননী রাজমহিষী মাতৃস্নেহে পুত্র মুখারবিন্দ বিলোকন করিয়া অপার আনন্দাশ্রু বেলাবৎ ধাবিত করিলেন এবং গদ্গদ ভাষে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন হে পুত্র! জীবন্ত তনয়! কৃতবিদ্যারূপে দীর্ঘায়ু হও, ব্রাহ্মণীসকলেও স্বস্তি স্বস্তি বলিলেন। তৎপরে আচার্য্যের ইঙ্গিতানুসারে রাজকুমার প্রথম রত্নাবধি সপ্তম রত্ন পর্য্যন্ত যে সকল বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে বিস্তার রূপে পরিচয় দিলেন॥ সভাসদ বর্গে নৃপনন্দনের বিদ্যায় পারগতা ও নিপুণতা বিবেচনা করিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া নৃপতি প্রতি ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। ভূপতি আপনাকে চরিতার্থ জানিয়া, অগণ্য রত্নাদি দানে আচার্য্যের পুরস্কার করিলেন। চতুর্দ্দিকস্থ জন সমূহের ধন্যবাদ ও কুতূহল ধ্বনিতে শ্রবণেন্দ্রিয় বধির প্রায় হইল। এবং সভার অত্যাশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শনে দর্শনেন্দ্রিয় স্পন্দ বিহীন হইয়া রহিল।

যুবরাজের শুভ বিবাহ।

এবম্প্রকার আনন্দোৎসব করতঃ দিবাবসান হইল। আহা! কিবা পরমেশ্বরের অলৌকিক আশ্চর্য্য কৌশল। যখন রাজা দিবাধিপতি প্রভাকর, নিজ যায়া ছায়া সহ দিবারাজ্যত্যাগ করিয়া, রজনী রাজ্য আক্রমণ করিলেন। যখন দ্বৈদীপ্য জম্বুদ্বীপস্থ সমস্ত প্রজাপক্ষে, নৃপ শূন্য রাজ্য অনিবার্য্য বিরহে একেবারে তিমিরাবৃত হইল। যখন গম্ভীর নির্ম্মল সলিল নিবাসিনী বিরহিণী কুলকামিনী নলিনী প্রিয় বিরহানলে, উত্তাপিতা হইয়া ক্রমে প্রমুদিত হইল। যখন অনুকূল চক্রবাক প্রতিকূল রূপে, একাকী প্রিয়া চক্রবাকী অকূল বিরহ নদীকূলে, রাখিয়া একা বিপরীত কূলে

গমন করিল। তখন নিশাধিপতি সুধাকর নক্ষত্র সপ্তবিংশতি মহিষী সংহতি শূন্য সিংহাসনে সানন্দে উপবেশন করিলেন। গগন বিহারী কুজাদি গ্রহ সকলে নিযোজিত স্থানে সভাসদ রূপে, সুশোভিত হইলেন। তখন অগণ্য তারাগণে অখণ্ড গগন মণ্ডলে, সৈন্য সামন্ত রূপে প্রমোদিত হইল। ধূমকেতু কৌতূহলে রাশিচক্র দুর্গম দুর্গোপরি, বিচিত্র বিজয়ী পতাকা স্বরূপ উড্ডীয়মান হইল। এবং সুধাকরের সুস্নিগ্ধ রূপ কিরণাবলি দেদীপ্যমান হইয়া, ভুবনস্থ সমস্ত তিমিররাশিকে বিনষ্ট করিল। কিবা রজনী। যথা স্বজন সজনী চন্দ্রকিরণোজ্জ্বলায় সম্মোহিত হইয়া, পরস্পরা প্রেমালাপ করিতেছে। ক্ষুধিত তৃষিত চকোর চকোরী উল্লাসে আকাশাভিমুখ উড্ডীয়মান হইয়া, সুধাকরের নিঃসৃত বিগলিত বিমল সুধাপানে পরিতোষিত হইতেছে। কিবা মনোহর সরোবর সলিলে কতশত কহ্লার কোকনদ কুমুদিনী, প্রিয়মুখাবলোকনে প্রফুল্ল বদনে, মন্দ মন্দ তরল তরঙ্গ হিল্লোলে হেলায় নৃত্য করিতেছে। কিবা ঘনপ্রিয় পাপিহা বিরহানলে সন্তাপিত হইয়া, অত্যুচ্চ বকুলোপরি প্রিয়সম্বোধনে, ক্রমাগত সপ্তস্বরে প্রিয় প্রিয় সুমধুর ধ্বনি করিতেছে। কিবা কোকিলকুল কলরব হুঙ্কার ঝঙ্কারবে, মুহুর্মুহুঃ কুহু কুহু সুললিত শব্দ করতঃ মদন মাদন হইতেছে। কিবা মাধবী লবঙ্গলতা নব মল্লিকার সৌরভামোদিত মৃদুমন্দ মলয় মারুত, প্রবাহে বিরহ বিরহিণী জনমন বিচলিত করিতেছে। কিবা সুখ শর্ব্বরী। যথা সারি সারি শুকশারী অশোক শাখোপরি, আসীন পুরঃসরে অপূর্ব্ব মধুস্বরে, ঋতুরাজ বসন্তের যশ গান করিতেছে। যথা ফুলধনুঃ প্রফুল্ল বদনে ফুলশরাসনে, মদন মাদন শোষণ স্তম্ভন মোহনাদি বাণ, অনুসন্ধান করতঃ প্রেম কুরঙ্গ কুরঙ্গীগণে বিদ্ধ করিতেছেন। এমত সময় নৃপতি সুপাত্র মন্ত্রী প্রতি প্রীতি পূর্ব্বক কহিলেন, হে সখে! আর কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই, অত্র সভায় যুবরাজের সহিত তব কন্যা কামিনীর গন্ধর্ব্ব ব্যবহারে উদ্বাহ নির্ব্বাহ হউক। মন্ত্রী নিবেদন করিলেন, মহারাজ সকলি প্রস্তুত। তদনন্তরে মুন্ত্রিপত্নী সুদেবী ও রাজমহিষী রত্নাবতী, কুলকন্যা কামিনীকে নৃপতির মনোভিলাষ প্রকাশ করিলেন। পাত্র তনয়া যদিচ বাহ্যে সলজ্জিতা অন্তরে হর্ষিতা, স্বীয় সহচরী সঙ্গে অবিলম্বে সুচারু সুগন্ধ কুসুম হার হস্তে, মৃদুমন্দ স্বর গতিতে সভা মধ্যে উপস্থিত

হইলেন। এবং যথাবিধি সুর্য্যার্ঘ দিয়া অপাঙ্গ ভঙ্গিক্রমে, যুবরাজের গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিলেন। তখন সে মনোহর শোভা নিরীক্ষণ করিয়া সকলেরি এই উপলব্ধি হইল যে স্বর্গ হইতে শ্রীমান্ কাম কামিনী সহ, অত্র ভূতল সভামণ্ডলে সমাগত হইয়াছেন। মহারাণী মঞ্চস্থ সমস্ত স্ত্রীগণ সহিত সভামধ্যে বর কন্যাকে বেষ্টিত হইয়া, মঙ্গলাচার উলু লু ধ্বনি ও শংখ নাদাদি করিতে লাগিলেন। এবং বর কন্যাকে বরণ পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া, সাদরে অন্তঃপুর বাসরে রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। পরে কুলকামিনী সকলে সকৌতুকে যৌতুক প্রদান করিয়া, আনন্দোৎসবে বিমোহিত হইলেন। তথায় সভা-ভঙ্গ হইলে সভাস্থ লোক সকলে পা-রিতোষিক সহ রাজাধিরাজের ধন্য-বাদ জয়বাদ করতঃ স্ব স্ব স্থানে প্র-ত্যাগমন করিলেন। নরপতি প্রেমে পুলকিত হইয়া রাজমহিষীকে কহি-লেন, হে প্রাণবল্লভা! তোমরা সকলে যৌতুকে কি দান করিয়াছ? এক্ষণে আমি বা কি ধন প্রদান করি। ইহা কহিয়া রাজমহিষীর লেবাকর বাম-হস্তে ধারণ পূর্ব্বক বর কন্যা সদনে অবতীর্ণ হইয়া কহিলেন। হে প্রি-য়তম পুত্র হে মাত! তোমাদিগে কি ধন যৌতুক প্রদানে পরিতোষ করিব, এক্ষণে আমার সম্রাট সিংহাসন স-মর্পণ করিলাম, বলিয়া রাজা রাণী যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া পরমা-নন্দে যামিনী যাপন করিলেন।

সিদ্ধান্তের সহিত সুপাত্র মন্ত্রির বিচার

প্রথম প্রশ্ন।

এই রূপে উৎসবে কতিপয় দিন বিগত হইল, পরে রাজাধিরাজ যুব-রাজের সহিত সিংহাসনে সুশোভিত হইয়া, রাজকার্য্য সমাধানন্তর আ-চার্য্যের সহিত ইষ্টালাপ হইতেছেন। এমত সময়ে সর্ব্ব ধর্ম্ম বিশারদ সু-পাত্র মন্ত্রী রাজাজ্ঞানুসারে, বিনতি পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন। হে গুরো যদ্যপি আপনকার বিমল সুধা স্বরূপ জ্ঞানোপদেশ, যাহা শ্রবণ দ্বারা পা-নাশক্ত হইলে, সমল হৃদয় বিমল হয়। তথাপি ভ্রমরূপ ক্লেদ সহসান্তঃকর-ণে প্রবেশ করত, পুনঃ পুনঃ মনকে মলাবৃত করায়, যেমন প্রবল বায়ু নিকর নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইতে মুক্ত করিলেও, পুনরায় আহূত মেঘখণ্ডে আচ্ছন্ন করে। তদ্রূ-প মনবাঞ্ছিত প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করি-য়া আমার সমল মনকে বিমল করুন।

সর্ব্ব নিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান পর-মেশ্বর, যিনি পৃথিবীস্থ সমস্ত মনুষ্য জাতির, এক নিয়মানুসারে সৃজন

সে ব্যর্থ মাত্র। হরিদ্রাতে চূর্ণ সংযুক্ত হইলে যে নূতন বর্ণের উৎপত্তি হইতেছে সেই বর্ণ উৎপত্তির কারণ সেই চূর্ণ ভিন্ন অন্য কি বস্তু হইতে পারে। অতএব আমার বিশ্বাস এই যে এই শরীরের প্রতি কারণ শুক্র হইয়াছে।

উত্তর। যেমন ঘটের প্রতি কারণ মৃত্তিকা হইয়াছে তদ্রূপ শরীরের প্রতি শুক্রকে কারণ বলা যাইতে পারে, কিন্তু কুম্ভকারকে ঘটের প্রতি যদ্রূপ কারণ বলা যায়, শুক্রকে শরীরের প্রতি তদ্রূপ কারণ বলা যুক্তি সিদ্ধ হয় না। যেহেতু মৃত্তিকা প্রভৃতির ন্যায় শুক্র জড় পদার্থ হইয়াছে, সুতরাং যেমন মৃত্তিকা হইতে অন্য কোন বুদ্ধিমান পুরুষের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন মূর্ত্তির সম্ভব হয় না, তদ্রূপ কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের নিয়ম ব্যতীত শুক্র হইতে এই শরীর রূপ আশ্চর্য্য যন্ত্রের যথাযোগ্য স্থানে হস্ত পদ নখ দন্ত প্রভৃতি বিচিত্র রচনার সম্ভব হইতে পারে না।

প্রশ্ন। যেমন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে কুম্ভকার ব্যতীত ঘটের সৃষ্টি হয় না, তদ্রূপই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে শুক্র ভিন্ন মনুষ্যের সৃষ্টির জন্য অন্য কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অপেক্ষা করে না। তবে এমত প্রত্যক্ষ প্রমাণকে ত্যাগ করিয়া অন্য এক সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে যে শুক্র হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না। ইহা কি প্রকারে মান্য করা যায়?

উত্তর। অন্য কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে অপেক্ষা না করিয়া শুক্র স্বীয় শক্তিতে মনুষ্যকে উৎপন্ন করিতে পারে, ইহা স্বীকার করিলেও সর্ব্বাংশে যুক্তিসম্মত হয় না, কারণ হস্তী, মনুষ্য, অশ্ব, প্রভৃতি বিবিধ প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট জীব জড় পদার্থ এক প্রকার শুক্রের দ্বারা কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত কিরূপে উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন। এক প্রকার শুক্র কেন স্বীকার করা যায়, যত প্রকার জীব তত প্রকার শুক্র। অশ্বের শুক্র দ্বারা অশ্ব, হস্তির শুক্র দ্বারা হস্তি, মনুষ্যের শুক্র দ্বারা মনুষ্য, নিরন্তর উৎপন্ন হইতেছে।

উত্তর। ভাল তোমারই কথা যেন স্বীকার করি, যে অন্য কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অনধীনতাতে শুক্রই কেবল মনুষ্যের সৃষ্টির প্রতি কারণ হইয়াছে। কিন্তু শুক্র কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, ইহার কারণ কি?

প্রশ্ন। শুক্র পঞ্চভূতের সং-

যোগে উৎপন্ন হইতেছে ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

উত্তর। শুক্র পঞ্চভূতের সংযোগে উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু এই শরীর রূপ যন্ত্রে পঞ্চভূতের পরিপাক না হইলে শুক্রের উৎপত্তি কোথায় দৃষ্ট হয়, শুক্র উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে শরীরের আবশ্যক করে, সুতরাং আদি শরীরের সৃষ্টির পূর্ব্বে আর শুক্র ছিল না। যদি আদি শরীর সৃষ্টির পূর্ব্বে শুক্র ছিল না, তবে তাহার উৎপত্তির প্রতি কারণ শুক্র কি প্রকারে হইতে পারে। অতএব আদি শরীরের প্রতি শুক্র যে কারণ ইহা কোন প্রকারে মান্য করা যায় না। কেবল পুরুষের আদি শরীর দ্বারা জীবের প্রবাহ রক্ষা হয় না এ নিমিত্ত স্ত্রীজাতিও সৃষ্ট হইয়াছে। এই স্ত্রী পুরুষের আদি শরীরের কারণকে বিবেচনা পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান হইবেক যে সকল কারণের কারণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর একজন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ আছেন, যাঁহার সহকার ভিন্ন সৃষ্টির উপক্রমই অসম্ভব।

পঞ্চভূত সংযোগে শরীরের সৃষ্টি কি না।

আপনকার এই কথা অনুসারে কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের শক্তিকে কল্পনা করিবার অপেক্ষা পঞ্চভূতে এই এক গুণের স্বীকার করা ন্যায্য বোধ হয়, যে তদ্দ্বারা গর্ভাশ্রিত শুক্রের সহকার ভিন্নও মনুষ্যের শরীর উৎপন্ন হয়। কারণ প্রমাণ হইতেছে যে সৃষ্টির আদিকালে শুক্র ছিল না অথচ পুরুষের আদি শরীর সেই পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

উত্তর। তুমি প্রথমাবধি শরীরের প্রতি কারণ শুক্রকে বলিয়া আসিতেছ, তৎপরে যখন এমত প্রমাণ হইল যে আদি শরীরের পূর্ব্বে শুক্র ছিল না, তখন তুমি বলিতেছ যে শুক্র সহকার ভিন্নও পঞ্চভূতের এমত গুণ আছে যে পরস্পর সংযোগ হইয়া তদ্দ্বারা স্ত্রী পুরুষের আকৃতি নির্ম্মিত হয়, ইহা অত্যন্ত ন্যায় বিরুদ্ধ। কারণ যদি পঞ্চভূতের এমত গুণ থাকিত যে গর্ভাশ্রিত শুক্রের সহকার ভিন্নও সেই পঞ্চভূত দ্বারা স্ত্রী পুরুষের আকৃতি নির্ম্মাণ হইতে পারে, তবে তাহারদিগের এই প্রকার স্বভাব সিদ্ধ গুণ জন্য নিরন্তর সেই রূপেই মনুষ্যের সৃষ্টি হইত।

কিন্তু ইহার বিপরীত নিরন্তরই পিতা মাতার শুক্র শোণিত সহযোগে মনুষ্যের সৃষ্টি দৃষ্টি হইতেছে, এই নৈরন্তর্যের বিচ্ছেদ কুত্রাপি হয় না, কোন স্থানে এমত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হয় না, যাহার পিতা মাতা নাই। অতএব গর্ভাশ্রিত শুক্রের সহকার ভিন্ন মনুষ্য যে পঞ্চভূতের দ্বারা উৎপন্ন হয়, পঞ্চভূতের এমত গুণ কি প্রকারে স্বীকার করা যায়। যদি পঞ্চভূতের এমত গুণই যে শুক্রের সহকার ব্যতীত গর্ভভিন্ন বাহ্যে তদ্দ্বারা মানবদেহের সৃষ্টি হয়, তবে অবশ্য অন্য কোন শক্তিকে স্বীকার করিতে হইবেক, যে কালে জীব প্রবাহের কারণ শুক্র পদার্থ ছিল না সেই কালে যিনি পঞ্চভূতের স্বাভাবিক গুণজ্ঞ হইয়া তাহাদিগকে পরস্পর সংযোগ দ্বারা মানবদেহের সৃষ্টি করেন। আর যেমন স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুদ্রব্যে এমত শক্তি নাই যে তাহারা কাহারও নিয়োগ ভিন্ন আপনারা সংযুক্ত হইয়া ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ করে, তবে এস্থলে অন্য কোন পুরুষের অপেক্ষা করে কি না।। যে পুরুষ জড় পদার্থ স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুকে যথাযোগ্য স্থানে সংযোগ করিয়া ঘটিকা যন্ত্রে নির্ম্মাণ করে।

প্রশ্ন। যদিও এক্ষণে এ প্রকার দৃষ্টিগোচর হয় না যে জরায়ুজ মানব দেহ প্রভৃতি এবং অণ্ডজ পক্ষী দেহ প্রভৃতি গর্ভ ভিন্ন বাহ্যেতে শুক্রের সহকার ব্যতীত পঞ্চভূত দ্বারা সৃষ্টি হয়, তথাপি স্বেদজ কৃমী সকল গর্ভাশ্রিত শুক্র ভিন্ন পঞ্চভূতের গুণেতে সৃষ্টি হইতেছে। অতএব যদি পঞ্চভূতের এমত গুণ দেখা যায়, যে শুক্র ব্যতীতও গর্ভ ভিন্ন বাহ্যেতে তদ্দ্বারা উৎপত্তি হয়, তবে মনুষ্য যে সৃষ্টির আদিকালে কাহার ও অনিয়োগে শুক্র ভিন্ন পঞ্চভূতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা কেন না মানা যায়।

উত্তর। আদৌ যাহাদিগের জন্ম স্বেদেতে অণ্ডজের ন্যায় তাহার যে স্ত্রী পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন হয় না, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ করা কঠিন। যদিও পঞ্চভূতের এমত বিশেষ গুণ স্বীকার করা যায় যে অন্য কোন বস্তুর সম্বন্ধ ভিন্নও তাহারদিগের সংযোগেতে স্বেদজ কৃমীদিগের উৎপত্তি হইয়াছে, তথাপি সেই পঞ্চভূতের এমত সামান্য গুণ স্বীকার করা যাইতে পারে না, যে কোন বস্তুর সম্বন্ধ ভিন্ন তাহাদিগের দ্বারা সমুদায় জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, বিশেষতঃ যখন প্রত্যক্ষ হইতেছে যে গর্ভাশ্রিত শুক্রের সহকার ভিন্ন কুত্রাপি জরায়ুজ মনুষ্য প্রভৃতি এবং অণ্ডজ পক্ষী প্রভৃতির উৎপত্তি হয় না। যখন তাহার

দিগের এমত গুণ নাই যে শুক্রের সহকার ব্যতীত স্বেদজ কৃমি ভিন্ন মনুষ্য প্রভৃতি অন্য জীব তদ্দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে, তখন শুক্র ভিন্ন পঞ্চভূতের গুণে একবার যে কেবল মনুষ্যের আদি শরীর সৃষ্টি হইয়াছিল ইহা স্বীকার করা যুক্তি বিরুদ্ধ। অতএব এক্ষণে বিবেচনা কর, যে সকল কারণের কারণ একজন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ আছেন কিনা, যাঁহার শক্তি প্রভাবে স্ত্রী পুরুষের আদি শরীর সৃষ্টি হইয়া এপর্য্যন্ত সেই জীব প্রবাহ চলিতেছে।

প্রশ্ন। হে গুরো আপনি জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ প্রভৃতির উৎপত্তির কারণ যাহা কহিলেন কহিতে পারেন কিন্তু আমার নিতান্ত বোধ হইতেছে, ইহাদিগের জন্ম কেবল দ্রব্যগুণ সহকারে হইতে পারে তাহার সংশয় নাই। তবে একজন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষের সহকারে যে হইতেছে বলিবার প্রয়োজন কি আছে! যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, যে গোময় সটিত হইয়া বৃশ্চিক জন্মে, কোন বৃক্ষের পত্র জল বিশেষে পতিত হইয়া সটিত হইলে মৎস্য হয়, এবং পুরাতন তণ্ডুলকণা মৃত্তিকা সংযুক্ত হইলে শাক বিশেষ উৎপন্ন হয়, পুরাতন কাষ্ঠ কি তৃণ মৃত্তিকা সংযোগে সটিত হইলে অপূর্ব্ব চিত্র বিচিত্র ভেক পুঞ্জ প্রকাশিত হয়। এমত প্রকরণে একজন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে কল্পনা করা কি আবশ্যক।

উত্তর। হে মন্ত্রিবর আপনি মন্ত্রণা ক্রমে অনুমান কর। শুদ্ধ গোময় কি জল প্রভৃতি হইতে বৃশ্চিক কি মৎস্যাদি জন্মে না, গোময় কি জলে নানা প্রকার অদৃশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাভাবিক বহুতর কীট থাকে, তন্মধ্যে কোন কোন কীট গোময় রাশি মধ্যে কিয়ৎকাল থাকিয়া সেই কারণ ইচ্ছায় বৃশ্চিকাকার হয়, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট বল্মীক কিয়দ্দিন বিবর মধ্যে থাকিয়া পরে পক্ষধারী পতঙ্গ রূপে প্রকাশ পায়। জলেতেও সেইরূপ কীট বাস করে, তন্মধ্যে কোন সটিত পত্র সংযোগে সেই কীট মৎস্য হয়, ভেক পুঞ্জাদি হওনের কারণ কেবল দ্রব্যের বিকার মাত্র কিন্তু সেই যে বিকার সেই নির্ব্বিকারের বিকার মাত্র। অতএব সেই পরম পুরুষের শক্তি সংযোগ ব্যতীত সূর্য্য হইতে বালুকা কণা পর্য্যন্ত এবং সমুদ্র হইতে শিশির পরমাণু পর্য্যন্ত কোন এক বস্তু উৎপন্ন না হইয়াছে না হইতেছে না। হইবে

ঈশ্বর নিরাকার কি সাকার।

প্রশ্ন। আপনকার কথা প্রমাণ একজন সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ আছেন, এমত মানিতে হয়, কিন্তু তিনি নিরাকার কি সাকার, আমার বুদ্ধিতে আকার বিশিষ্ট বোধ হয়, কারণ হস্ত পাদ প্রভৃতি না থাকিলে তিনি পঞ্চভূতের দ্বারা স্ত্রী পুরুষের শরীরকে কিরূপে নির্ম্মাণ করিলেন।

উত্তর। জড় পদার্থের সংযোগ ভিন্ন হস্ত পদাদি বিশিষ্ট শরীরের নির্ম্মাণ হয় না এবং জড় পদার্থের সংযোগ কোন জ্ঞান বিশিষ্ট পুরুষের সহকার ভিন্ন ও হয় না। সুতরাং শরীর নির্ম্মাণ জন্য কোন জ্ঞান বিশিষ্ট পুরুষের সহকার আবশ্যক করে। পরমেশ্বরকে শরীরী স্বীকার করিলে দ্বিতীয় কোন পুরুষকে কল্পনা করিতে হয়, যাঁহার দ্বারা ঐ সর্ব্ব নির্ম্মাতা পরমেশ্বরের শরীরের নির্ম্মাণ হইয়াছে। এমত পুরুষের কল্পনা করিলে যুক্তির সমাপ্তি হয় না। কারণ যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের শরীর নির্ম্মাণ করিলেক, পুনর্ব্বার তাহার শরীরের নির্ম্মাতা কে ছিল। অতএব পরমেশ্বরকে শরীরী স্বীকার করা কোন প্রকারে যুক্তি সিদ্ধ হয় না। তিনি সর্ব্বাবয়ব শূন্য নিত্যজ্ঞান স্বরূপ মাত্র। যদি বল পরমেশ্বর আপনার শরীর জড় পদার্থের দ্বারা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তোমার এই কথার প্রমাণেই তাঁহার শরীর কল্পনা করা একেবারে নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠে, কারণ তুমি এই নিমিত্তেই পরমেশ্বরের শরীরের কল্পনা করিতেছ, যে শরীর ব্যতিরেকে তিনি পঞ্চভূতের সংযোগ দ্বারা কি প্রকারে সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে তিনি যদি হস্ত পদ ব্যতীতও জড়পদার্থ দ্বারা আপনার শরীর নির্ম্মাণ করিলেন, তবে হস্ত পদ ব্যতীত তদ্দ্বারা জগৎ সৃষ্টি কেন না করিতে পারিবেন। অতএব পরমেশ্বরের যে শরীর আছে, ইহা কোন প্রকারে স্বীকার করা যায় না। তিনি শরীরী নহেন ইচ্ছামাত্র এই পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা নানাবিধ অপূর্ব্ব কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রশ্ন। পঞ্চভূতের সংযোগ দ্বারা যে তিনি নানাবিধ আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন ইহা তর্কে পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি যে পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা তর্ক গম্য কি প্রকারে হয়। এমন সম্ভাবিত হইতে পারে, যে পরমেশ্বর এই নিত্য পঞ্চভূতের সং

[illegible] কর্তৃক সৃষ্ট না হইয়া নিত্য স্বভাবসিদ্ধ, ইহা অসম্ভব বোধ হয়। বিশেষতঃ যদি পঞ্চভূত নিত্য বস্তু হইত সৃষ্ট বস্তু না হইত তবে তাহারদিগের স্বাভাবিক সমুদায় গুণের বিপরীত ভাব কোনকালেও হইত না, কিন্তু আদি সংযোগকালে তাহারদিগের স্বাভাবিক গুণের সমুদায় বিপরীত ভাব বিজ্ঞাত হইতেছে। প্রত্যক্ষ হইতেছে যে চেতন বা অচেতন বিশিষ্ট শারীরিক শক্তি ভিন্ন পঞ্চভূত কখনও পরস্পর সংযুক্ত বা বিযুক্ত হয় না। পরমেশ্বরের শরীর নাই, তবে পঞ্চভূত কি প্রকারে সৃষ্টির আদিকালে যথাযোগ্য রূপে সংযুক্ত হইল। যখন শারীরিক শক্তি ভিন্ন তাঁহার ইচ্ছামাত্রে পঞ্চভূত সৃষ্টির সহকারি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল, তখন তাহারদিগের সমুদায় স্বাভাবিক গুণের বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হইল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব পঞ্চভূতের গুণের নিত্যতা নাই, সুতরাং সেই সকল গুণ পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি হইয়াছে। যদি পঞ্চভূতের সমুদায় গুণ পরমেশ্বর কর্তৃক [illegible] হইয়াছে স্বীকার করিলে, তবে পঞ্চভূতও পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ গুণ ছাড়া কোন বস্তুর সত্তার সম্ভব হয় না। অতএব পঞ্চভূত প্রভৃতি নিত্য পদার্থ নহে, এই সমুদায় অনিত্য পদার্থের মধ্যে কেবল তিনিই এক নিত্য, পঞ্চভূত প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া যাঁহার নিয়মের বশীভূত আছে। পরমেশ্বরের যে শরীর আছে ইহা স্বীকার করা সর্বতোভাবে যুক্তি বিরুদ্ধ, জড়পদার্থ সংযোগ ভিন্ন হস্ত পদাদি বিশিষ্ট শরীরের নির্ম্মাণ হয় না এবং পদার্থের সংযোগ কোন জ্ঞান বিশিষ্ট পুরুষের সহকার ভিন্নও হয় না; সুতরাং শরীর নির্ম্মাণে জন্য কোন জ্ঞান বিশিষ্ট পুরুষের স্বীকার আবশ্যক করে। পরমেশ্বরকে শরীরী স্বীকার করিলে দ্বিতীয় কোন পুরুষকে কল্পনা করিতে হয়, যাঁহার দ্বারা এই সর্ব্ব নির্ম্মাতা পরমেশ্বরের শরীরের নির্ম্মাণ হইয়াছে। এমত অসম্ভব কল্পনা করিলেও যুক্তির সাম্য হয় না, কারণ যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের শরীর নির্ম্মাণ করিলেক পুনর্ব্বার তাহার শরীরের নির্ম্মাতা কে হইবে। যদি বল যে পরমেশ্বর আপনার শরীর জড়পদার্থদ্বারা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তবে তোমার

এই কথার প্রমাণেই তিনি যে অশরীরী তাহার দৃঢ়তা হইল। কারণ যদি তিনি আপনার শরীর জড়পদার্থের দ্বারা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন এমত স্বীকার কর, তবে সেই জড়পদার্থের দ্বারা স্বীয় শরীর নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে যে তিনি অশরীরী ছিলেন ইহা তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব পরমেশ্বর যে অশরীরী ইহা সর্ব্ব প্রকারে যুক্তি সিদ্ধ হয়।

সিদ্ধান্তের সহিত রাজার বিচার।

তদনন্তর মহারাজ কহিলেন। হে জ্ঞানাচার্য্য! আপনাদিগের প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিয়া চরিতার্থ হইলাম। এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি মরণোত্তর লোকান্তর গমন পূর্ব্বক পারত্রিক ফলভোগ প্রত্যাশা সকল লোকের স্বভাব সিদ্ধ, এবং সর্ব্বজাতীয় সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বি লোকেরই প্রত্যয় সিদ্ধ। তথাচ কেহ কেহ কি কারণে এবিষয়ে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া কহিয়া থাকেন যে মরণান্তর পরকাল নাই, অতএব পরকালে ভোগাভোগ আছে কি না তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত শুনিতে বাঞ্ছা করি। আচার্য্য কহিলেন। হে ভূপাত! সম্প্রতি [illegible] করুন। মানব দেহের মৃত্যু [illegible] নীন অবস্থান্তর প্রাপ্তি দৃষ্টি করিয়াই অনেকের এমত সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুচারু শরীর কিছুকাল পূর্ব্বে জীবিত, ক্রিয়ান্বিত ও চেতনাশালী ছিল, তাহা মৃত্যুর মুখে পতিত হইয়া একেবারে নির্জীব নিষ্ক্রিয় ও বিচেতন হইল, অনন্তর অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত বা মৃত্তিকা মধ্যে নিহিত হইয়া মৃত্তিকাসাৎ হইল, ইহা দেখিয়া তাহাদের অন্তঃকরণে এই রূপ ভাবের আবির্ভাব হইতে পারে, যে ঐ দেহের সহিত দেহীরও আত্মা বিনাশ প্রাপ্তি হইল। জীবাত্মা মৃত্যুকালে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন অদৃষ্টিগোচর অলক্ষিত পূর্ব্ব অবস্থায় অবস্থান করিতে যান, তাহা মানব জাতির প্রত্যক্ষ নহে, এবং যুক্তি সহকারেও নিরূপিত হইতে পারে না। অতএব সন্দিগ্ধ মতি বিতর্কী দিগের অন্তঃকরণে পরলোকের সত্তায় অনাস্থা জন্মিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সুযুক্তি সিদ্ধ বিচার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিবেচনা করিলে তাহাদের এই অনাস্থা কোনমতেই যুক্তি সম্মত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, তাঁহার শরীরের ধ্বংস দেখিয়া আ-

ত্মার ধ্বংস কল্পনা করিয়া থাকেন, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন, আত্মার ধ্বংস দূরে থাকুক শরীরেরও কণামাত্র ধ্বংস হয় না। তদীয় অস্থি মাংসাদি ভস্মীভূত হইয়া পতিত থাকুক, বাষ্প হইয়া স্থানান্তর গমন করুক, কতক বা মৃত্তিকা রূপে পরিণত হইয়া বৃক্ষ লতাদি উৎপাদন করুক, কিন্তু তাহার কণামাত্রও একেবারে লয় প্রাপ্ত হয় না, সতত নানা বস্তুর অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতেছে বটে, কিন্তু অসীম ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানের একমাত্র পরামাণুও কস্মিন্‌কালে নষ্ট হয় না। নদীর তীর ভগ্ন হইতেছে, বৃক্ষলতা ছিন্ন হইতেছে, হ্রদ, সরোবর শুষ্ক হইতেছে, গ্রাম নগর দগ্ধ হইতেছে, জল ও বায়ু বিচলিত হইতেছে, কিন্তু ইহাদিগের এক পরমাণুও যেরূপ নষ্ট হয় না, ঐ রূপ জীবের শরীরও মরণকালে ভগ্ন হয় বটে, কিন্তু তাহার কণামাত্রও বিনাশ পায় না। তাহা দগ্ধ হইয়া যে প্রমাণ ধূম বাষ্প ও ভস্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা একত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে ইহা অবশ্য সপ্রমাণ করা যায়, যে ঐ শরীরের কণামাত্রও লয় পায় নাই। লক্ষ শতাব্দী পূর্ব্বে যে সমস্ত প্রাণী প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাদেরও শরীর কালক্রমে প্রস্তরীভূত হইয়া অবনিগর্ভে অদ্যাপি বিদ্যমান্‌ রহিয়াছে, অতএব পরকালঘাতী ব্যক্তিরা বস্তুর বিনাশ দেখিয়া জীবাত্মার যে বিনাশ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহাই যদি যথার্থ না হইল তবে জীবাত্মার নশ্বরত্ব স্বীকার করা কিরূপে যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে। যদি মৃত্যুকালে জীবগণের শরীর যথার্থই বিনষ্ট হইত, তাহা হইলেও তদ্দৃষ্টে জীবাত্মার বিনাশ কল্পনা করা কদাচ প্রকৃত রূপ ন্যায়ানুগত হইত না, ইহাতে জগতে কোন বস্তুর ঐকান্তিক বিনাশ প্রাপ্তি জগদীশ্বরের কোন নিয়মের উদ্দেশ্য নহে, তখন অপর্য্যাপ্ত সুখভোগে সমর্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাব, জীবাত্মাকেই যে এককালে বিনাশ করিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব্য নহে। প্রভৃতি সমস্ত বস্তুর অনশ্বর স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া অন্তঃকরণে এইরূপ আশার সঞ্চার হয়, আমরাও বাস্তবিক অনশ্বর স্বভাব, মৃত্যু আমাদের যৌবন ও বার্দ্ধক্যের ন্যায় অবস্থান্তর মাত্র, আমরা জরাজীর্ণ দেহ পঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিনব অবস্থায় উপস্থিত হইব, লোকলোকান্তরে গমন করিব, অপর্য্যাপ্ত সুখ সম্ভোগ করিব। কিন্তু পরলোক হন্তা প্রতিপক্ষীয় ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, জড়পদার্থের উপ

মানুসারে জীবাত্মার বিনাশ কল্পনা করা যুক্তিসিদ্ধ না হউক, কিন্তু শরীর যেমন ভগ্ন হইয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হয়, জীবাত্মাও সেইরূপ মৃত্যু সহকারে ভগ্ন হইয়া যায়। ইহা কেন না স্বীকার করি। শরীর ভগ্ন হইলে যেমন তাহার শরীরত্ব থাকে না, মৃত্যু দ্বারা আত্মার ভঙ্গোৎপত্তি হইলেও তাহার আর আত্মত্ব থাকে না, ইহা কেননা অঙ্গীকার করি. কিন্তু ভগ্ন শব্দের ভাবার্থবিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহারদিগের এরূপ আপত্তি কোন মতেই স্থান পায় না। যাবতীয় জড়ময় বস্তু পরমাণু সমষ্টি। মৃত্তিকা পরমাণু সমষ্টি। যখন কোন দ্রব্যের কিয়ৎসংখ্যা পরমাণু পরস্পর বিযুক্ত হইয়া ঐ দ্রব্যকে দ্বি অথবা বহুভাগে বিভক্ত করে, পরে সেই দ্রব্য ভগ্ন, ছিন্ন বা বিভক্ত হইল বলিয়া উল্লেখ করা যায়। যখন কোন মৃণ্ময় পাত্রের কিয়ৎসংখ্যক পরমাণু পরস্পর বিযুক্ত হইয়া, ঐ দ্রব্যকে দুই বা বহু খণ্ডে খণ্ডিত করে, তখনই ঐ পাত্রকে ভগ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ভগ্ন শব্দের এই রূপ অর্থ অঙ্গীকার করিলে ইহাও অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হয়, যে যে সমস্ত বস্তু পরমাণু সমষ্টি, তাহারই ভগ্ন হওয়া সম্ভবে, যাহা সে রূপ পরমাণু পুঞ্জ নহে, তাহার তদনুরূপ ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা নাই। জীবাত্মা চেতনাত্মক জড়পদার্থ নহে, সুতরাং তাহার পরমাণু পুঞ্জে প্রস্তুত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে, অতএব শরীরের ন্যায় তাহার ভগ্ন হওয়াও কোনমতেই সম্ভব হইতে পারে না, আমারদিগের প্রত্যক্ষগোচর যাবতীয় জড়বস্তুই বহু পরমাণুতে প্রস্তুত ও নানাভাগে বিভাজ্য, সুতরাং তৎসমুদায় অবশ্যই ভগ্ন ও ছিন্ন হইতে পারে। জীবাত্মা একমাত্র অপগুণীয় রূঢ় পদার্থ, অনেক পদার্থে প্রস্তুত নহে, সুতরাং অনেক ভাগেও বিভাজ্য নয়, অতএব তাহার ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। জীবাত্মা দেহাভ্যন্তরেও যেরূপ অবিভাজ্য থাকে, প্রাণত্যাগ সময়ে দেহ ভগ্ন হইলেও সেইরূপ অবিভাজ্য থাকে তাহার বিভাজ্য ও বিনষ্ট হইবার কোন নিদর্শন লক্ষিত হয় না।

জীবাত্মা নাই, কেবল মস্তিষ্ক হইতে শরীরী কার্য্য হয়।

তদনন্তর নৃপতি কহিতেছেন, হে বিজ্ঞানবিৎ। কোন কোন অনাত্মবাদী প্রতিপক্ষীয় পণ্ডিত কহিয়া থাকেন, জীবাত্মা যদি অজড় স্বভাব

চৈতন্যময় পদার্থ হয় যেমত্ত আপনি কহিলেন তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সমুদায় সুসঙ্গত বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রধান২চিকিৎসক সুপণ্ডিতেরা শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে যাবতীয় মানসিক ব্যাপার মস্তিষ্ক পরিচালন ব্যতিরেকে, সম্পন্ন হয় না। অতএব তৎ সমুদায় মস্তিষ্কের ধর্ম্মেই উৎপন্ন হয়, স্বতন্ত্র জীবাত্মা কুত্রাপি বিদ্যমান নাই।

মস্তিষ্ক দ্বারা শরীরী কার্য্য হয় না স্বতন্ত্র জীবাত্মা আছেন।

আচার্য্য কহিতেছেন, হে নরেশ বিশেষ উত্তর দান করিতেছি, অবধান হউক। জীবাত্মা শুদ্ধ স্বতন্ত্র পদার্থ কি না, পশ্চাৎ এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবেক। এক্ষণে যাঁহারা যাবতীয় মানসিক ব্যাপার কপালস্থ মস্তিষ্ক রাশির ক্রিয়া বোধ করিয়া পরকালের সত্ত্বায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়াছেন এবং কি প্রমাণে এবম্প্রকার গুরুতর বিষয়ে একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহাদিগে বিজ্ঞাপ্ত করা আবশ্যক। মন মস্তিষ্ক পরস্পর দৃঢ় রূপ সম্বন্ধ আছে, একথা আমরা স্বীকার করি। মস্তিষ্ক হইতে আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া কোনরূপে সম্ভব নহে।

ব্যতিরেকে সচেতন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, তখন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরীক্ষা না করিয়া ঐ জ্ঞান শূন্য জড়ময় মস্তিষ্ককে চৈতন্য গুণ শালী জ্ঞানবান পদার্থ বিবেচনা করা কি প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। তাঁহারা বলিতে পারেন মস্তিষ্ক ভিন্ন অন্য পদার্থ চেতনোৎপত্তির কারণ বলিয়া প্রত্যক্ষীভূত হয় কি না! সুতরাং মস্তিষ্ককেই যাবতীয় মানসিক ব্যাপারের কারণ বলিয়া স্বীকার করি, কিন্তু কোন কার্য্যের কারণ প্রত্যক্ষ গোচর না হইলেই যদি তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে পদে পদে ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। সমুদ্র জলের সহিত লবণ মিশ্রিত আছে ইহা না জানিয়া যে ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন জল মাত্রকে লবণ স্বাদ বলিয়া উল্লেখই করে, এস্থলে তাঁহার ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হয় কি না! মেঘে পীত লোহিতাদি কোন বর্ণ কোন পদার্থের স্বভাব সিদ্ধ নহে, সূর্য্য কিরণ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা না জানিয়া যে ব্যক্তি যাবতীয় পদার্থের যাবতীয় বর্ণ সেই সেই পদার্থের প্রকৃতি সিদ্ধ স্বকীয় গুণ ব-

ক্রিয়া বিবেচনা করে, এস্থলে তাহার ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হয় কি না? জলীয় বাষ্পের প্রভাবে বাষ্পীয় পোতের গতি সিদ্ধ হয় ইহা না জানিয়া যে ব্যক্তি পোতোপরি ধূমোদ্গম দৃষ্টি করিয়া উল্লিখিত ধূমরাশিকেই বাষ্পীয় পোতের গমন নিয়ামক বলিয়া উল্লেখ করে, এস্থলে তাহার ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হয় কি না? অতএব মানসিক ব্যাপার সাধন কারণান্তর আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হয় না বলিয়া সেই কারণের অস্তিত্ব একেবারে অগ্রাহ্য করা মার্জিত বুদ্ধির কার্য্য নহে। বরং যদি সেই মস্তিষ্করাশি নরকপাল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অন্য অন্য স্থানে স্থাপন করিয়া দেখাইতে পারেন, যে তত্তৎ স্থানেও উহা দ্বারা মানসিক ক্রিয়া সমুদায় উৎপন্ন হইতেছে, তাহা হইলেই আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব হইতে পারে। এবিষয়ের এ প্রকার পরীক্ষা করিতে হইলে, নরকপালে যে কোন প্রকার স্বতন্ত্র সচেতন পদার্থ বিদ্যমান নাই, ইহা সর্ব্বাগ্রে সপ্রমাণ অত্যাবশ্যক, তাহা না করিয়া যদি কেহ বিদ্যাবলে নানা পদার্থের সংযোগ দ্বারা মস্তিষ্ক প্রস্তুত করিতে পারেন, এবং সেই মস্তিষ্ক হইতে কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, মাৎসর্য্য, প্রীতি, ভক্তি, প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার উৎপন্ন হইতে থাকে, তাহা হইলেও অনাত্মবাদিগের অভিপ্রায় প্রমাণ সিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে না। মেঘাবলির উপরিভাগে বিদ্যুৎ দৃষ্টি করিয়া যে ব্যক্তি সেই বাষ্পময় মেঘাবলিকেই বিদ্যুল্লতা প্রকাশের কারণ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার ঐসিদ্ধান্ত যেরূপ ভ্রান্ত মূলক, মস্তিষ্ক মাত্রকে মানসিক ক্রিয়ার কারণ বলিয়া নিশ্চয় করাও সেইরূপ ভ্রান্তির কর্ম্ম। মেঘ ও বিদ্যুল্লতা যেমন পরস্পর স্বতন্ত্র পদার্থ, মস্তিষ্ক ও মন যে সেরূপ পদার্থ নহে, ইহা অনাত্মবাদিদিগের উল্লিখিত পরীক্ষা দ্বারা কোন প্রকারেই সপ্রমাণ হয় না।

এক্ষণে মস্তিষ্ক বিষয়ে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইল, তাহা অপরাপর সর্ব্ব প্রকারে জড় পদার্থের বিষয়েই প্রয়োজিত হইতে পারে। অতএব যখন জীবাত্মা কোন প্রকার জড়পদার্থ না হইল, তখন উহা স্বতন্ত্র চৈতন্যময় পদার্থ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। এবং বিবেচনা করিয়া দেখিলে জীবাত্মা চৈতন্যময় স্বতন্ত্র পদার্থ কি না, এ বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হওয়াই আশ্চর্য্য। আমরা কোন বস্তু স্বরূপ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পা নহি, কেবল গুণের বিশেষ জ্ঞা

...বলম্বী বস্তুর বিশেষ করিয়া ...। যে পদার্থের বিস্তৃতি, আকৃতি, জড়ত্ব, আকর্ষণ প্রভৃতি সাধারণ গুণ আছে, তাহাকে জড়পদার্থ কহিয়া থাকি। যে পদার্থের সে সমস্ত গুণ প্রত্যক্ষ হয় না তদ্বিপরীত দয়া, ভক্তি, স্নেহ, প্রীতি বুদ্ধি, ক্রোধ প্রভৃতি অন্য প্রকার গুণানুভূত হয়, তাহাকেই জীবাত্মা বলিয়া থাকি। সর্ব্ব দেশীয় সর্ব্বজাতীয় লোকে জড় ও জীবের এই প্রকার বিশেষ করিয়া আসিয়াছে, কেবল কতক গুলি পণ্ডিত ভ্রমানী বিদ্বান্ ব্যক্তির অন্তঃকরণে কুতর্ক উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ে নানা, সংশয় সমুৎপাদন করিয়াছে। কিন্তু ইতি পূর্ব্বে তাঁহাদের কুতর্ক সমুদায় যেরূপ নিরাকৃত হইল, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সে সংশয় অবশ্যই নিরস্ত হইতে পারে। অতএব জীবাত্মা যখন স্বতন্ত্র চৈতন্যময় পদার্থ, তখন দেহ ভঙ্গের সময়ে তাহার ধ্বংস হওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে। ইতি পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে, মৃত্যু কোন পদার্থের বিনাশকারী নহে। ... জড়ময় শরীরের ভঙ্গ দেখিয়া ...বাত্মার পারত্রিক সত্তা বিষয়ে ...য় জন্মে, তাহাও নষ্ট হয় না, ...ন অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীবাত্মাও মৃত্যুরূপ দ্বারি দিয়া অবস্থা বিশেষে উপস্থিত হয়, স্বকীয় কর্ম্মানুরূপে ফল ভোগ করিয়া বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যে বিচরণ করে, ও করুণাময় পরমেশ্বরের কারুণ্যগুণে উত্তরোত্তর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মহিমার্ণবে নিমগ্ন হইতে থাকে।

পরকালে জীবাত্মার ভোগাভোগ আছে কি না?

হে মহানাগ! এক্ষণে পারত্রিক কিঞ্চিৎ যুক্তি শ্রবণ কর। জীবাত্মার প্রকৃতি ও পরমেশ্বরের স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, পরকালের সত্তা স্বীকার না করিয়া কে নিরস্ত থাকিতে পারে? যখন লোকে পারত্রিক দুর্গতি ভয়ে আশু সুখকর নানা প্রকার কুকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতেছে পরকালীন কল্যাণ প্রত্যাশায় পরের উপদ্রব সহ্য করিতেছে, এবং শারীরিক ও সাংসারিক নানা কষ্ট স্বীকার করিয়াও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত হইতেছে, তখন পরকালে বিশ্বাস নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণকর তাহার সন্দেহ নাই। অতএব যাহা কেবলই মঙ্গলদায়ক, এবং যাহার সত্তায় অবিশ্বাস হইলে পাপ প্রবাহ

প্রবল হইয়া সংসারের বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে, তাহা যে সর্ব্ব মঙ্গলাকর পরমেশ্বর বিধান করেন নাই, ইহা কোনরূপেই সম্ভব বোধ হয় না, যদিও লোকে ইহকালেই আপন আপন কর্ম্মানুযায়ী ফলাফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তথাচ অনেক কুকর্ম্মকারী স্বকীয় বুদ্ধি চাতুর্য্য দ্বারা দুষ্কর্ম্ম জনিত লোকাপবাদ ও রাজদণ্ড ভোগ হইতে উত্তীর্ণ হয়, এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাও কখন কখন অজ্ঞলোকের অত্যাচারে স্বকীয় সৎকর্ম্মের সম্পূর্ণ ফলভোগে অসমর্থ হইয়া থাকেন। তাহাদিগের দণ্ড পুরস্কারের এইরূপ অব্যবস্থা যে চিরকালের মত রহিয়া গেল, কোন অবস্থাতেই তাহার সমন্বয় হইবে না। যাঁহারা পরমেশ্বরকে মঙ্গলাকর ন্যায়বান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্তে কোনমতেই সম্মত হইতে পারেন না। যথা পুরা কালে রাজা শকাদিত্য পরম পণ্ডিত তত্ত্বজ্ঞানী সুবিচারক, যিনি জগদ্বিখ্যাত ছিলেন, তিনি কাল সহকারে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রমাদিত্য সহিত দ্যূতক্রীড়া করতঃ বিক্রমাদিত্য কোন কারণ বশতঃ রাগোন্মত্ত হইয়া হঠাৎ করবালাঘাত দ্বারা শকাদিত্যকে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করাইয়াছিলেন। এবং দোর্দ্দণ্ড নৃপতি জরাসন্ধ যাহার প্রতাপানলে পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজা ও প্রজা প্রদগ্ধ ছিল, ভীমসেন ভীষণমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক হস্তদ্বয়ে তাহার পদদ্বয় ধরিয়া বল দ্বারা প্রকাণ্ড শরীরকে দ্বিখণ্ড করতঃ মৃত্যুকুণ্ডে আহুতি দিয়াছিলেন। এই রূপ তাহাদিগের নিধন হইলে, ঐ পর্য্যন্তই যে তাঁহাদিগের নরলীলা একেবারে শেষ হইল, তাঁহাদের অবস্থান্তর উৎপন্ন হইয়া, তত্তৎ পাপ পুণ্য রূপ ফলভোগ কি আর হয় নাই। অন্তঃকরণ পাষাণবৎ না হইলে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। তাহাদিগের কর্ম্মাকর্ম্ম ও ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল সঞ্চয় না করিয়া নিরাশ চিত্তে প্রাণনাশ করান কি ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের পক্ষে সঙ্গত হয়? যে জীবাত্মা পরকালীন সুখসম্ভোগ প্রত্যাশাপন্ন হইয়া আছেন, তাঁহার সে আশা সুসিদ্ধ না করা কি আশা প্রদাতা পরমেশ্বরের পক্ষে সম্ভব হয়? এবং যাহারা দুষ্কর্ম্মান্বিত ঘোরতর পাপী যে স্বীয় কুকর্ম্মের দণ্ড ফল প্রাপ্তি ভয়ে সর্ব্বদা মনে চিন্তিত ও কুণ্ঠিত থাকে, মরণমাত্রেই পাপ ফল হইতে অবসর হইল, এ বিবেচনা করিলে পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকারী যে দীপ্যমান্ আছেন;

ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? যে আত্মার বুদ্ধিবৃত্তি জগৎসংসারকে আপনার আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত অস্থির রহিয়াছে, এবং যাহার সুধাময়ী ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমস্ত বিশ্বক্ষেত্রেই স্বকীয় সুধারস সঞ্চারিত করিতে অনুরক্ত রহিয়াছে, এবং যাহার ঐ সকল শুভবৃত্তির কতদূর উন্নতি হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই, সেই জীবাত্মার উন্নতি প্রাপ্তির প্রারম্ভেই একেকালে তাহার সংহার করা কি করুণাময় পরমেশ্বরের পক্ষে সম্ভাবিত হইতে পারে! অপিচ পরমেশ্বর আমাদের হৃদয় ক্ষেত্রে যে সমস্ত উদার আশা বীজ রোপণ করিয়াছেন, তাহা যথোচিত ফলবতী হইল না, আমাদিগকে যদর্থে যে সকল প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তদর্থে সে সকল বৃত্তি সর্ব্বতোভাবে চরিতার্থ হইল না, অথচ তিনি আমাদিগকে ইহলোকেই একেকালে সংহার করিয়া ফেলিবেন, ইহা সেই সর্ব্ব সামঞ্জস্য সম্পাদক পরমেশ্বরের পক্ষে কোন রূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। আমরা তাঁহার কুশলময় স্বভাবের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবগত আছি তাহাতেও তাঁহার এতাদৃশ বিরুদ্ধ ব্যবহার কল্পনা করা কোনক্রমেই যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব যখন জীবাত্মা মস্তিষ্কের গুণ বিশেষ বলিয়া কোন রূপেই প্রমাণ সিদ্ধ হয় না, যখন কোন প্রকারে জড়পদার্থ হইতে চৈতন্য গুণের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে, যখন চেতনাচেতন কোন পদার্থকে একেবারে ধ্বংস করা পরমেশ্বরের অনভিপ্রেত বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে, যখন পারত্রিক শুভাশুভ ভোগের যথার্থ বিষয়ে সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বি লোকেরই বিশ্বাস রহিয়াছে, যখন আমাদের অনন্তমঙ্গলরূপ অগ্নি শিখা অহর্নিশ দেদীপ্যমান প্রজ্বলিত হইতেছে, অথচ ইহলোকে তাহার সর্ব্বতোভাবে চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই, যখন জ্ঞানাপন্ন ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের সমুদায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন বিষয়িনী আশালতা ইহলোকে অপর্য্যাপ্ত রূপে ফলবতী হয় না, যখন পরকালের সত্ত্বা না থাকিলে ধর্ম্মের শাসন শিথিল হইয়া পরমেশ্বরের কারুণ্য ও বৈচক্ষণ্য গুণে দোষস্পর্শ হয়। তখন তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা কোন রূপেই যুক্তি সিদ্ধ নহে। রত্নাকরে অষ্টম রত্ন সমাপ্ত।

বলিবার তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু আখ্যায়িকা দ্বারা গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণই তাহার বক্তব্য হইয়াছে। মৃত্যু হইতে সংসার সুনিয়মেরহিয়াছে এ নিমিত্তে মৃত্যুরএক নাম যম হইয়াছে। মহারাজ অবধান কর। তদনন্তর যম কহিলেন, শ্রেয় আর প্রেয় এই দুই পৃথক পৃথক ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে স্বীয় স্বীয় অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করে, শ্রেয়ের দ্বারা কল্যাণ হয়, প্রেয়ের দ্বারা লোক পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। ইহা ধীর ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া, প্রেয়ের অনাদর পূর্ব্বক শ্রেয়কে অবলম্বন করেন। হে নচিকেতা তুমি বিবেচনা করিয়া প্রেয়রূপ স্বর্গাদি ভোগ পরিত্যাগ করিলে, যাহা অনেকেই প্রার্থনা করিয়া থাকে। এবং বিদ্যা আর অবিদ্যা এই দুই পরস্পর অত্যন্ত বিপরীত হয়, বরং পৃথক পৃথক ফল দেয়, ইহা পণ্ডিত সকলে বিদিত আছে। এক্ষণে হে নচিকেতা তোমাকে বিদ্যাকাঙ্ক্ষী জানিলাম, যেহেতু অন্য কোন অনিত্য ভোগ তোমাকে জ্ঞানপথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেক না। অবিদ্যার মধ্যে স্থিতি করিয়া আর আপনাকে ধীর এবং পণ্ডিত রূপে জানিয়া, মূঢ় ব্যক্তিরা নানা প্রকার কুটিল পথে ভ্রমণ দ্বারা নানা জাতীয় দুঃখকে প্রাপ্ত হয়, যেমন অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অপর অন্ধেরা বিষম পথ প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার ক্লেশ পায়। অবিবেকী প্রমাদ বিশিষ্ট, আর বিত্ত নিমিত্ত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন যে ব্যক্তি তাহার নিকটে পরলোক সাধনের উপায় প্রকাশিত হয় না। এই দৃশ্যমান যে লোক সেই সত্য ইহা ভিন্ন যে পরলোক নাই, ইহা যাহারা জ্ঞানকরে তাহারা আমার বশে পুনঃ পুনঃ আইসে। আর অল্প বুদ্ধি আচার্য্য যদি আত্মার উপদেশ করে, তবে আত্মা জ্ঞেয় হয়েন না, যেহেতু আত্মা বিষয়ে নানা প্রকার চিন্তা উপস্থিত হয়। যদ্যপি অপৃথক দর্শী ব্রহ্মজ্ঞানী এই আত্মার উপদেশ করেন, তবে নানা প্রকার বিবাদ দূর হইয়া আত্মজ্ঞানই উপস্থিত হয়। এই আত্মা অণুপ্রমাণ হইতেও অণুতর হয়েন, এইহেতু কেবল তর্কের দ্বারা জ্ঞেয় হইতে পারে না, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান সে কেবল তর্কের দ্বারা জ্ঞেয় হইতে পারে না, কিন্তু বেদান্ত জ্ঞানী আচার্য্যের উপদেশ হইলে হে প্রিয়তম নচিকেতা সুন্দররূপে আত্মজ্ঞানের প্রাপ্তি হয় যে আত্মজ্ঞানকে সত্য সংকল্প যে তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ, হে পুত্র তোমা-

র ন্যায় প্রশ্নকর্ত্তা শিষ্য আমার হউক। হে নচিকেতা তত্ত্বজ্ঞানি লোকেরা পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া, এবং তাঁহার অনন্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া পরম সুখে ব্রহ্ম লোকে বাস করেন। কালে তথা হইতে ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ হয়, তাহার আর এ সংসারে পুনরাগমন হয় না, যে পরমাত্মাকে তুমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছ, সে অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম, এই সংসারে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আচ্ছন্ন ভাবে ব্যাপ্ত আছেন, জীবাত্মাতেও তিনি আছেন এবং হৃৎপুণ্ডরীক স্থানেও ব্যাপ্ত থাকেন। ধীর ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকে অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা জানিতে পারিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন। হে পুত্র সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর তোমার প্রতি অবারিত গৃহের ন্যায় হইয়াছেন।

—

পরমাত্মা ও জীবাত্মা আছেন কি না।

নচিকেতা কহিতেছেন, ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, আর এই কার্য্য কারণ জগৎ হইতে ভিন্ন, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয় হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম তাহাকে আপনি কি প্রকারে জানিয়াছেন, আমাকে কহুন। যম কহিলেন সমুদয় বেদ যাঁহাকে প্রতিপাদ্য করিতেছেন, আর সকল তপস্যা যাঁহার প্রাপ্তির প্রয়োজন হইতেছে, আর যাঁহার প্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া লোক সকল ব্রহ্মচর্য্য করিতেছে, তাঁহাকে আমি সংক্ষেপে কহিতেছি, তিনি ওঁকার হয়েন। ঐ ওঁকার অপর ব্রহ্ম, আর ঐ ওঁকার পরব্রহ্ম ঐ ওঁকারকে জানিয়া ইহার মধ্যে যিনি যে উপাসনার ফল ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ যে কোন নিষ্পাপ পুরুষ ব্রহ্মলোকে গতির ইচ্ছা করিয়া অপর ব্রহ্মরূপে ওঁকারের অর্থকে ধ্যান করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। আর যে নিষ্পাপ পুরুষ পরব্রহ্ম লাভের ইচ্ছা করিয়া ওঁকারের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি পরব্রহ্ম লাভ করেন, স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যিনি জ্ঞেয় তিনি পরব্রহ্ম, আর তটস্থ লক্ষণ দ্বারা যিনি জ্ঞেয় তিনি অপরব্রহ্ম। এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় রূপে কৌশল দেখিয়া তাহার কারণ জ্ঞানমাত্র রূপে সাধকদিগের প্রথমতঃ ব্রহ্মকে উপলব্ধি হয়, এইরূপ যখন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হয়েন তখন অপরব্রহ্ম শব্দে উক্ত হয়েন। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ রূপে সর্ব্বদা ধ্যানের দ্বারা যখন

ব্রহ্মের প্রতি সেই সাধকদিগের দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মে, এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ বোধ হয়, তখন তাঁহারা এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া ও ব্রহ্মকে নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ বোধে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই রূপে যখন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হয়েন, তখন তিনি পরব্রহ্ম শব্দ বাচ্য হয়েন, এই প্রত্যক্ষ জগতের কারণ রূপে ব্রহ্মকে বোধ হইলে পরে, অনায়াসে সম্বন্ধ ব্যতীত ও কেবল জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ বোধে তাঁহাকে উপলব্ধি হয়। সৃষ্টিস্থিতি লয় কারণ রূপে ব্রহ্মকে বোধকরা তাঁহার পরোক্ষ বোধ, ঐ নিমিত্তে এরূপে জ্ঞেয় হইলে তিনি অপর ব্রহ্ম নামে লক্ষ্য হয়েন। এবং নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ তাঁহার প্রত্যক্ষ বোধ, এ নিমিত্তে এরূপে তিনি জ্ঞেয় হইলে পরব্রহ্ম শব্দে উক্ত হয়েন, যিনি কেবল সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা রূপে জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ জ্ঞানে তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি নিষ্পাপ পুরুষ হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং তথা হইতে তাঁহার স্বরূপ সম্যক্ জানিয়া মুক্তি লাভ করেন। ওঁকারের অর্থ যিনি তিনি পরব্রহ্ম অর্থাৎ অকার, উকার, মকার, এই তিন অক্ষরের সংযোগ হইলে ওঁকার হয়। অকার বর্ণের অর্থ পালন কর্ত্তা, উকার বর্ণের অর্থ সংহার কর্ত্তা, মকার বর্ণের অর্থ সৃষ্টিকর্ত্তা, অতএব ওঁ স্বরূপ প্রণবের অর্থ সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা অপর-ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম যিনি, তিনিও এই ওঁকারের প্রতিপাদ্য। যখন পরব্রহ্মের প্রতিপাদক এই ওঁকার হয়েন, এই প্রণব তিনবর্ণ বিশিষ্ট না হইয়া একবর্ণ মাত্র হয়েন, যাহার অর্থ সচ্চিদানন্দ, অর্থাৎ সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম। ব্রহ্মপ্রাপ্তির যে যে অবলম্বন আছে, তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন শ্রেষ্ঠ। এই অবলম্বনকে জানিয়া মনুষ্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, আত্মার জন্ম নাই এবং মৃত্যু নাই, তিনি জ্ঞান স্বরূপ হয়েন, কোন কারণ দ্বারা তাঁহার উৎপত্তি নাই, এবং আপনিও কোন অন্য বস্তু হয়েন নাই। এই জন্ম-হীন, নিত্য, হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য, অনাদি যে আত্মা তিনি শরীর নষ্ট হইলে নষ্ট হয়েন না। অর্থাৎ পরমাত্মা অন্য কোন বস্তুরূপে পরিণত হয়েন না। ইনিই তাবৎ শরীর এবং জীবাত্মার অন্তরাত্মা হয়েন। শরীর ও জীবাত্মা কালে নষ্ট হইলেও এই অবিনাশী অন্তরাত্মা নষ্ট হয়েন না। আর আত্মাকে বধ করিতে পারে, এমত

বলিতেছেন। ও, আত্মা অচল হইয়াও দূরে গমন করেন, আর সুপ্ত হইয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন, সুপ্ত ব্যক্তি যেমন স্থির থাকে, পরমাত্মা তদ্রূপ স্থির থাকিয়াও সাক্ষীরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। অণুমাত্র যাহার আকৃতি, তৎপরিমাণ স্থানব্যাপী সে অবশ্য হয়, কিন্তু যাঁহার একেবারে আকারই নাই, তিনি আর বিন্দুমাত্র স্থানেও আপনার শরীর দ্বারা ব্যাপী হইতে পারেন না, অতএব যেমন আকৃতিমান বস্তু সকল স্বীয় স্বীয় পরিমিত আকৃতি অনুসারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থান ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, পরমেশ্বরের আকার নাই সুতরাং তিনি তদ্রূপ আকার দ্বারা জগতে ব্যাপ্ত নহেন। কিন্তু জ্ঞান এবং শক্তি দ্বারা জগতে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত আছেন, এমত বিন্দুমাত্র স্থান নাই যাহা তিনি জানিতেছেন না, এবং যাহার উপরে আপনার শক্তি প্রকাশ না করিয়াছেন, এবং না করিতে পারেন, যদিও শরীর বিষয়ে জীবাত্মার সম্পূর্ণজ্ঞান নাই, এবং শরীরের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা নাই, তথাপি কেবল জ্ঞান এবং শক্তি দ্বারা নিরাকার জীবাত্মা শরীর ব্যাপী হইয়া রহিয়াছেন, শরীর হইতে জীবাত্মার উৎপত্তি হয় নাই, এবং জীবাত্মা হইতে শরীরের উৎপত্তি হয় নাই। কিন্তু শরীর এবং জীবাত্মা উভয় ভিন্ন পদার্থ, পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার কৌশল দ্বারা পরস্পর বদ্ধ রহিয়াছে। এই মর্ত্ত্যলোকে শরীর সম্বন্ধে জীবাত্মা আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেছে, এবং জীবাত্মা সম্বন্ধে শরীর আপনার শক্তি লাভ করিতেছে, শুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত স্বভাব নিরাকার পরমেশ্বর বিন্দুমাত্র স্থানকেও অবলম্বন করিয়া নাই, কিন্তু জগদন্তর্গত সমুদায় স্থানই সেই নিরবলম্ব পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে যাহাতে স্থান নাই তিনি স্থানের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং আধার হইয়াছে এই প্রকার জ্ঞানলাভ ব্যতীত সেই লৌকিক সুখের অতীত প্রানন্দ স্বরূপ আত্মাকে কে কি প্রকার জানিতে পারে। শরীর রহিত আত্মা নশ্বর শরীরে স্থিতি করেন, আর তিনি মহান এবং সর্ব্বব্যাপী হয়েন, এইরূপ আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানি ব্যক্তি শোক করে না। এই আত্মা কেবল বেদ বাক্য দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না, মেধা দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না অনেকশ্রবণ দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না, যে ব্যক্তি এই আত্মাকে জানিতে বিমল মনে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ইচ্ছা করে সেই তাঁহাকে পা

অর্থাৎ সেই আত্মা তখন সেই সাধকের প্রতি আপনার যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশ করেন। যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, আর কর্ম্মফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সেই ব্যক্তি প্রজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না। হে নচিকেতা শ্রবণ কর। পরমেশ্বরের শক্তিকে মায়া শব্দে বলা যায়, পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারা জীবাত্মার সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং জীবাত্মা হইতে মায়া শ্রেষ্ঠ হয়েন, বিচিত্র শক্তি বিশিষ্ট জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা তাঁহার স্বীয় শক্তি হইতে অবশ্য শ্রেষ্ঠ হয়েন। পরমাত্মা সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, তিনি সকলের পরমাশ্রয় এবং প্রকৃষ্ট গতি হইয়া আছেন। এমত পরমাত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্যাপী হইয়াও অজ্ঞানির নিকটে অপ্রকাশিত আছেন, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানি সকল সূক্ষ্ম এবং একনিষ্ঠ বুদ্ধি দ্বারা সেই পরমাত্মাকে লক্ষি করিয়া অনুভবকে পায়েন।

পরমেশ্বরের মুখ্য উপাসনার বিধি।

পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ জানাকে উপাসনা কহে, অতএব পরমেশ্বরের উপাসনাকামীন কি কি উপায় দ্বারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানা যায়। তাহা শ্রুতি বলিতেছেন, যে, বাক্য প্রভৃতিকে মনে লয় করিবে, প্রাজ্ঞেরা তাঁহার উপাসনা কামীন একান্তে তাঁহাতে চিত্তের অভিনিবেশ নিমিত্তে সমুদায় বাহ্যেন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কর্ম্ম হইতে নিরস্ত রাখিবেন। মনন কার্য্য হইতে মনকে নিরস্ত করিয়া বুদ্ধিতে লয় করিবেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইতে এবং মনন হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া কেবল এই বুদ্ধিমাত্রকে অবলম্বন করিবেন। যে জ্ঞান স্বরূপ এক মাত্র পরমেশ্বর নিশ্চিত আছেন, পরে সেই বুদ্ধিকে জীবাত্মাতে লয় করিবেন, জীবাত্মা হইতে যে সমুদায় বৃত্তির উৎপত্তি হয়, সেই সমুদয় বৃত্তি সমষ্টিকে মনঃশব্দে ব্যক্ত করা যায়। এবং সেই প্রত্যেক বৃত্তি মনের বৃত্তি রূপে গণ্য হয়। মনের তাবৎ বৃত্তিকে দুই প্রধান অংশে বিভাগ করা যায়। বহির্বৃত্তি এবং অন্তর্বৃত্তি, বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বৃত্তির উৎপত্তি হয়, তাহাকে বহি-

র্বৃত্তি বলা যায়, এবং অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বৃত্তির উৎপত্তি হয়, তাহাকে অন্তর্বৃত্তি বলা যায়। দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, শীত, গ্রীষ্ম, পিপাসা কথন, গ্রহণ, গমন, এই সকল মনের বাহ্যবৃত্তি। মনন, তুলনা, বিবেচনা সন্দেহ, বিশ্বাস, ইচ্ছা, ঘৃণা, দয়া, প্রীতি, প্রভৃতি অন্তর্বৃত্তি। কেবল সমুদয় বৃত্তির সমষ্টি যে মনঃশব্দে উক্ত হয় এমত নহে, অন্তরিন্দ্রিয়কেও মন শব্দে বলা যায়। এই শরীরে জীবাত্মার তিন প্রকার অবস্থা, জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা, এবং সুষুপ্তি অবস্থা। যখন জীবাত্মাতে বাহ্যবৃত্তি এবং অন্তর্বৃত্তি উভয় বৃত্তির স্ফূর্ত্তি থাকে, তখন জীবাত্মার জাগ্রদবস্থা, যখন জীবাত্মাতে কেবল অন্তর্বৃত্তির স্ফূর্ত্তি থাকে, তখন তাহার স্বপ্নাবস্থা। এবং যখন জীবাত্মাতে বাহ্যবৃত্তি এবং অন্তর্বৃত্তি উভয় বৃত্তিরই উপরম হয়, তখন তাহার সুষুপ্তি অবস্থা। সুষুপ্তিকালে জীবাত্মার যে অবস্থা সেই তাহার স্বরূপ অবস্থা, একমাত্র ঈশ্বর নিশ্চিত্ত আছেন, এইরূপ বুদ্ধিকে সেই জীবাত্মাতে লয় করিবেন, অর্থাৎ তাবৎ বৃত্তি শূন্য সূক্ষ্ম জীবাত্মারূপে পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবেন। সূক্ষ্ম জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র এবং নিরবলম্ব পরব্রহ্মকে পৃথক করিয়া তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থান করিবেন। শব্দ স্পর্শ রূপ, রস, গন্ধ, হীন, হ্রাস, বৃদ্ধি, শূন্য অনাদি, অনন্ত, নিত্য ও অবিকৃত এবং মহত্তত্ত্ব হইতে ভিন্ন যে পরমাত্মা তাঁহাকে জানিলে লোক মুক্ত হয়। বুদ্ধিকে সেই জীবাত্মাতে লয় করিবেন অর্থাৎ সূক্ষ্ম জীবাত্মা রূপে পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবেন। সূক্ষ্ম জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র এবং নিরবলম্ব পরব্রহ্মকে পৃথক করিয়া তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থান করিবেন। শব্দস্পর্শ, রূপ রস গন্ধ, হীন হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য, অনাদি অনন্ত নিত্য ও অবিকৃত এবং মহত্তত্ত্ব হইতে ভিন্ন যে পরমাত্মা তাঁহাকে জানিলে লোক মুক্ত হয়। তাবৎ বৃত্তি শূন্য সুষুপ্ত্যবস্থাপন্ন যে জীবাত্মা তাঁহাকে মহত্তত্ত্ব বলা যাইতে পারে। হে নচিকেতা! আরো কহিতেছি শ্রবণ কর। স্বপ্রকাশ যে পরমাত্মা তিনি ইন্দ্রিয় সকলকে রূপরস প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ের গ্রহণ নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছেন, এইহেতু লোক সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয়কে দেখেন, অন্তরাত্মাকে দেখেন না। কিন্তু বিবেকী পুরুষ মুক্তির নিমিত্তে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরুদ্ধ করিয়া অন্তরাত্মাকে

দেখেন। অর্থাৎ অন্তরাত্মা রূপে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারই তাঁহার উপাসনা হইয়াছে, কিন্তু বিষয় দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় না, এইহেতু জ্ঞানি ব্যক্তি উপাসনা সময়ে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া অন্তরাত্মা দেখেন। মন্দ বুদ্ধি ব্যক্তি সকল বাহ্য বিষয়কে কামনা করে, এই হেতু মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে বদ্ধ হয়, জ্ঞানি সকলে এই অনিত্য সংসারের মধ্যে পরমাত্মাকে কেবল নিত্য জানিয়া অন্য কোন বস্তুর প্রার্থনা করেন না। এবং যে ব্যক্তির এমত ভ্রান্তি জন্মে যে এই জগতের সৃষ্টির প্রতি কারণ অনেক ঈশ্বর কিম্বা ঈশ্বর শরীরী, তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হয়। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম এক মাত্র অদ্বিতীয়, ইহা বিশুদ্ধ মনের সহিত ধ্যান করিলে জানা যায়, অতএব অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি একমাত্র জ্ঞান করে, সে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যে নানা করিয়া দেখে সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকে আশ্রয় করে। সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর জীবের শরীর মধ্যে স্থিতি করেন, এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান্ কালের নিয়ন্তা হয়েন। সেই নির্ম্মল জ্যোতির ন্যায় পরব্রহ্ম তিনি ত্রিকালের নিয়ন্তা, তিনি এখনও বর্ত্তমান্ আছেন পরেও বর্ত্তমান থাকিবেন। আর এরূপ কোন গুণ নাই এবং গুণ বিশিষ্ট কোন পদার্থও নাই, যাহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র রহিয়াছে, অর্থাৎ এমত কোন বস্তু নাই, যাহা পরমেশ্বরের অধীন নহে, যেহেতু সমুদয় বস্তুই তাঁহার দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাঁহারই দ্বারা স্থিতি করিতেছে, যেমন সমান ভূমিতে জল পতিত হইলে সমান ভাগে স্থিতি করে, সেই প্রকার ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় রূপে যে জ্ঞানী নিরীক্ষণ করেন, তাহার আত্মা সমভাগে স্থিতি করেন। হে নচিকেতা! আরও শ্রবণ কর। জন্ম রহিত নিত্য চৈতন্য স্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার বাসস্থান এই শরীর হইয়াছে, ইহাকে তিনি পালন করেন তিনি শোক করেন না, এবং অজ্ঞান পাশ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলাভ করেন। শ্রুতি, সামানাত পরমাত্মাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সেই জগদন্তর্গত প্রতি বস্তুতে যে বিশেষ রূপে ব্যাপ্ত আছেন তাহাও পরে কহিয়াছেন। স্বর্গ আকাশ, বায়ু, দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতিতে তিনি সভাকে ব্যাপ্ত আছেন। সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা কেবল সকলের বাহিরে ব্যাপ্ত আছেন এমত নহে,

অন্তরাত্মা রূপে সকলেরও অন্তরে স্থিতি করেন। যদি কোন অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তির এই ভ্রম হয় যে, পরব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপকে বিকৃত করিয়া আ-কাশ বায়ু অগ্নি জল প্রভৃতি সৃষ্ট পদার্থ রূপে স্থিতি করিতেছেন, এ কারণ শ্রুতি পরে স্পষ্ট বলিতেছেন, যে তিনি আকার বিহীন এবং বৃহৎ হয়েন। বিকার বিহীন এবং বৃহৎ অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন জড় বস্তু বা কোন অল্পজ্ঞ বস্তু রূপে পরিণত হইতে পারেন না। কিন্তু পরিচ্ছিন্ন তাবৎ বস্তুকে তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহার অন্তরাত্মা রূপে স্থিতি করেন। আর যে তাৎপর্য্যে বেদেতে পুনঃ পুনঃ তাহাকে পরিচ্ছিন্ন বস্তুর স্বরূপ করিয়া বলিয়াছেন, সে তাৎপর্য্য সম্যক্রূপে গ্রহণ করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্মকে সম্মুখস্থ ও নিকটস্থ ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থের অন্তরাত্মা রূপে অতি নি-কট করিয়া জানা যাইতে পারে। যেমন ইক্ষুদণ্ডের মধ্যে শর্করা আছে, ইহা জানাইবার জন্য কেহ যদি সেই ইক্ষুদণ্ডকেই শর্করা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তবে মূল পত্রাদি স-হিত সমুদয় ইক্ষুদণ্ডই যথার্থতঃ শ-র্করা বলিবার যে তাহার তাৎপর্য্য ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনে করেন না, সেই ইক্ষুদণ্ডের সারঅংশ শর্করা

ইহাই গ্রহণ করেন। তদ্রূপ যখন অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে কোন পরিচ্ছিন্ন বস্তু রূপে বেদে বলেন, তখন বেদের স্বরূপ অর্থগ্রাহী ব্রহ্ম-বাদীরা সেই পরিচ্ছিন্ন বস্তু ভিন্ন সক-লের সার পরব্রহ্মকে তাঁহার অন্তর-স্থিত করিয়া উপলব্ধি করেন। সর্ব্ব-ব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা যে ই-ন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম, যাঁহাকে জগৎ হইতে পৃথক করিয়া জানাই-বার কোন উপায় নাই, তাঁহাকে পদার্থ বিশেষের স্বরূপ করিয়া বলি-বার কেবল এই তাৎপর্য্য, যে সামা-ন্যত এবং বিশেষতঃ সমুদায় পদা-র্থের অন্তরাত্মা রূপে তাঁহাকে সা-ক্ষাৎ বোধ হইতে পারে। এস্থলে আরও জানাইতেছেন, যে ঈশ্বরের নিয়মানুগত কর্ম্ম করিলেই তাঁহার উপাসনা হয়। শরীর রহিত ও শরীরের নিয়ন্তা যে পরমাত্মা, তিনি শরীরকে ত্যাগ করিলে শরীরেতে কি শক্তি অবশিষ্ট থাকে। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম। অর্থাৎ পদার্থ মাত্র এখানে শরীর শব্দে অভিপ্রেত হইয়াছে, তাবৎ পদার্থের তিনি অ-ন্তরাত্মা, তিনি যে পদার্থের অন্তরে না থাকেন, সে পদার্থই থাকে না, তবে সে পদার্থের কোন শক্তি কি প্রকারে থাকিতে পারে। আর প্রাণ-বায়ু এবং অপান বায়ু দ্বারা জীব জী-

বিত থাকে এমত নহে, প্রাণাদি হইতে ভিন্ন যে পরমাত্মা তাঁহার অধিষ্ঠানেতেই সকলে বাঁচিয়া থাকে, যে পরমাত্মাতে প্রাণবায়ু এবং অপানবায়ু আশ্রিত হইয়া আছে।

পরম গোপনীয় সনাতন ব্রহ্মের প্রকাশতত্ত্ব।

হে গৌতম! এক্ষণে তোমাকে পরম গোপনীয় সনাতন ব্রহ্মকে কহিতেছি শ্রবণ কর, যাহাতে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে হয়। নচিকেতা কহিতেছেন, অনির্দ্দেশ্য যে পরব্রহ্মানন্দ, যাঁহাকে জ্ঞানিসকল প্রত্যক্ষ অনুভব করেন, আমি কিরূপে সেই ব্রহ্মানন্দকে জ্ঞানিদিগের ন্যায় অনুভব করিব। ব্রহ্ম কি প্রকাশ পায়েন, আর তিনি কি স্পষ্টরূপে নয়নগোচর হয়েন? যমন কহিতেছেন। তাঁহাকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র নক্ষত্রাদিও প্রকাশ করিতে পারে না, বিদ্যুৎ সকলেও প্রকাশ করিতে পারে না, এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের কি শক্তি যে তাঁহাকে বিলোকন করে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের এমত কি ক্ষমতা যে স্বস্বগুণে তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে, এবং বুদ্ধিমনের অগোচর হয়েন। তিনিই ব্রহ্ম অমৃত বলিয়া উক্ত হয়েন, যাঁহাকে লোক সকল আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না তিনিই প্রকৃত ব্রহ্ম। এই সমুদয় জগৎ একব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে নিয়ম মত বিচরণ করিতেছে, সেই ব্রহ্ম উদ্যত বজ্রের ন্যায় অতি ভয়ানক হয়েন, যাঁহারা এমত ব্রহ্মপদকে জানেন, তাঁহারা এ অসার সংসার হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহার ভয়ে অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, সূর্য্য নিয়মিত প্রকাশ পাইতেছে, যাঁহার ভয়ে ইন্দ্র বায়ু এবং পঞ্চম যে যম তাঁহারা আপন আপন কার্য্যে ধাবমান হইতেছেন। ইহ লোকে শরীর পতনের পূর্ব্বে যেজন যদি ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতে পারে, তবে সেজন সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। আর যদি জানিতে না পারে তবে সৃষ্টি যে এই লোক সকল তাহাতে শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ম্মফল ভোগ করে। যেমন দর্পণেতে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন হয়, সেইরূপ ইহলোকে নির্ম্মল বুদ্ধিতে পরমাত্মার দর্শন হয়, আর যেমন স্বপ্নে আপনাকে দর্শন হয় আর জলেতে আপনাকে দেখা যায়, সেইরূপ গন্ধর্ব্ব লোকে পরমাত্মার দর্শন

হয়, আর যেমন স্পষ্টরূপে ছায়া আর তেজের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ ব্রহ্মলোকে পরমাত্মাকে জানা যায়। পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয় সকল যে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয় সকলের উদয় অস্ত সর্ব্বদা হইতেছে, এমত ইন্দ্রিয় সকলকে আত্মা হইতে পৃথক জানিয়া ধীরব্যক্তি শোক করেন না। ইন্দ্রিয় সকল হইতে মনশ্রেষ্ঠ হয়, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ হয়, জীবাত্মা হইতে মায়া অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তি শ্রেষ্ঠ হয়, এবং মায়া হইতে সর্ব্বব্যাপী ইন্দ্রিয় রহিত পরমাত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ হয়েন। যাঁহাকে জানিলে মনুষ্য সাংসারিক দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হয়েন। সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, সেই আত্মাকে কেবল সংশয় রহিত হৃদিস্থিত শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা জানা যাইতে পারে, যাঁহারা তাহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হয়েন। যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া মনের সহিত আত্মাতে স্থিরভাবে থাকে, আর বুদ্ধি যখন কোন বাহ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না, তখন তাঁহাকে পরম গতি জ্ঞান করিয়া জ্ঞানিরা আনন্দার্ণবে ভাসমান হয়েন। আর এই ইন্দ্রিয়গণকে স্থিররূপে যে ধারণা করা, তাহাকে যোগীরা যোগ করিয়া জানেন। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির স্থিরতার জন্য সেই কালে অত্যন্ত যত্নবান হইবেক। যেহেতু যত্নেতে যোগের উৎপত্তি হয়, আর যত্নহীন হইলে সেই যোগ বিনাশকে পায়। সেই আত্মাকে বাক্যের দ্বারা মনের দ্বারা এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না, যিনি তাঁহাকে অস্তিরূপে দেখেন, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন, যে ব্যক্তি অস্তিরূপে তাঁহাকে দেখিতে না পায়, তাহার জ্ঞানগোচর তিনি কি প্রকারে হইবেন। আর অস্তি মাত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিবেক এবং সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ জানিবেক। এই দুইয়ের মধ্যে অস্তিমাত্র করিয়া তাঁহাকে প্রথমতঃ জানিলে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ পশ্চাৎ জানা যায়। যখন হৃদয়স্থিত দৃঢ়বদ্ধ কামনা সকল হইতে মনুষ্য মুক্ত হয়েন, তখনই তিনি অমৃত হয়েন, এবং এই পৃথিবীতেই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন। আর যখন পুরুষের গ্রন্থি সকল নষ্ট হয়, তখনই তিনি অমৃত হয়েন। এইমাত্র বেদান্তের আদেশ। যমের কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমস্ত যোগ বিধিকে নচিকেতা পাইয়া

সাংসারিক তাবৎ দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন, অন্যব্যক্তিও যিনি এইরূপ অধ্যাত্মবিদ্যাকে জানিবেন, তিনিও এইরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইবেন। ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয় অধ্যায় ব্রহ্মবিদ্যা সমাপ্ত।

ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী নির্ণয়।

অনন্তর নৃপতি কহিতেছেন। হে গুরো! আপনকার বদন স্বরূপ বিমল সুধাকরের কিরণাবলি হইতে বিনিঃসৃত যে সুধা উপদেশ যদ্দ্বারা আমারদিগের সমল হৃদয় বিমল হইল, এক্ষণে বিনতি পূর্ব্বক নিবেদন এই আপনি পরম পদ প্রাপ্তির কারণ যে অধ্যাত্ম যোগ যাহা মুনিগণের আদরণীয় হয় কহিলেন, ইহাতে কোন্ কালে কিরূপে কোন্ ব্যক্তি অধিকারী হইবেন। অনুমান করি এমত দুঃকঠিন ব্রহ্মবিদ্যা যাহা কৈবল্যধাম গমনের সোপান স্বরূপ হইয়াছে, তাহা উদাসীন যোগী জনের পক্ষে বিধি হইতে পারে, কিন্তু গৃহস্থের প্রতি অসম্ভব। অতএব পরমার্থ সাধনে গৃহস্থের পক্ষে কি বিধেয়, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিতে বাঞ্ছা করি। আচার্য্য কহিতেছেন, হে রাজন্ শ্রবণ করুন। তত্ত্বজ্ঞানামৃত পানে পাত্রাপাত্র কালাকাল বিচার নাই। যেহেতু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র জ্ঞানাচার্য্য বশিষ্ঠদেবকে এপ্রশ্নই এই প্রশ্ন করিয়া ছিলেন। পরম সনাতন ধর্ম্ম যাহা আপনি কহিতেছেন, ইহার অধিকারী কোন্ ব্যক্তি হইবেক? ঋষিরাজ উত্তর করিলেন, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর এক যে আছেন, ইহা যাহার মনে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হয়, সেইব্যক্তি এই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী। আর যাহার মনে এক যে ঈশ্বর আছেন এমত কিছুই বোধ না হয়, সেই ব্যক্তি ইহার অনধিকারী। ইহাতে বর্ণের বিচার নাই, যেহেতু শাস্ত্রিরসাস্বাদনে জাত্যভিমান শূন্য হয়। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে মনুষ্য দুই জাতিতে বিভক্ত হয়, এক জ্ঞানী দ্বিতীয় অজ্ঞানী, তদ্ব্যতীত যে বর্ণভেদ সে সংজ্ঞা মাত্র, বিশেষ বজ্রসূচিতে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ। কহিয়াছেন অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে প্রকৃষ্টরূপে জানেন তিনি ব্রাহ্মণ হয়েন। আর ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাসে কালের বিচার নাই, বাল্য, যুবা, বৃদ্ধাবস্থায় যখন যাহার মনঃস্থির হইবেক, আর প্রাতঃ কি সন্ধ্যা দিবা কি রাত্রি যে সময়ে সাবকাশ পাইবেক, ব্রহ্মোপাসনায়

চিত্তশুদ্ধি করিবেক। আর উদাসীন কি গৃহস্থ এবং পুরুষ কি প্রকৃতির প্রভেদ নাই, গৃহস্থ পুরুষের কথা কি কহিব গার্গী ও মৈত্রেয়ী প্রভৃতি শত শত আচার্য্যপত্নীরা ব্রহ্মবিদ্যা আশ্রয় করিয়া পরম নির্ব্বাণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইত্যাদি শ্রবণে রাজাধিরাজ এবং সভাসদ্বর্গ পরম পুলকিত হইয়া কহিলেন, হে গুরো! আমরা সকলে একালপর্য্যন্ত সাংসারিকরূপে কেবল বিষয় বিষরসের আস্বাদনে এবং ঘট পটাদি লইয়া ক্রীড়ায় শুদ্ধ কাল যাপন করিয়াছি। স্বপ্নেও ব্রহ্মানন্দ সুধা আস্বাদন গ্রহণ ইচ্ছুক হই নাই, এক্ষণে আপনকার প্রসাদাৎ আমারদিগের হৃদয়াকাশে চৈতন্যরূপ ভানুর উদ্দীপন হইতেছে। অতএব সময় ও পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক যাহাতে এই অনিত্য মায়াবৃত ঐন্দ্রজালিক সংসার হইতে মুক্ত হইয়া আমরা নিত্যবাস ও নিত্যধন প্রাপ্ত হই, এমত উপদেশ প্রদান করুন। তখন আচার্য্য কহিতেছেন ভো ভূপতি! সম্প্রতি শ্রবণ করুন। নিয়ত বনে বাস করিলেই মুনি হয় না, এবং জটা ভস্ম ধারণ করিলেও যোগী হয় না, যে কেহ ভবনে বাস করিয়া বৈরাগ্য অভ্যাস করে, আর সংকল্পে বর্জ্জিত হইয়া যে কেহ সাংসারিক কর্ম্ম করে এবং যে কেহ ঈশ্বরের নিয়মপালনে যত্ন করে, আর প্রণবের অর্থকে সদাসর্ব্বদা মনন করে, সেই মুনি আর সেই যোগী জানিবেন। ঋক, যজু, সাম, অথর্ব্ব, এই চারি বেদ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ এই সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যদ্দ্বারা অবিনাশী পরব্রহ্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। হে রাজন্! এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিলনা, এই জগৎ উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন। তিনি বিশ্ব সৃজনের বিষয় আলোচনা করিবা মাত্র প্রাণ, মন, ও সমুদয় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, ও ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুর আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। যাঁহার প্রশাসনে অগ্নি প্রজ্জলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। সেই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, মুক্তির কারণ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণানন্দ, মঙ্গল স্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা, এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনা দ্বারা তাঁহার উপাসনায় যে ব্যক্তি নিযুক্ত থাকে, সেই ধন্য এবং সেই সাধু।

নৃপতি কহিলেন হে জ্ঞানাচার্য্য এক্ষণে আমাদিগের কিরূপে তাঁহার উপাসনা সম্ভব হয়, আর সেই উপাসনায় কি কি অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবেক, এবং উপাসনা শব্দের অর্থইবা কি? আচার্য্য কহিলেন, অন্য অন্য দেবতার উপাসনাতে যেমন দেশ, দিক, কালের, নিয়ম আছে, ব্রহ্মোপাসনায় তাহার কোন প্রসঙ্গ নাই। যে দেশে যে দিকে যে সময়ে চিত্তের একাগ্রতা হয়, সেই দেশে সেই দিকে সেই কালে উপাসনা করিবেক। এবং তাহাতে আহার্য্য কোন দ্রব্য ও অঙ্গ নাই, কেবল যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান, সমাধি, এই অষ্টই পরমেশ্বরের উপাসনার অঙ্গ হয়, একারণ উক্ত সমাধির লক্ষণ সংক্ষেপে কহিতেছি। যম, শব্দে অহিংসা সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ এই পাঁচ। তন্মধ্যে অহিংসা শব্দের অর্থ বাক্য,মন কায়ের দ্বারা অবিহিত পরপীড়া পরিত্যাগ, এতাদৃশ অহিংসা যুক্তপুরুষ সর্ব্বপ্রাণির প্রিয় হইয়া ব্রহ্ম উপাসনাতে অধিকারী হয়েন। সত্য পদে বাক্য দ্বারা যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত বিষয়ের প্রতিপাদন, এইরূপ সত্যধর্ম্মাবলম্বি পুরুষের পরমেশ্বরের আরাধনাতে যোগ্যতা হয়। অস্তেয়, অন্যায়ে পরদ্রব্য গ্রহণের নাম স্তেয় তাহার পরিত্যাগ অস্তেয়, যেহেতু পরদ্রব্য হরণে আসক্ত ব্যক্তি পরম পবিত্র পরমেশ্বরের উপাসনাতে যোগ্য হইতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য শব্দে গৃহস্থের পক্ষে অবিহিত স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগ বিহিত স্ত্রী সংসর্গে ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না।

যথা ষোড়শর্ত্তুর্নিশা স্ত্রীণাং
তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
ব্রহ্মচার্য্যেব পর্ব্বণ্যাদ্যাশ্চ-
তস্রশ্চ বর্জ্জয়েৎ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

এই বচনের অর্থ দ্বারা স্পষ্টবোধ হইতেছে, যে ঋতুতে পুত্রোৎপাদনার্থে বিহিত স্ত্রী সংসর্গ করিলে ব্রহ্মচর্য্যের স্খলন দোষ হয় না। অপরিগ্রহ শব্দে উপাসনার বিরোধি বস্তু মাত্রের অসংগ্রহ, যেহেতু বিরোধিবস্তু সঙ্গে উপাসনার ব্যাঘাত হয়। নিয়ম শব্দে, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান, এই পঞ্চ পদার্থের প্রতিপাদক হয়। তন্মধ্যে শৌচ পদার্থ দুই প্রকার, প্রথম মৃত্তিক জল দ্বারা হস্তপদাদি পরিষ্কার করণ, দ্বিতীয় অন্তঃকরণের রাগ দ্বেষ, মদ, মাৎসর্য্যাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের পরিত্যাগ, যেহেতু প্রক্ষালনাদি দ্বারা পবিত্র না থাকিলে, অঙ্গের মলিনতা দোষে চিত্তের স্বাস্থ্য থাকে

না, সুতরাং আত্মোপাসনাতে মনো-নিবেশ হয় না, এবং রাগ দ্বেষাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মে আক্রান্ত পুরুষ তাহার দিগের অনুকূল বিষয়ে সর্ব্বদা বিব্রত থাকে, একারণ আত্মউপাসনার ক্ষমতা থাকে না। সন্তোষ পদে আত্মোপার্জন দ্বারা যথালাভে সন্তুষ্ট থাকা, এই সন্তোষের উপায় কেবল পরের অর্থচিন্তনাভাব যেহেতু স্বাপেক্ষা উপরি উপরি লোকের অর্থ চিন্তনে আপনাকে দরিদ্র বোধ হইয়া অসন্তোষ জন্মে, সুতরাং অসন্তোষে ক্ষুব্ধচিত্ত পুরুষ আত্মোপাসনাতে অনধিকারী হয়। তপস্যা, শব্দে ভূরিভোজনের পরিত্যাগ। যথা শ্রুতি। তপোনানশনাৎপরং অর্থাৎ অল্প আহারের পর তপস্যা নাই। এবং ভগবদ্গীতায় ব্যক্ত আছে।। নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি নচৈকান্তমনশ্নতঃ। অর্থাৎ যে অত্যন্ত আহার করে ও একান্ত আহার করে না, এ উভয়ের যোগ সিদ্ধ হয় না, অতএব পরমাত্মোপাসকের কর্ত্তব্য যে অতি ভোজন পরিত্যাগ করিয়া পরিমিত আহার করেন। স্বাধ্যায়, শব্দে প্রণব উপনিষদাদি বেদের আবৃত্তি দ্বারা তদর্থ পরমেশ্বরের চিন্তন, অর্থাৎ প্রণবের অবলম্বন দ্বারা আত্মার চিন্তন করা। ঈশ্বর প্রণিধান, শব্দে।" তংহদেবমাত্ম বুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈশরণমহং প্রপদ্যে।" আমার বুদ্ধি প্রকাশক যে স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর তাঁহাকে মুক্তি ইচ্ছুক হইয়া আমি শরণাপন্ন হই, ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত প্রকারে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াকে কহা যায়। আসন, শব্দের অর্থ কর চরণাদি অবয়বের বিন্যাস বিশেষ যাহাকে পদ্মাসন প্রভৃতি শব্দে বলা যায়। প্রণায়াম, পদে পূরক, কুম্ভক, রেচক, দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ের রাগ দ্বেষাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আর বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়ে গমন নিবারিত হয়, অর্থাৎ যেমন অগ্নিতে তাপান স্বর্ণ রজতাদি ধাতুদ্রব্যের মলা এককালে দগ্ধ হয়, সেইরূপ অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের দোষ সকল প্রণায়াম দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু আসন ও প্রণায়াম এই দুই যোগী পক্ষে সম্ভবে। প্রত্যাহার শব্দে ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করাকে কহেন। যাহার অনুষ্ঠান করিলে ইন্দ্রিয়গণের যে বিষয়ে আসক্তি তাহার নিবারণ হয়। ধারণা, শব্দে পরমেশ্বরে যে অন্তঃকরণের অভিনিবেশ তাহাকে বলা যায়। ধ্যান, শব্দে অদ্বিতীয় পরমাত্মাতে অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রবাহ করিয়া থাকে। সমাধি, শব্দে পরমেশ্বরে যে চিত্তের, একাগ্রতা তা-

হাকেই সমাপি কহিয়াছেন। অতএব পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত ব্যক্তি দিগের বরঞ্চ বাহ্যে দ্রব্যাদি আহরণ ব্যতিরেকেও হয়, কিন্তু উক্ত অষ্টবিধ অঙ্গের অনুষ্ঠান যথা-সাধ্য করিবেক, ইত্যাদি উপাসনা প্রকরণ কথিত হইল

রাজা ও আচার্য্যের প্রশ্নোত্তর।

রাজার প্রশ্ন। ১। হে আচার্য্য যদ্যপি উপাস্য সেই পরমেশ্বর নি-রঞ্জন নিরাকার হইলেন, তবে তিনি কি প্রকার, আর কি প্রকারেই বা তাঁহাকে জানা যাইতে পারে?

আচার্য্যের উত্তর। হে নর-নাথ! পূর্ব্বেই এই বিষয় কথিত আছে। যিনি এই জ-গতের কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা তি-নিই উপাস্য হয়েন, ইহার অতি-রিক্ত তাঁহার নির্দ্ধারণ করিতে শ্রুতি কি যুক্তি অসমর্থ হয়েন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" তৈত্তিরীয় শ্রুতি। যে ব্র-হ্মের স্বরূপ কথনে বাক্য মনের স-হিত অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত হয়েন, "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনো-মতং। তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে"। তলবকার শ্রুতি। যাঁহাকে মনের দ্বারা জানা যায় না। যিনি মনকে জানিতেছেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া জান, অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাহাকে অন্য লোক সকলে উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহেন।

২ প্রশ্ন। কোন উপায়ে তাঁ-হার স্বরূপের নির্ণয় হয় কি না?

উত্তর। তাঁহার স্বরূপকে মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা যায় না, ইহা শ্রুতিতে কহিয়াছেন, এবং যুক্তি সিদ্ধও ইহা হয়। যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ অথচ ইহার স্বরূপ ও পরিমাণকে কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা যিনি লক্ষিত হইতেছেন, তাঁহার স্বরূপ ও পরি-মাণের নির্দ্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়

৩ প্রশ্ন। বেদে কোন স্থলে সেই পরমেশ্বরকে অগোচর অনি-র্দ্দেশ্য শব্দ কহিতেছেন, এবং অ-ন্যত্র জ্ঞেয় শব্দের প্রয়োগ তাঁহার প্রতি করিতেছেন, ইহার সমাধা কি?

উত্তর। যে স্থলে অগোচর অজ্ঞে-য় শব্দে কহেন সেস্থলে তাঁহার স্বরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কোনমতে জ্ঞেয় নহে। আর যেস্থলে জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দে কহেন,

সেস্থলে তাহার সত্তা অভিপ্রেত হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন, ইহা বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় রচনা ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে।

৪ প্রশ্ন। যদ্যপি উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে, যে পরমেশ্বর এক মাত্র সর্ব্বব্যাপী, আমারদিগের ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন, তাঁহারই উপাসনা প্রধান, এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয় আর নাম রূপ সকল মায়ার কার্য্য হয়। তবে পুরাণে এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে যে সকল দেবতার উপাসনা লিখিয়াছেন, সে সকল কি অপ্রমাণ, আর পুরাণ এবং তন্ত্রাদি কি শাস্ত্র নহেন?

উত্তর। পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন, যেহেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধি মনের অগোচর করিয়া পুনঃপুনঃ কহিয়াছেন, তবে পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনা যে বাহুল্য মতে লিখিয়াছেন, সেও প্রত্যক্ষ বটে। কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃপুনঃ এইরূপ করিয়াছেন, যে যেব্যক্তি ব্রহ্ম বিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক, সেই ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া রূপকল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্তস্থির রাখিবেক, পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাঁহার অধিকার হয়, কাল্পনিক উপাসনাতে তাঁহার প্রয়োজন নাই। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যথা

যমদগ্নের্ব্বচনং। চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥ রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিক কল্পনা। অস্যার্থঃ।

জ্ঞান স্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধি শূন্য শরীর রহিত যে পরমেশ্বর তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্তে করিয়াছেন। রূপকল্পনার স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব স্ত্রীর অবয়ব, ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে হয়। তথাহি বিষ্ণুপুরাণে।

রূপনামাদি নির্দ্দেশ বিশেষণ নিবর্জ্জিতং। অপক্ষয় বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তি জন্মভিঃ॥ বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃসদাস্তীতি কেবলং।

রূপনাম ইত্যাদি বিশেষণ রহিত নাশ রহিত, অবস্থান্তর শূন্য, দুঃখ এবং জন্মহীন পরমাত্মা হয়েন, কে

রূপ আছেন এই মাত্র করিয়া তাঁহাকে কহা যায়। তথাহি শাতাতপবচনং।

অপস্বুদেবা মনুষ্যাণাং দিবিদেবা মনীষিণাং। কাষ্ঠলোষ্টেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনিদেবতা।

জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতর মনুষ্যের হয়, গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোধ দেবজ্ঞানিরা করেন, কাষ্ঠ মৃত্তিকা ইত্যাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে, আত্মাতে ঈশ্বর বোধ জ্ঞানিরা করেন। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

কিংস্বল্পতপসাং নৃণামর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং। দর্শন স্পর্শন প্রশ্ন প্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকং।

তীর্থস্নানাদিতে তপস্যা বুদ্ধি যাহারদিগের আর প্রতিমাতে দেবতা বুদ্ধি যাহারদিগের, এমত রূপ ব্যক্তি সকলের যোগেশ্বরদিগের দর্শন স্পর্শন নমস্কার আর পাদার্চ্চন অসম্ভবনীয় হয়। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপেত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ জনেষ্বভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ।

যে ব্যক্তির কফ পিত্ত বায়ুময় শরীরেতে আত্মার বোধ হয়, আর স্ত্রী পুত্রাদিতে আত্মজ্ঞান হয়, আর মৃত্তিকা নির্ম্মিত বস্তুতে দেবতাজ্ঞান হয়, আর জলেতে তীর্থ বোধ হয়, আর এ সকল জ্ঞানতত্ত্ব জানিতে না হয়, সে ব্যক্তি বড় গরু। ভগবদগীতায়। যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতিসঃ। অর্থাৎ, যে মূঢ়লোক সর্ব্বভূত ব্যাপী পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া প্রতিমা পূজাকরে, সে কেবল ভস্মেঘৃত ঢালে। এবং কুলার্ণব তন্ত্রে।

পরে ব্রহ্মাণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং। তালবৃন্তেন কিংকার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে॥

পরব্রহ্মজ্ঞান হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না, যেমন মলয়ের বাতাস পাইলে তালের পাখা কোন কাজে আইসে না।

তথাহি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে।

এবঙ্গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানিচ। কল্পিতানি

হিতার্থায় তক্ত্রানামম্পমে-
ধসাং ॥

এইরূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পনা [illegible] গিয়াছে। অতএব বেদ পুরাণ তন্ত্রাদিতে যত যত রূপের কল্পনা এবং উপাসনার বিধি দুর্ব্বলাধিকারীর নিমিত্তে কহিয়াছেন। তাহারও মীমাংসা পরে এইরূপে শত শত মন্ত্র এবং বচনের দ্বারা আপনিই করিয়াছেন।

৫ প্রশ্ন। আত্মার উপাসনা শাস্ত্র বিহিত বটে, এবং দেবতাদিগের উপাসনাও শাস্ত্র সম্মত হয়, কিন্তু আত্মার উপাসনা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য আর দেবতার উপাসনা গৃহস্থের কর্ত্তব্য হয় কি না?

উত্তর। এইরূপ আশঙ্কা কদাপি করিবেনা, যেহেতু বেদে এবং বেদান্তে আর মনুপ্রভৃতি স্মৃতি শাস্ত্রে গৃহস্থের আত্মোপাসনা কর্ত্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ আছে। যথা বেদান্ত সূত্রং।

কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ।

কর্ম্মে আর সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার আছে। যথা মনু বাক্যং।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমেচস্যাদ্বেদাভ্যা
সেচযত্নবান্॥

শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহে, আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন। তথাহি মনুবাক্যং।

এতানেকে মহায়জ্ঞান যজ্ঞ
শাস্ত্র বিদোজনাঃ। অহীন
মানাম্ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব
জুহ্বতি।

যে সকল গৃহস্থেরা, বাহ্য এবং অন্তর যজ্ঞের অনুষ্ঠানের শাস্ত্রকে জানেন, তাঁহারা বাহ্যেতে কোন যজ্ঞাদির চেষ্টা না করিয়া চক্ষুশ্রোত্র প্রভৃতি যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার রূপ শব্দ প্রভৃতি পঞ্চ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চ যজ্ঞকে সম্পন্ন করেন অর্থাৎ কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞানি গৃহস্থেরা বাহ্যেতে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার বলেতে ইন্দ্রিয় দমন রূপ যে পঞ্চ যজ্ঞ তাহ করেন। তথাহি যাজ্ঞবল্ক্য বচনং

ন্যায়ার্জিত ধনস্তত্ত্ব জ্ঞান
নিষ্ঠোহতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধ
কৃৎ সত্যবাদীচ গৃহস্থোপি
বিমুচ্যতে॥

ন্যায্য কর্ম্ম দ্বারা যে গৃহস্থ ধনের উপার্জ্জন করেন, অতিথি সেবাতে তৎপর হয়েন, এবং নিত্য নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে রত হয়েন, আর সর্ব্বদা সত্য বাক্য কহেন, এবং আত্মতত্ত্ব ধ্যানেতে আসক্ত হয়েন, এমত ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়াও মুক্ত হয়েন। কেবল সন্ন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এমত নহে, কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরও মুক্তি হয়। অতএব স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র গৃহস্থের প্রতি নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের যেমন বিধি দিয়াছেন, সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অথবা কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনারও বিধি আছে, বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসনা বিনা কেবল কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হয় না এমত নানা শাস্ত্রে ভূয়ো ভূয় প্রমাণ আছে।

৬ প্রশ্ন। পরব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয় তাঁহার উপাসনা বেদ বেদান্ত এবং স্মৃত্যাদি যাবৎ শাস্ত্রের মতে যদি প্রধান হইল, তবে এতদ্দেশীয় প্রায় সকলে এইরূপ সাকার উপাসনা যাহাকে গৌণ কহিতেছেন, পরম্পরায় কেন করিয়া আসিতেছেন?

উত্তর। পুরাকালে কেবল এক মাত্র পরমেশ্বরের উপাসনাই ছিল, পরে যে প্রকারে সাকার দেবতার উপাসনা ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইয়া আইল, তাহার সবিশেষ ইতি পূর্ব্বেই শৈবসম্প্রদায়ী লইয়া কর্ত্তাভজা পর্য্যন্ত নানাবিধ উপাসনার মর্ম্ম কহিয়াছি, অধিকন্তু এই বিবেচনা করিলে আপনি উপস্থিত হইতে পারে, তাহার কারণ এই পণ্ডিত সকল যাঁহারা শাস্ত্রার্থের প্রেরক হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই বিশেষমতে আত্মনিষ্ঠ হওয়াকে প্রধান ধর্ম্মরূপে জানিয়া থাকেন। কিন্তু সাকার উপাসনার যথেষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং ব্রত যাত্রা, মহোৎসব আছে, সুতরাং ইহার নিমিত্ত লাভের বৃদ্ধি অতএব তাঁহারা কেহ কেহ সাকার উপাসনার প্রেরণা সর্ব্বদা বাহুল্য মতে করিয়া আসিতেছেন, এবং যাঁহারা প্রেরিত অর্থাৎ শূদ্র প্রভৃতি এবং বিষয় কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ তাঁহারদিগের মনের রঞ্জন সাকার উপাসনায় হয়, সুতরাং তাঁহারা সাকার উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। আপনার উপাস্য ঈশ্বর আর আত্মবৎ সেবার বিধি পাইলে ইহা হইতে অধিক কি তাঁহারদিগের আহ্লাদ হইতে পারে। ব্রহ্মোপাসনাতে জগৎকার্য্য দেখিয়া কারণকে বিশ্বাস করা এবং নানা প্রকার নিয়ম দেখিয়া নিয়মকর্ত্তাকে নিশ্চয় করা শুদ্ধ মন ও বুদ্ধির চালনের অপেক্ষা রাখে, কিন্তু তাহাতে

কিঞ্চিৎ শ্রম মাত্র, অতএব তাহা হ-ইতে বিরত হইয়া প্রেরকেরা আ-পন আপন লাভের কারণ এবং প্রেরিতেরা আপনাদিগের মনোর-ঞ্জনের নিমিত্ত এইরূপ নানা প্রকার উপাসনার বাহুল্য করিয়াছেন।

৭ প্রশ্ন। যদ্যপি সাকার উপা-সনার বিষয় বেদ বিধি নহে, কিন্তু যে যাহা সাকার দেবতার উপাসন করে, আপন আপন ইষ্টদেবতাকে ঈশ্বর বোধ করিয়া থাকেন। এবং মনে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইতে পারেন।

উত্তর। একজনার বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না, যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষপান করিলে বিষ শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে, তাহাতে সংশয় নাই, যথা পরবাক্যে লৌহ কখন সুবর্ণ হইতে পারে না।

৮ প্রশ্ন। শুনিতে পাওয়া যায় যে ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তির শাস্ত্র প্রমাণ সকল বস্তুকে জ্ঞান চক্ষে ব্রহ্ম বোধ করিয়া পঙ্কচন্দন, শীত উষ্ণ, শত্রু মিত্র, চোর সাধু এ সকলকে সমান জ্ঞান করেন, অতএব গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসক হইয়া কিরূপে সাংসা-রিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারেন?

৮ উত্তর। পূর্ব্বে, বশিষ্ঠ, পরাশর সনৎকুমার, ব্যাস, জনক, ইত্যাদি মাহাত্মারা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াও লৌকি-ক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন, আর রাজ-নীতি এবং গৃহস্থ ব্যবহার বিশেষ-রূপে করিয়াছিলেন। তাহা যোগ-বাশিষ্ঠ মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্ট বিদিত আছে। অর্জ্জুন যে গৃহস্থ তাঁহাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ গীতার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান দি-য়াছিলেন, এবং অর্জ্জুন ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া লৌকিক জ্ঞান শূন্য না হইয়া যুদ্ধে ভারতে পটু হইয়া রাজ্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠদেব ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে এই উপদেশ করিয়াছিলেন। যথা যোগবাশিষ্ঠে প্রথমাধ্যায়ে।

> বহির্ব্যাপার সংরম্ভোহৃ-
> দি সঙ্কল্প বর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা
> বহির কর্ত্তান্তরেবংবিহর রা-
> ঘব।

বাহ্যেতে ব্যাপার বিশিষ্ট হইয়া আর মনেতে সঙ্কল্প বর্জ্জিত হইয়া আর বাহ্যেতে আপনাকে কর্ত্তা দে-খাইয়া, আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রামচন্দ্র লোক যাত্রা নির্ব্বাহ কর। রামচন্দ্রও সেই উপদেশানুসারে যে সকল আচরণ সর্ব্বদা করিয়াছিলেন, পুরাণাদিতে প্রকাশ আছে। এবং অন্য অন্য যে সকল সাধক ব্রহ্মউপাসনা করিয়া

গৃহস্থধর্ম্ম নির্ব্বাহ এবং পঙ্ককে পঙ্ক, চন্দনকে চন্দন, শীতকে শীত, উষ্ণকে উষ্ণ, শত্রুকে শত্রু, মিত্রকে মিত্র, চোরকে চোর, সাধুকে সাধু, জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন অপ্রকাশ নাই।

৯ প্রশ্ন। হে গুরো আপনকার প্রসাদে আমার চিত্তাকাশে জ্ঞানচন্দ্রমা উদয় হইল, তজ্জন্য যে আনন্দের অনুভব করিতেছি, তাহা অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু কিঞ্চিৎ সন্দেহ এই হইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানের যে রূপ মাহাত্ম্য কহিলেন, সে রূপ, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভাবনা উদাসীন সন্ন্যাসী এবং সকাম গৃহবাসী গৃহস্থের প্রতি হইতে পারে, দুর্ব্বল ব্যাপৃত গৃহস্থ ব্যক্তির প্রতি সুতরাং সাকার উপাসনার এবং কর্ম্মকাণ্ডের বিধি কর্ত্তব্য হয় কি না?

উত্তর। ব্রহ্মজ্ঞান যদি অসম্ভব হইত, তবে। "আত্মাবা অরে শ্রোতব্যোমন্তব্যঃ আত্মেত্যেবোপাসীত" এইরূপ শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের প্রেরণা থাকিত না, কেননা অসম্ভব বস্তুর প্রেরণা শাস্ত্রে হইতে পারে না। যদি কহ ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব নহে কিন্তু কষ্টসাধ্য বহু যত্নে হয়, তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন আবশ্যক হয়, তাহার অবহেলা কেহ করে না, তবে কি কারণে বহু যত্নের ধনবে পরমাত্মার সাধন যাহাতে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয় তাহাতে যত্ন না করা, ইহাতে উদাসীন কি গৃহস্থের বিশেষ নাই। তবে যে কর্ম্মকাণ্ডের কথা কহিতেছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্মত্যাগী হইবেক কিন্তু কর্ম্ম না করিলে কর্ম্মত্যাগ করা অতিশয় কঠিন, এ নিমিত্ত প্রথমতঃ কর্ম্ম করিতে শাস্ত্রে কহিয়াছেন।

১০ প্রশ্ন। যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করেন প্রত্যক্ষে তাঁহারদিগের মুক্তি হয়, আর যাঁহারা সাকার দেবতার সাধনা করেন, তাঁহারদিগের কি মুক্তি হয় না!

উত্তর। কাহার মুক্তি হয়, আর কাহার মুক্তি না হয়, ইহা পূর্ব্বে প্রমাণ দ্বারা কথিত হইয়াছে। বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে ভূয়ো ভূয় কহিয়াছেন, যে জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনমতে নির্ব্বাণ মুক্তি হইতে পারিবেক না। তবে সাকার উপাসক কর্ম্মী কর্ম্ম ফলের দ্বারা জীবনান্তে উত্তমদেহ ধারণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞান পথ আশ্রয় করিয়া পরম নির্ব্বাণকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, যে চিত্তশুদ্ধি হওনের কারণ কেবল সাধনা, অথবা সৎসঙ্গ, অথবা পূর্ব্ব সংস্কার অথবা গুরুর প্রসন্নতা।

গৃহস্থের প্রতি কর্ম্ম ধর্ম্মের সংক্ষেপ উপদেশ।

ইত্যাদি কথোপকথনানন্তর নৃপতি কহিলেন, হে গুরো এক্ষণে গৃহস্থদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্মধর্ম্ম সম্বন্ধের সাধনার্থ সবিশেষ শুনিতে বাঞ্ছা করি, আচার্য্য কহিলেন হে রাজন শ্রবণ কর। বুদ্ধিমান্ গৃহস্থ ব্যক্তি প্রথমতঃ বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা যথাধর্ম্ম ধন উপার্জ্জন করিয়া পরিবারদিগকে প্রতিপালন করিবেক, পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব প্রকারে প্রযত্নে সর্ব্বদা সেবা করিবে, আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃতুল্য মান্য করিবে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভার্য্যা এবং পুত্রদিগকে স্বীয় শরীরের ন্যায়, দাসবর্গকে আপনার ছায়া স্বরূপ, আর দুহিতা অতিকৃপাপাত্রী, এইহেতু এককালে দ্বারা উত্যক্ত হইলেও সন্তপ্ত না হইয়া সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবে, আর স্বজন ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিবে, বিশেষ পুত্র ও কন্যাদিগকে লালন পালন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করাইবে, এবং কন্যা যত দিন পতি মর্য্যাদা ও পতিসেবা না জানে, আর ধর্ম্ম শাসন অজ্ঞাত থাকে, ততদিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না। পরে বিবেচনা মতে কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কার সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক। জ্ঞানবান্ পিতা কন্যাদান নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও পণ গ্রহণ করিবেন না, লোভাসক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ পণ গ্রহণ করিলে সন্ততি বিক্রয় করা হয় একারণ পণ গ্রহণ অনুচিত কর্ম্ম হইয়াছে। আর দৈবাধীন কন্যা বিধবা হইলে কন্যার ইচ্ছাক্রমে শাস্ত্রানুসারে অন্যবরের সহিত পুনঃ বিবাহ দেওনে কোন হানি নাই। যথা ভগবান্ পরাশর বাক্যং। "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।" অর্থাৎ স্বামী অনুদ্দেশ হইলে মরিলে সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে ক্লীবস্থির হইলে অথবা পতিত হইলে, এরূপ পঞ্চ স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত হয়। তদনন্তর নৃপতি আচার্য্যকে, অত্যাশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন। যদ্যপি পুরাকালে সনাতন ধর্ম্মে এমত প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান কলিযুগে অবলা বিধবার বিবাহ কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে এবং তাহার ব্যবস্থাই বা কি? আচার্য্য কহিলেন সর্ব্বশাস্ত্র সর্ব্ববেদ বিশারদ সুবিখ্যাত শ্রীলশ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য প্র-

কাশিত বিদর। বিবাহ বিষয়ক পুস্তকাবলোকনে সম্যক প্রকারে ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। আর প্রতিদিন অহিংসা রূপে নিরামিষ ভোজন করাই শ্রেয়ঃ এবং অপরিমিত ভোজনের দ্বারা উদরকে জয় করিবেক না, নিদ্রা দ্বারা নিদ্রাকে, কাম দ্বারা কামিনীকে, কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিকে এবং পান দ্বারা সুরাকে জয় করিবেক না। যখন মনুষ্য কোন প্রাণির প্রতি কর্ম্ম ও মন, কি বাক্য দ্বারা কদাপি পাপাচরণ না করে, তখন তিনি ব্রহ্মলাভ করেন। মনুষ্য পুণ্য কর্ম্ম করিলে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করিয়া পুণ্য লোকে গমন করেন। পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করেন, পুণ্য প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পাপচিন্তা করে, পাপ আলাপ করে, পাপ অনুষ্ঠান করে, তাহার সমস্ত সকল নষ্ট হয়, যাহারা মন ও বুদ্ধি ও বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন। যাহারা শরীর শোষণ করে তাহারা তপস্যা করে না, প্রাজ্ঞব্যক্তি ধর্ম্মেতে রমণ করেন, এবং ধর্ম্মপথে জীবিকা লাভ করেন। এই প্রকারেই মনুষ্য ধর্ম্মাত্মা হয়, যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে অতিক্রম করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন, আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন, ধর্ম্মই কেবল একই মিত্র যিনি মরণকালেও অনুগামী হয়েন। হে রাজন! পরকাল সহায়ের নিমিত্তে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, জাতি, বন্ধু, কেহই থাকেনা, কেবল ধর্ম্মই থাকেন। বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠলোষ্টবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন। কিন্তু ধর্ম্ম তাঁহার অনুগামী হইয়া থাকেন। অতএব সহায়ের অপেক্ষা ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবে, জীব ধর্ম্মের সহায় দ্বারা দুস্তর সংসার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়। আর মনুষ্য পাপাচরণ করিলে অপকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, এবং অশুভ ফলভোগ করে, পুণ্যানুষ্ঠান করিলে সৎকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, এবং অত্যন্ত শুভ ফল ভোগ করে, অতএব দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া পাপকর্ম্ম করিবে না, আর মানসিক ও বাচনিক এবং শারীরিক এই তিন প্রকার কর্ম্মই শুভ এবং অশুভ ফল জন্মায় মনুষ্যদিগের উত্তম, মধ্যম, অধম, তিন প্রকার কর্ম্মজনিত গতি হয়। পরদ্রব্য লাভের আলোচনা, লোকের অনিষ্ট চিন্তন, এবং ঈশ্বরেতে ও পরকালেতে অবিশ্বাস, এই তিন প্রকার মানসিক কুকর্ম্ম। নিষ্ঠুর বাক্য, মিথ্যাকথা,

পরোক্ষে পরনিন্দা, এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য, এই চারি প্রকার বাচনিক কুকর্ম্ম। অদত্ত ধন গ্রহণ, অবিহিত হিংসা, পরদার সেবা, এই তিন প্রকার শারীরিক কুকর্ম্ম। আপনার মন, বাক্য, শরীর, এই তিনকে যে মনুষ্য দমন করিয়া কাম ক্রোধকে সংযম করে সেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আর পাপ করিয়া তন্নিমিত্তে সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে মুক্তি পায়। অর্থাৎ এমন পাপকর্ম্ম আর করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়। আর একাকী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়, একাকীই সদসৎ কর্ম্মের ফল ভোগ করে। হে ভূপতি! আমি একাকী আছি, যেন এমত ভ্রম কদাপি মনে না হয়, যেহেতু সেই পুণ্যপাপদর্শী এবং সর্ব্বজ্ঞ পরম পুরুষ আপনার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন, ইহা সত্য জানিয়া সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। এই সংসার ধর্ম্মের আদেশ এই উপদেশ এই শাস্ত্র এই যুক্তি হয়। আর যে প্রকার নিত্য সেই পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে হয়, তাহা শ্রবণ করুন।

গৃহস্থের প্রতি ব্রহ্মোপাসনার বিধি।

—

যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডে যেমন স্থান এবং কাল ইত্যাদির নিয়ম আছে। সেরূপ নিয়ম সকল আত্মোপাসনায় নাই, গৃহস্থ ব্রহ্ম উপাসক সর্ব্বদা কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির দমনে যত্ন করিবেন। এবং নিন্দা, অসূয়া, ঈর্ষা, ইত্যাদি যে সকল মানসিক পীড়া, তাহার প্রতীকারের চেষ্টা সর্ব্বদা করিবেন। অর্থাৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, দ্বারা জ্ঞান সাধন করিয়া, পরম নির্ব্বাণকে পাইবেন। নৃপতি কহিতেছেন। হে গুরো! শমদমাদির বিশেষণ করুন। আচার্য্য কহিতেছেন। শম, অন্তরিন্দ্রিয়ের দমন, দম, বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে বলা যায়, উপরতি, জ্ঞান সাধনের কালে বিহিত কর্ম্মের ত্যাগ, তিতিক্ষা, শব্দে সহিষ্ণুতাকে কহি, সমাধান, শব্দের অর্থ এই যে আলস্য ও প্রমাদকে ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তিতে পরমাত্মার চিন্তা করা। যথা ভগবান মনু ইন্দ্রিয় নিগ্রহকে আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন, অতএব ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক, একাগ্রচিত্তে রাগের সহিত প্রথমতঃ

মরা অন্যের সহিত কদাপি করিব না। পরমেশ্বরকে এক নিয়ন্তা প্রভু জ্ঞান কর। আর তাঁহার সর্ব্ব সাধারণ জনেতে স্নেহ রাখা আমারদিগের শ্রেয়ঃ কার্য্য হইয়াছে। যেহেতু তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের কৃপা পাত্র হইতে পারিব। যেমন তাঁহারই সাক্ষী সুতরাং তাহার আকাঙ্ক্ষিত তিনি নহেন। পরমেশ্বর সকল হইতে অধিক প্রিয় এবং শ্রেয়স্কারী, আর জীব হইতেও অধিক প্রিয় হয়েন। যেহেতু পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান সর্ব্বদা শরীরে আছে, অর্থাৎ সুষুপ্তি সময়ে সকল লয় হইলেও পুনরায় জীবকে প্রবৃত্ত করেন। আর তদ্যানেকের ভয় তিনি হয়েন, যথা জগদ্ভক্ষক যে মৃত্যু সেও পরমেশ্বরের শাসনে আছে। অতএব আপন আপন মনে বিশেষ বিবেচনা করা উচিত যে সেই পরম দয়াবান পরমেশ্বর কি কৌশল পূর্ব্বক প্রাণও অপান নামক দুই বায়ুকে জীবের নাসারন্ধ্রে নিশ্বাস প্রশ্বাস ছলে স্থাপন করিয়াছেন। এবং ঐ নিশ্বাস প্রশ্বাসে কি অপরিমিত গুণ প্রদান করিয়াছেন।

যথা নিশ্বাস বায়ু যাহা নাসিকা হইতে বিনির্গত হইতেছে, সেই প্রাণদান দিতেছে, আর যে প্রশ্বাস বায়ু যাহা নাভিমূল পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইতেছে, সে পরমায়ু বৃদ্ধি করিতেছে। অতএব মনুষ্যের উচিত যে এমন অমূল্য ধন নিশ্বাস প্রশ্বাস পাইয়া প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে সেই চিন্তামণি পরমেশ্বরকে চিন্তা করিয়া ভববচিন্তা হইতে নিশ্চিন্ত হয়। অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ আনন্দময় ধামে প্রবেশ পূর্ব্বক আনন্দরূপে স্থিতি করে। এই সার যুক্তি মুক্তির কারণ হইয়াছে, এই যাগ এই যজ্ঞ এই জপ, এই তপ, এই ধ্যান, এই জ্ঞান, নিশ্চয় জানিবা ইত্যাদি ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করত রাজাধিরাজ ও যুবারাজ এবং পারিষদ সভাসদ্বর্গে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া কহিলেন, অদ্যাবধি আমরা সকলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নশীল হইলাম। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম সঙ্গীত।

নিরঞ্জনে নিরূপণ, কিসে হয় বা মন, সে অতীত ত্রৈগুণ্য। নয় প্রধান শক্তি, সে অতীত বুদ্ধি শক্তি অতিরিক্ত ভূতশুদ্ধি, সমাধানে শূন্য। কেহ হস্তপদ দেয়, কেহ কহে জ্যোতির্ম্ময়, কেহবা আকার কয়, কেহ কহে জন্য। সে শব্দ কল্পনা মাত্র, বারে বারে কহে শাস্ত্র, এভিন্ন নাহি অত্র অন্য নহে মান্য। মনঃ অশান্ত ভ্রান্ত নিতান্ত